প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায় ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

Periodical Issue : 417
1 March 2016
USPS No. : 020877
ISN : 1542 5657

৪৪ তম বর্ষ | ১৭ ফাল্গুন ১৪২২ | ১ মার্চ ২০১৬

ডানলপ, জেসপ অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী দুই শিল্প প্রতিষ্ঠান ডানলপ ও জেসপ খবরের শিরোনামে চলে এল। সৌজন্যে সেই মা-মাটি-মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ঘোষণা, আমি একটা শুভ সংবাদ দিচ্ছি। এই দুই কোম্পানি রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করে চলেছে। পুরোদস্তুর বিল এনে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। দুই সংস্থার শ্রমিকরা এতে উপকৃত হবেন। খোদ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করেন তিনি। এদিনই সরকারপক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিধানসভার সংক্ষিপ্ত বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন এ বিষয়ে তড়িঘড়ি একটি বিল আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সকাল সওয়া ন'টায় বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকে ডানলপ-জেসপ সংক্রান্ত বিল পেশ ও আলোচনার বিষয়টি ফয়সালা করা হবে বিরোধীদের উপস্থিতিতে। যদিও পরিষদীয়মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় পরে দুই কোম্পানির পরিচালন ব্যবস্থা সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে বলে ঘোষণা করায় এ নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়।

বিগত কয়েক বছর ধরে এই দুই শিল্পসংস্থার অচলাবস্থা বারবার সংবাদের শিরোনামে এসেছে। তৃণমূল জমানায় বারবার কর্মী বিক্ষোভও হয়েছে এই দুই প্রতিষ্ঠানে। সাময়িকভাবে পরিস্থিতি সামাল দিলেও কোনও স্থায়ী সমাধান এতদিন করে উঠতে পারেনি রাজ্য সরকার। সংস্থা দু'টির বর্তমান মালিক রুইয়া গোষ্ঠী শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে কারখানা চালাবার জন্য চুক্তি করলেও তা লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ। এই অচলাবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য গত বছর থেকেই ডানলপ অধিগ্রহণের কথা সরকারের তরফে বাতাসে ভাসানো হয়েছিল। যদিও তা এতদিন কেন বাস্তবায়িত করা হয়নি, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে। সেই কারণে বিরোধীরা মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে ভোটের মুখে রাজনৈতিক চমক বলেই বর্ণনা করেছে।

ডানলপ ও জেসপের পাশাপাশি এদিন বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিঙ্গুর প্রসঙ্গও টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তা করতে গিয়ে তিনি কার্যত এই ইস্যুতে তাঁর সরকারের বর্তমানে আর কিছু যে করণীয় নেই, তা বুঝিয়ে দেন। খাদ্য সুরক্ষার সুযোগ রাজ্যে সর্বত্র সবাই পাচ্ছে না বলে বিরোধীদের অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি এদিন তাঁর ভাষণে বলেন, আমরা ক্ষমতায় এসে দু'টাকা কেজি দরে চাল

এরপর ৭ পাতায়

কামদুনিকাণ্ডে ৩ জনের ফাঁসি

কামদুনিতে কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত ছয় অপরাধীর মধ্যে তিনজনকে ফাঁসি, বাকি তিনজনকে আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিল আদালত। কলকাতা নগর দায়রা আদালতের দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক সঞ্চিতা সরকার ওই আদেশ দিয়েছেন। আমিন আলি, আনসার আলি ও সইফুল আলি মোল্লাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বাকি তিন অপরাধী ইমানুল ইসলাম, ভোলা নস্কর এবং আমিনুর ইসলামের আমৃত্যু কারাদণ্ড হয়। বিচারক এই মামলায় ধৃত আটজনের মধ্যে নুর আলি ও রফিকুল ইসলামকে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস দেন। বাকি ছয় ধৃতকে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন। এদিন মৃত্যুদণ্ড ও আমৃত্যু কারাদণ্ডের সঙ্গে বাকি বিভিন্ন ধারাতেও বিচারক প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ধারায় সাজা দেন। তবে আদালতের মন্তব্য, প্রতিটি সাজাই একই সঙ্গে চলবে। রায় ঘোষণার পর ধৃতদের আইনজীবী ফিরোজ ইদুলজি, তীর্থঙ্কর ঘোষ ও সঞ্জীব দাঁ জানান, নিম্ন আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা আগামী সপ্তাহেই আপিল মামলায় যাবেন। তাঁদের বক্তব্য, এই মামলায় একাধিক অসংগতি রয়েছে, যা আমরা উচ্চ আদালতের কাছে তুলে ধরব। অন্যদিকে, এই মামলার বিশেষ সরকারি আইনজীবী দীপক ঘোষ এবং সহকারী সরকারি আইনজীবী অনিন্দ্যকিশোর রাউত বলেন, যে ঘটনা ঘটেছে, তা জঘন্যতম বললেও ভুল বলা হয়। আমরা আদালতের কাছে বার বার জানিয়েছিলাম, এই ঘটনা এককথায় বিরল থেকে বিরলতম। তাই আদালত যে রায় দিয়েছে, তাতে আমরা খুশি। তবে যে দু'জন খালাস পেয়েছে, তাদের বিষয়ে আদালতের রায়ের কপি না দেখে কোনও মন্তব্য করব না।

আমৃত্যু কারাদণ্ড বাকি ৩ জনের

এদিকে, বিকাল সাড়ে তিনটে নাগাদ বিচারক রায় ঘোষণার পরই কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের কড়া নিরাপত্তায় নির্যাতিতার দুই ভাইকে এসকর্ট করে নগর দায়রা আদালত

এরপর ১৯ পাতায়

ঝেড়ে ফেললেন সিঙ্গুরের দায়

জমি ফেরাতে ৫০ বছর লাগলেও কিছু করার নেই

এত দিন বিরোধীরা বলত। এ বার নিজেই বলে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

সিঙ্গুরে 'অনিচ্ছুক' কৃষকদের জমি ফেরত দিতে বিল পাশ করেছিল তৃণমূলের সরকার। সেই সিদ্ধান্ত নিয়েই সিঙ্গুরের মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেছেন বলে বিধানসভায় দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আইনি জটে কৃষকেরা অবশ্য জমি ফেরত পাননি। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, বিচারাধীন বিষয়ে তাঁর আর কিছু করার নেই। আদালতে মামলা পাঁচ কেন, ৫০ বছরও চলতে পারে! তাঁর সরকার সিঙ্গুরের অনিচ্ছুকদের দু'হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা এবং দু'টাকা কিলো দরে চাল দিচ্ছে।

সোজা কথায় বলতে গেলে, রাজ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে মমতার ক্ষমতায় আসার পথে অন্যতম সোপান ছিল সিঙ্গুর। পাঁচ বছর বাদে আরও একটি বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এসে সেই সিঙ্গুরের দায়ই ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন তৃণমূল নেত্রী! বিরোধীদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন জমি ফেরতের আশ্বাস দিয়ে একটি বিধানসভা ভোটে জয় হাসিল করে পরের নির্বাচনে সুর বদলে নিয়েছেন তিনি! সরকারে এসে জমি ফেরতের জন্য বিল পাশ করে এবং তার পরে অনিচ্ছুকদের সস্তায় চাল ও মাসিক ভাতা দিয়েই তিনি নিজের 'কাজ' সেরে ফেলেছেন। এর পরে অনিচ্ছুক কৃষকেরা কবে জমি ফেরত পাবেন, বা আদৌ পাবেন কি না, তা আর তৃণমূল সরকারের মাথাব্যথা নয়! বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্রের কথায়, ''ঝুলি থেকে এ বার বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে!''

বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপরে বিতর্কের শেষে জবাবি বক্তৃতা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এ দিন সিঙ্গুরের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। বামেদের আক্রমণ করে প্রথমে তিনি বলেন, আগের সরকার কখনও কাউকে দু'টাকা কিলো দরে চাল দেয়নি। তিনি সিঙ্গুর ও জঙ্গলমহলে এই কাজ শুরু করেছিলেন। পরে আবার তাঁর ঘোষণা, ''আপনাদের (বাম) শিল্পায়ন মানে তো সেই সিঙ্গুরের গল্প! আমরা কিন্তু সরকারে এসেই সিঙ্গুরের জমি ফেরতের আইন করে দিয়েছি। জমি ফেরতের বিষয়টা আদালতের বিচারাধীন। সুপ্রিম কোর্টকে আমরা সম্মান করি।'' সেই সঙ্গেই মমতার

এরপর ১৯ পাতায়

আসন রফা নিয়ে কথা বলতে আলিমুদ্দিনে এসেছেন অধীর, প্রতীক্ষারত বুদ্ধ-বিমান-সূর্যকান্ত, অতঃপর...

একটি কাল্পনিক, রুদ্ধদ্বার সভার ধারাবিবরণী

সুমন চট্টোপাধ্যায়

আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদর দফতরের গেটে এক গুচ্ছ লাল-গোলাপ নিয়ে অভীক দত্ত অভ্যর্থনা জানালেন অধীর চৌধুরীকে। তার পর অধীরবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল উপরে সভা-কক্ষে যেখানে তিন মহারথী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু ও সূর্যকান্ত মিশ্র অপেক্ষারত। রুদ্ধ-কক্ষে শুরু হল আলোচনা।

বিমান—অধীর, তুমি চা খাবে? লিকার না দুধ? চিনি না বিনা চিনি?

অধীর—আপনারা যা খাবেন তা-ই। এখন আমরা সবাই এক। তা হলে আর পৃথক ফল কেন?

সূর্য—আমরা কিন্তু সবাই লিকার। সিগারেটও ছেড়ে দিয়েছি সবাই।

অধীন—আমিও। কয়েক বছর আগে গলা নিয়ে খুব ভুগতে হয়েছিল। ডাক্তার বলল, আর সিগারেট খেলে বাঁচব না। ছেড়ে দিলাম।

বিমান—তা হলে অধীর তুমিও ভয় পাও? হা হা হা!

অধীর—বিমান'দা, মরতে আবার কে ভয় পায় না? আত্মরক্ষার জন্যে আগে একটা রিভলভার নিয়ে ঘুরতে হত, এখন সরকারি বডি গার্ড থাকে। ক্ষমতায় যে-ই আসুক অধীর চৌধুরী টার্গেট। আগে আপনাদের ছিলাম, এখন টিএমসি-র। বেড়ালের শুনেছি ন'টা জীবন, আমার তার চেয়ে একটু বেশি, এই যা।

এতক্ষণ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চুপটি করে বসেছিলেন, কিছুটা বেজার মুখেই। বুঝতে পেরে আবহাওয়াটা কিঞ্চিৎ হাল্কা করার উদ্দেশ্যে বিমান বললেন, 'কী বুদ্ধ, তোমার কিছু বলার নেই?'

বুদ্ধদেব—না না বিমান'দা আপনারা কথা চালিয়ে যান। আমি মন দিয়ে শুনছি। কিছু বলার থাকলে বলব এখন।

অধীর—আরে বুদ্ধদেব, এখনও আমি আমার ওপর খার খেয়ে বসে আছেন? থাকলে বলুন, সোমেন'দাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। উনি এলে তো আপনি স্বচ্ছন্দ, তাই না!

বুদ্ধদেব (কতকটা নিরুপায় হয়েই)—আপনি জীবনানন্দ দাশের নাম শুনেছেন?

অধীর—চেনা চেনা লাগছে...কমরেড-টমরেড তো নন...কবি না?

বুদ্ধদেব (বিরক্ত)—এই জন্যই তো আপনাদের সঙ্গে কথা মুশকিল।

অধীর—হুঁ, আপনি তো আবার বিপ্লবী কবি সুকান্তর ভাইপো! জানেন, সুকান্তর কবিতা আবৃত্তি করে ইস্কুলে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিলাম। ওই যে, 'আধখানা রুটি' না কী যেন। তা, হঠাৎ জীবনানন্দ?

বুদ্ধদেব—ওঁর একটা কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল তাই। 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!'

অধীর (টেবিল চাপড়ে)—ফাটিয়ে দিয়েছেন মশাই। আমিও তো সেই কথাই বলছি।পিছনে যত তাকাবেন, বুকের ভিতর তত বেশি বেদনা। তার চেয়ে 'পাস্ট ইজ পাস্ট', চলুন সামনের দিকে তাকাই। তার পর না হয় কোনও দিন ক্ষমতায় ফিরে আবার আমাকে ক্যালানোর ধান্দা করবেন!

বিমান—এটা তুমি কী বললে অধীর। এ সব আবার কী ধরনের শব্দ?

অধীর (হাসতে হাসতে)—আরে বিমান'দা রেগে যাচ্ছেন কেন। কোনও দিন ক্ষমতায় এলে আবার যে আপনারা জ্ঞানবন্ত সিংয়ের মতো কোনও পুলিশ অফিসারকে মুর্শিদাবাদে পাঠাবেন, তা কি আমি জানি না! আমি কি এতই গন্ডু? সরি, সরি, আবার মুখ ফসকে...প্লিজ কিছু মনে করবেন না।

সূর্য—এই আলোচনাটা একেবারে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। লেট আস ডিসকাস সিটস।

অধীর—তা তো হবেই। তার আগে আপনারাই বলুন না, ভুলটা কী বললাম। আপনারা কংগ্রেসের পিঠে চড়ে পশ্চিমবঙ্গে জমি ফেরত পেতে চাইছেন না? বুকে হাত দিয়ে বলুন তো এটা আপনাদের কৌশল নয়? আরে, বন্ধ ঘরে কথা হচ্ছে, বাইরে আওয়াজ যাচ্ছে না।

বুদ্ধদেব (সত্যিই রেগে)—ছ'পার্সেন্টের পার্টির এত দেমাক! দূর মশাই, একা লড়ে দেখুন না ক'টা আসন পান! সংখ্যাটা ডবল ডিজিটেও পৌঁছবে না।

অধীর—বুদ্ধদেব, আপনি তো দেখছি ঠিক আগের মতোই অ্যারোগ্যান্ড। অস্বীকার করছি না আমরা ছ'পার্সেন্টের পার্টি! কিন্তু ওই ছ'পার্সেন্ট যোগ না হলেই আপনারাই বা কোথায় দাঁড়াবেন? দিদি তখন ড্যাং ড্যাং করে আড়াইশো অসন নিয়ে বেরিয়ে যাবে। মনে রাখবেন, এই ভোটে আমাদের দু'জনেরই দু'জনকে সমান প্রয়োজন।

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে বিমানবাবু কিছুটা জোর গলাতেই দুজনকে থামিয়ে দিলেন। 'সূর্য, এ বার আমাদের জেলা ধরে ধরে সিট নিয়ে আলোচনা শুরু করা উচিত।'

অধীর—একটু দাঁড়ান বিমানদা। খোলসা করে বলুন তো এ ভাবে ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচছেন কেন?

সূর্য—তার মানে?

অধীর—সিম্পল। বিয়ে করতে চাইছেন আমাকে অথচ পাত্রীর নামটা মুখ ফুটে বলছেন না।

বুদ্ধদেব—সে সব আপনি বুঝবেন না। কোনও দিন কমিউনিস্ট পার্টি করেননি তো!

অধীর—ঠিকই, সিপিএমের মতো ভন্ড কমিউনিস্ট পার্টি করিনি ঠিকই, তবে সক্রিয় ভাবে নকশাল আন্দোলন করেছি। জেলেও থেকেছি বহু দিন। আপনাদের দলের অনেকের মতো মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বের হইনি। ও সব কমিউনিস্ট পার্টি-ফার্টি আমাকে দেখাবেন না!

সূর্য—অধীরবাবু, অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন। বুঝতেই পারেন, কোনও বিষয়ে পার্টি সর্বসম্মত ভাবে যে সিদ্ধান্ত নেয় আমাদের তা-ই মানতে হয়। কংগ্রেসের নামটা করতে হলে আমরা এইটুকুও এগোতে পারতাম না। নাম না করে আসল কাজটা যদি করে ফেলা যায়, ক্ষতিটা কোথায়?

অধীর—আমাদের কোনও ক্ষতিই নেই। ন্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয়! ক্ষতি আপনাদের। লোকের আপনাদেরই দু'মুখো বলবে। কেরলে আপনারা আমাদের তেড়ে খিস্তি করবেন আর বাংলায় বলবেন কংগ্রেসের মতো দল হয় না।

বিমান—একই অসুবিধে তো তোমাদেরও।

অধীর—মোটেই না। আমাদের নীতি বা কৌশল কোনওটাই অনমনীয় নয়। আমরা বামেদের অচ্ছুৎ ভাবি না, আপনারাই আমাদের ভাবেন। দলের ভিতরে কংগ্রেসের তথাকথিত 'নিও-লিবারেল' অর্থনীতিকে গালাগাল করেন অথচ নিজেরা ক্ষমতায় থাকলে দ্বিগুণ উৎসাহে সেই নীতিই রূপায়ণ করতে চান। এটা নির্লজ্জ দ্বিচারিতা নয়?

বুদ্ধদেব (কিছুটা স্বগতোক্তির ঢঙে)—নীতিহীন দল বলেই তো কংগ্রেসের এই দুর্দশা.

অধীর—কি বললেন!

ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিমান। 'না না কিছু নয়, কিছু নয় অধীর। আমি বলছিলাম কি এবার আমাদের আসল আলোচনাটা শুরু করা দরকার। আর এক কাপ লিকার হবে না কি?'

সূর্য—সেটাই ভালো। অধীরবাবু, কোচবিহার থেকে শুরু করি? তার আগে দু'পক্ষই একমত হওয়া যাক ২০১১-য় যে দল যেখানে জিতেছে এবারও সেই দলই সেখানে প্রার্থী দেবে।

অধীর—গুড। কিন্তু মুর্শিদাবাদে মৃগাঙ্কবাবু এই রফা প্রস্তাবে রাজি হবেন তো? আমার জেলায় গতবার কিন্তু কংগ্রেস বাইশটার মধ্যে চোদ্দটাতেই জিতেছিল।

সূর্য—মৃগাঙ্কবাবু বাগড়া দেবেন মনে হচ্ছে কেন?

অধীর—না, কাগজে পড়লাম আপনাদের রাজ্য কমিটির সভায় উনি নাকি কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার বিরোধিতা করেছেন।

বুদ্ধদেব—আমরা শৃঙ্খলাপরায়ণ দল। কংগ্রেস নই। টিএমসি-ও নই।

অধীর (হাসতে হাসতে)—তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকল, শরীরের কারণে দিল্লিয়া পর্যন্ত যেতে সাহস করেন না, অথচ আপনার বিপ্লবী গুমোর এক ছটাকও কমল না বুদ্ধবাবু। মৃগাঙ্কবাবুকে শৃঙ্খলা শেখাতে পারলে তো আমারই ভাল। তবে ভদ্রলোকের আপত্তির কারণটা বুঝি। ওঁর জায়গায় থাকলে আমিও তীব্র আপত্তি করতাম।

বিমান—কেন?

অধীর—খুব সোজা। কংগ্রেস-টিএমসিতে যেখানে ভোট কাটাকাটি, সেখানে লাভ সিপিএমের। সেই সুযোগটা হাতছাড়া হলে কার ভাল লাগবে বলুন!

বিমান—তুমি নিজেও তো নিজের জেলায় কখনও তৃণমূলের সঙ্গে জোট মানোনি। যে সিটগুলো টিএমসিকে দিতে হয়েছিল তার সব ক'টিতেই গোঁজ ঢুকিয়ে দিয়েছ। ঠিক কি না?

অধীর—একদম ঠিক। বাট আই ডোন্ট প্লিড গিল্টি। দেখুন আমি তালেগোলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ঠিকই, কিন্তু আমার কাছে মুর্শিদাবাদই সব। সেখানে কাউকে স্বেচ্ছায় জমি ছাড়ব কেন?

সূর্য—তা হলে এ বার নিজের জেলায় যে জোট মানবেন, তার গ্যারান্টি কি?

অধীর—কোনও গ্যারান্টি নেই। দলের ছেলেপিলেদের সঙ্গে কথা বলি। বুঝে নিই তারা কী চায়। তার পরে তো সিদ্ধান্ত।

বিমান—এ কী সব্বোনাশ কথা! মালদা ও উত্তর দিনাজপুরেও তাই?

অধীর—কী করে বলব বলুন, ডালুদা-মৌসম-দীপা এদের সঙ্গে কথা বলবে হবে। দেখুন আপনাদের বুঝতে হবে কংগ্রেসের আছে বলতে এই আড়াইখানা জেলা। এখানে আমাদের চাহিদা আপনাদের মানতেই হবে। নইলে ফ্রেন্ডলি লড়াই হবে, কী আর করা!

সূর্য—মোট ক'টা আসনে আপনারা লড়ার কথা ভাবছেন?

অধীর—অন্তত একশোটা তো বটেই।

বিমান—বল কি অধীর, তোমরা একশোজন প্রার্থী দিতে পারবে?

অধীর—একা লড়লে পারতাম না। এ বার আপনাদের ভরসায় অনেকেই ক্যান্ডিডেট হতে চাইতে পারে।

বুদ্ধদেব—এ তো ভারি মুশকিল। আপনারা এমন অন্যায় দাবি করলে তো আমাদের দল এবং ফ্রন্ট দুটোই উঠে যাবে।

অধীর—তা কেন? আপনারা তো শরিকদের ভালোই টুপি পরাতে পারেন। বলবেন, দেখুন এটা হচ্ছে প্রকৃত অর্থে সর্বহারাদের সমঝোতা। আচ্ছা, আমি তাহলে উঠি এখন।

সূর্য—তা হলে প্রাথমিক ভাবে এটাই আপনাদের দাবি? দেখি, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। আপনি তালিকাটা দিয়ে যান।

অধীর—দেখুন ফাইনাল করবে এআইসিসি। কংগ্রেসে সেটাই নিয়ম। ওখানে তো আপনাদের ইয়েচুরি আছে। দশ নম্বর জনপথের খুব কাছের লোক।

অধীর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন, প্রায় ফিস ফিস করে বুদ্ধদেব বলে উঠলেন, 'আপনার কি মনে হয়, সনিয়াজি শেষ পর্যন্ত টিএমসি-র দিকে ঝুঁকে পড়বেন না তো! তা হলে কিন্তু আমাদের চরম সর্বনাশ। দু'তরফেরই।'

অধীর—মনে তো হয় না। তবে কংগ্রেস পার্টিটা জানেন তো, ঠগের বাড়ির ভোজ। না আঁচানো পর্যন্ত বিশ্বাস নেই।

সৌজন্যে—এই সময়

রামনামে শুরু সংসদ, মুখর ভারতমাতার জয়গানে

লোকসভায় তখন সবে ঢুকেছেন স্পিকার সুমিত্রা মহাজন, অমনি বিজেপি সাংসদরা বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'জয় শ্রীরাম।' জাতীয় সঙ্গীত শেষ হতেই, আরও জোরে রব উঠল, 'ভারতমাতা কী জয়।' অন্য সময়ে দিনের শুরুতে লোকসভায় 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি যে শোনা যায় না তা নয়, কিন্তু এতদিন দু'টি ক্ষেত্রেই ধ্বনি ছিল অনেক উচ্চকিত। এই আবহে শুরু হল সাংসদের বাজেট অধিবেশন।

রেলবাজেট পেশ হওয়ার পর লোকসভায় জেএনইউ এবং রোহেদের ভেমুলার প্রস্তাব নিয়ে অলোচনা হবে। কিন্তু ঘটনা হল, রাষ্ট্রপতির ভাষণে এই দুটি প্রসঙ্গের একটিও ছিল না। সে জন্যই রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে বিরোধী, বিশেষ করে বামেরা সংশোধনী প্রস্তাব আনতে চলেছে। সেখানেও এই উজ্জীবিত বিজেপি সংসদদের মোকাবিলা করতে হবে তাঁদের। তবে কংগ্রেস-বামেরা বাজেট অধিবেশনের গোড়াতেই সরকারকে বিপাকে ফেলার কৌশল নিয়েছে। সেটা হল, রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে তারা সংশোধনী নিয়ে আসতে চলেছে। সেটাও হায়দরাবাদ-জেএনইউ-এর ঘটনা নিয়ে। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্যসভা সাংসদ সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, 'আমরা সংশোধনী নিয়ে ভোটাভুটি দাবি করব। গতবারও আমরা এ রকম একটি সংশোধনী রাজ্যসভায় পাশ করিয়ে তা রাষ্ট্রপতির ভাষণের অন্তর্ভুক্ত করিয়েছিলাম। এ বারও করাব।' রাজ্যসভায় কংগ্রেস, রাম, জেডিইউ, আরজেডি-সহ বিরোধীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে পরিকল্পনা বহাল থাকলে এবারও রাষ্ট্রপতির ভাষণ পাশ করাবার সময় রাজ্যসভায় বিব্রত হতে হবে মোদী সরকারকে। তবে বিজেপি যে ভাবে এই বিষয় নিয়ে সোচ্চার হবে, তাতে এ নিয়ে আলোচনার সময় ও সংশোধনীর সময়েও হইহল্লা হতে পারে। কারণ, বিজেপি সাংসদরাও ছেড়ে কথা বলবেন না।

হায়দরাবাদ ও জেএনইউ প্রসঙ্গ নিয়ে কী বলা হবে, সেটা নিয়ে বিজেপি-ও রীতিমতো প্রস্তুতি নিচ্ছে। দলের সভাপতি অমিত শাহ এ দিন এনডিএ শরিকদের জেএনইউ ও হায়দরাবাদ প্রসঙ্গে বিশদে বলেছেন। আর বিজেপি সংসদীয় দলের এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে এই দুই বিষয়ের আইনগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। সব

মিলিয়ে বিজেপিতে একটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই বিষয়ে তারা যথেষ্ট আক্রমণাত্মক থাকবে। আসলে এটা সঙ্ঘ পরিবারের 'কোর ইস্যু'। তাই এখানে পিছপা হওয়ার বা রক্ষণাত্মক হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। সে জন্যই জেএনইউ ও হায়দরাবাদ প্রসঙ্গে সংসদ উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা একশো ভাগ।

তবে এই বিরোধ তো সংসদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ দিন অবশ্য অধিবেশন শুরুর দিন প্রধানমন্ত্রী বিরোধী নেতাদের কাছে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেছেন। লোকসভায় ঢোকার পরেই নরেন্দ্র মোদী বিরোধীদের আসনের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি সবে মুরলীমনোহর যোশীর আসনের কাছে পৌঁছেছেন, তখনই স্পিকারের আসার ঘোষণা হয়ে যায়। মোদী তাড়াতাড়ি নিজের আসনের দিকে ফিরে যান। সনিয়া ও রাহুল অবশ্য তারও পরে আসেন। স্পিকার তখন বলরাম জাখরের মৃত্যুর খবর জানিয়ে তাঁর সম্পর্কে বলছেন। সেটা শুনেই সনিয়া একেবারে শেষের সারিতে বসে পড়েন। রাহুল কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও মা-র কাছে এসে বসেন। যতক্ষণ স্পিকার শোকপ্রস্তাব পড়ছেন, ততক্ষণ সনিয়া সেখানেই বসে থাকেন। পরে নিজেদের আসনে এসে বসেন। এর পর স্পিকার লোকসভায় অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়ার ঘোষণা করার পরই সনিয়া ও রাহুল উঠে বেরিয়ে যান। প্রধানমন্ত্রী তখন উঠে বিরোধীদের আসনের দিকে যেতে থাকেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি হ্যান্ডশেক করেন। সুদীপ কিছু মজার কথা বললে, দু'জনেই হাসতে থাকেন। মুলায়ম তো প্রধানমন্ত্রীর দিকে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করেন। মোদী তার পর চলে যান মল্লিকার্জুন খাড়গের কাছে। নমস্কার বিনিময় হয়। প্রধানমন্ত্রীকে আসতে দেখে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া-সহ কংগ্রেসের কিছু সাংসদ আবার ফিরে আসেন। ফেরার পথে মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আবার সুদীপের সঙ্গে সামান্য কথা বলেন মোদী। সে বারও দুজনে মজার কোনও কথা বলেন এবং হাসতে থাকেন। তৃণমূলের আর এক সাংসদ সৌগত রায়কেও পিঠ চাপড়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সনিয়া ও রাহুলের সঙ্গে দেখা হয়নি প্রধানমন্ত্রীর। তাঁরা অনেক আগেই লোকসভা থেকে বেরিয়ে চলে যান।

সৌজন্যে—এই সময়

জঙ্গি দমনে পৃথক বিভাগ গড়বে রাজ্য

সুরবেক বিশ্বাস

শিক্ষা দিয়েছিল খাগড়াগড়। সেই অতীতকে মাথায় রেখেই এ বার একেবারে আদাজল খেয়ে জঙ্গি দমনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখা বা ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। জঙ্গি কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে পুরোদস্তুর একটি বিভাগই তৈরি করতে চলেছে তারা। অনেকটা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সাবসিডিয়ারি ইনটেলিজেন্স ব্যুরো (এসআইবি)-র 'স্পেশাল গ্রুপ'-র ধাঁচে।

নতুন এই বিভাগের কাজ কী হবে? সূত্রের খবর, কোনও জঙ্গি সংগঠনের ভিতরে চর ঢুকিয়ে দেওয়া, তাদের কোনও সদস্যকে টাকা বা অন্য প্রলোভন দেখিয়ে বশ করা এমনকী প্রয়োজনে জঙ্গি সংগঠনের অন্দরমহলে তাদেরই লোক হিসেবে ঢুকে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই বিভাগের অফিসারদের। প্রশিক্ষণ দেবেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইনটেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) এবং রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস -এর দুঁদে অফিসারদের। প্রয়োজনে মার্কিন ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেবেন এঁরা। আর্থিক সন্ত্রাস বা জাল নোটের কারবার রুখতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞরাও প্রশিক্ষণ দেবেন এঁদের।

রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরে এই ব্যাপারে প্রস্তাব জমা পড়েছে। তাতে প্রাথমিক সম্মতিও দিয়েছে রাজ্য সরকার।

প্রস্তাবে ওই সেল-এ এসপি পদমর্যাদার এক জন অফিসারের নেতৃত্বে আপাতত জনা তিরিশ দক্ষ অফিসার ও কনস্টেবল রাখার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এসআইবি-র স্পেশ্যাল গ্রুপের মাথাতেও এক জন এসপি পদমর্যাদার অফিসার রয়েছেন।

স্বরাষ্ট্র দফতর সূত্রের খবর, ইসলামিক স্টেট (আইএস)-সহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ক্রমবর্ধমান বিপদ এবং অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই এই নতুন সেল গড়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে ২০১৪-র কথা বলছেন স্বরাষ্ট্র দফতরের কর্তারা। সে বছর অক্টোবরে খাগড়াগড় বিস্ফোরণ হওয়ার মাস কয়েক আগে ১৩ নম্বর লর্ড সিনহা রোডে একটি রিপোর্ট পৌঁছয়। রাজ্য গোয়েন্দা শাখার সদর দফতরে বর্ধমান জেলা পুলিশের পাঠানো ওই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, মালদহের এক যুবক বর্ধমানের একটি হাইস্কুলে শিক্ষক হয়ে উত্তেজক প্রচার করছেন। কিন্তু তখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

পরে দেখা যায়, কালিয়াচকের বাসিন্দা জিয়াউল হক নামের ওই ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গে জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর এক জন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। খাগড়াগড়-কাণ্ডের তদন্তে তার বিরুদ্ধে চার্জশিটও দিয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)।

স্বরাষ্ট্র দফতরের অফিসারেরা পরে মেনে নিয়েছেন, সে সময় ঠিক মতো নজরদারি হলে খাগড়াগড়ে জেএমবি বোমা তৈরির কারখানাই বানাতে পার না। তবে তাঁদের বক্তব্য, "এমন নয় যে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়নি। যাঁদের দেখ তে বলা হয়েছিল, তাঁরা জানতেনই না, ওর শিকড়ে পৌঁছতে গেলে কী কী দেখা দরকার!"

রাজ্য পুলিশের এক শীর্ষকর্তার কথায়, "একে আইএস ভারতে যে কোনও সময়ে হামলা চালাতে পারে বলে হুমকি দিয়েছেন। তার উপর মাথায় রাখতে হচ্ছে, প্রায় দেড় দশক ধরে জেএবি-র মতো জঙ্গি সংগঠন যে পশ্চিমবঙ্গে ঘাঁটি গেড়ে আছে, তা আমরা জানতামই না! ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে শক্তিশালী করতেই হবে।"

বর্তমানে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের আওতায় একটি জঙ্গি দমন শাখা আছে। তাতে সাত-আট জন লোক আছেন। মাওবাদী ও কেএলও সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পৃথক শাখা আছে। সাম্প্রতিক কালে কিছু তথ্য দিয়ে তারা সাহায্যও করেছে।

জঙ্গি কার্যকলাপের ব্যাপারে তথ্য পেতে এই রাজ্যে সব চেয়ে সক্রিয় সংস্থা কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। কলকাতা পুলিশের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকাতেই তাদের কাজ করার কথা। তবে জঙ্গলমহল ও রাজ্যের অন্যান্য জায়গা থেকে মাওবাদী নেতাদের গ্রেফতার, মালদহ থেকে জালনোটের চক্রীদের ধরার কাজও করেছে এসটিএফ। যা তাদের কাজে অতিরিক্ত।

কিন্তু কলকাতা বাদে রাজ্যের বাকি অংশে জঙ্গি দমনের জন্য রাজ্য পুলিশের কোনও সংস্থা এখন আর তেমন সক্রিয় নয়। সিআইডি-র স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) বছর পাঁচেক আগেও সব ধরনের জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেফতারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিত। কিন্তু কয়েক বছর ধরে লোকবল ও অন্যান্য কারণে তারা প্রায় নিষ্ক্রিয়। গত বছরের মাঝামাঝি এসওজি থেকে আলাদা করে সিআইডি-তে একটি জঙ্গি দমন স্কোয়াড তৈরি করা হলেও সেটি পুরোপুরি ভাবে কাজে নামেনি। এই পরিস্থিতিতে এই নতুন সেল কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে বলেই আশা স্বরাষ্ট্র দফতরের কর্তাদের।

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

অভিনব ফ্যাশন ডিজাইনার

কপিল দেব, বিজয় মাল্য, জগজিৎ সিংহ, ঋতুপর্ণ ঘোষ, ডেরেক ও'ব্রায়েন, অভিষেক বচ্চন — বিভিন্ন জগতের বহু তাবড়ই তাঁর ক্লায়েন্ট। ভারতীয় পুরুষ পোশাকের পরিচিত ধ্যানধারণাকে তিনি তছনছ করে দিয়েছেন। শর্বরী দত্ত সুপরিচিত ফ্যাশন ডিজাইনার। অভিনবত্বের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ। তাঁর হাতে যখন থাকে পেনসিল, তখন পোশাকপরিচ্ছদ হয়ে যায় ক্যানভাস। কল্পনায় তৈরি নকশা ও ছবি ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে ওঠে কাপড়ে। শর্বরীর মতে, ভারতে প্রাক-ব্রিটিশ যুগে পুরুষরা রীতিমতো শৌখিন ছিলেন। কারুকাজ করা পোশাক ও অলংকার তাঁদের বেশভূষার অঙ্গ ছিল। ব্রিটিশ আমলে শার্ট প্যান্ট সুট টাই চালু হওয়ার পর আগের ধারণা বদলে গেল। তবে তিনি মনে করেন, ঐতিহ্যময় পোশাকে (যেমন কুর্তা, ধুতি, পাঞ্জাবি বা শেরওয়ানিতে) ভারতীয় পুরুষকে কিছু কম ভাল দেখায় না। তাঁর নকশার মধ্যে যেমন এক দিকে পাওয়া যায় দেশি কন্থা, ফুল, লতাপাতা বা পৌরাণিক কাহিনির চিত্ররূপ, তেমনই অপর দিকে গ্রিস, মিশর, রোম ও মেক্সিকোর শিল্পনিদর্শন। কবি অজিত দত্তের কন্যা শর্বরী নাচ ও গানে পারদর্শী, ছবি আঁকাতেও সিদ্ধহস্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে মাস্টার্স। ১৯৯১-এ পা দিল। এ বছর তাঁর কর্মজীবন ২৫-এ পা দিল। আর সেই সঙ্গে প্রকাশিত হল শর্বরী দত্ত / দ্য ডিজাইন ডিভা (বৈশালী চট্টোপাধ্যায় দত্ত, সম্পাদনা সুচরিতা ঘোষ, নিয়োগী বুকস)। অক্সফোর্ড বুক স্টোরে বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL EXECUTIVE COMMITTEE

President
Milan Awon

President Elect
Dilip Chakrabarti

Vice-Presidents
Debi Prosad Palit
Tapas Sanyal

Treasurer
Ranadeb Sarkar

Secretary
Arunava Sinha

Assistant Secretary
Dhriti Bagchi

Members
Pinaki Das Gupta
Sugata Bagchi
Adris Chakraborty

BOARD OF TRUSTEES

Chairman
Kajal sarkar

Members
Chitta Saha
Pranab Das
Arun Bhattacharya
Asok Motayed
Rahul Roy
Samprakash Majumdar
Purna Bhattacharya
Kumar Sankar Mandal

‘কাজের কথা’ ইয়েচুরি-রাহুলের

নীতীশ-লালু-পাওয়ারকেও পাশে চাইছে বামেরা

একই দিনে সনিয়া এবং রাহুল দু’জনের সঙ্গেই দেখা ও কথা হল সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির। সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই সিপিএম নেতা ‘কাজের কাজটা’ সেরে ফেললেন। কী কথা হয়েছে, তা নিয়ে সীতারাম কিছুই বলতে চাননি। বরং কিছুটা মজা করে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে দলীয় সূত্রের খবর, রাজ্যে জোটের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি কথাটা হয়ে গিয়েছে।

সীতারাম অবশ্য মজা করে জানিয়েছেন, সারা দিনে রাহুলের সঙ্গে তাঁর তিনবার দেখা হয়েছে। তার মধ্যে একবার টয়লেটেও। কিন্তু তৃতীয় দেখা হওয়া নিয়ে সীতারাম নীরব। আসল কথাটা হয়েছে সেখানেই। সনিয়ার সঙ্গেও কথা বলেছেন সীতারাম। কী কথা হল, জানতে চাইলেই তাঁর জবাব, ‘আরে, দু’জন সাংসদের দেখা হয়েছে। কী আর কথা হবে। হাই-হ্যালো হল।’

রাহুল এবং সীতারাম যে পশ্চিমবঙ্গের সমঝোতা নিয়ে কথা বলবেন, সেটা রাজ্য কংগ্রেস নেতারা আগেই জানিয়েছিলেন। তাঁরা এটাও বলেছিলেন, সীতারামের সঙ্গে কথা হওয়ার পর রাহুল তাঁদের সঙ্গেও একদফা আলোচনা করবেন। ফলে এ বার রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে অলোচনার ক্ষেত্রেও রাহুলের আর অসুবিধা থাকার কথা নয়। রাজ্য কংগ্রেস নেতারা অবশ্য দল বেঁধে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করবেন। রাজ্যে যথাযথ ভাবে ও প্রচুর সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী যেন বুথ পর্যায় থেকে মোতায়েন করা হয়, সে বিষয়ে তাঁরা কমিশনের কাছে আর্জি জানাবেন।

এর পাশাপাশি রাজ্যে জোটের পরিধিও বাড়াচ্ছে সিপিএম। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এবং বিজেপিকে ঠেকাতে সব গণতান্ত্রিক দলের কাছ থেকে সহযোগিতা চাওয়া হবে। সেইমতো রাজ্যে নীতীশ কুমারের জেডিইউ, লালুপ্রসাদের আরজেডি এবং শরদ পাওয়ারের এনসিপি-কেও পাশে পেতে চাইছেন বামেরা। নীতীশ ও লালুর সঙ্গে কথা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। শরদ পাওয়ারের সঙ্গেও দু’-এক দিনের মধ্যে কথা হয়ে যাবে। নীতীশ ও শরদ পাওয়ারকে অবশ্য তৃণমূলও চাইছে। নীতীশের শপথগ্রহণের অনুষ্ঠানে মমতা গিয়েছিলেন। শরদ পাওয়ারের দিল্লির বাড়িতে বিরোধী দলের নেতাদের বৈঠকেও তিনি থেকেছেন। আসলে এই নেতারা বাম-কংগ্রেসের পক্ষে চলে গেলে রাজ্যে হিন্দিভাষীদের ওপর তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। আর বামেরা এই তিন দলকেই আসন ছাড়তে রাজি। সিপিএম মনে করছে, মমতা যতই চেষ্টা করুন না কেন, নীতীশ, লালু ও শরদ পাওয়ার তাঁদের সঙ্গেই থাকবেন। নীতীশ ও লালুর ক্ষেত্রে সেটা স্বাভাবিক, কারণ, বিহারে কংগ্রেসও তাঁদের জোট শরিক। জাতীয় রাজনীতিতেও এই দুই দল কংগ্রেসের পাশে আছে। তাই বাম-কংগ্রেস রাজ্যে হাত মিলিয়ে নেওয়ার পর তাঁরা সেদিকেই থাকতে পারেন।

অবশ্য, তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে হালে নীতীশের সুসম্পর্ক রয়েছে। শরদ পাওয়ারের সঙ্গেও মমতার দীর্ঘদিনের সখ্য আছে। তবে পাওয়ার এমনই একজন রাজনীতিক, যিনি সব দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

প্রাথমিক কাজ হয়ে যাওয়ার পর কংগ্রেসের রাজ্য নেতারাও চাইছেন, এ বার আসন ভাগাভাগিটা হয়ে যাক। যেমন, আবু হাসেম খান চৌধুরী। তিনি মালদহে এখনও আসন সমঝোতার জন্য সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিমকে বলছেন। তাঁর ফর্মুলা সোজা। যেখানে বামেরা জিতেছে, সেখানে তারা লড়বে যেখানে কংগ্রেস জিতেছিল, সেখানে তাঁদের প্রার্থী থাকবে। বাকি আসনগুলিতে যার শক্তি বেশি, তারা পাবে। সামান্য আলোচনাতেই এটা হয়ে যাবে বলে তিনি মনে করছেন। প্রশ্নটা এ দিন সীতারামের কাছেও এসেছিল। আসন ভাগাভাগি কবে হবে? সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক অবশ্য বলটা সোজা পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজ্য কমিটির কাছে। সীতারামের জবাব, এ সব রাজ্য কমিটি অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করবে। এসব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভূমিকা নেই।

সিপিএম নেতারা বলছেন, এখন যে কাজটা চলছে, সেটা হল রাজ্যের লোকের কাছে বার্তা দেওয়া যে, বাম ও কংগ্রেস একসঙ্গে আছে। সে জন্যই অরাজনৈতিক মঞ্চে তাঁরা একসঙ্গে থাকছেন। সমঝোতার কারিগর সিপিএমের এক প্রধান নেতার মতে, এটা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা নতুন পরীক্ষা হচ্ছে। তাঁরা যে ভাবে একসঙ্গে আসছেন, তা আগে সম্ভবত কখনও হয়নি। এর জন্য ধাপে ধাপে মসৃণ ভাবে এগোনো হচ্ছে। তাঁদের প্রথম ধাপ ছিল নিজেদের শক্তি সংহত করা, সেটা হয়ে গিয়েছে। তার পর দ্বিতীয় ধাপ কংগ্রেসের সঙ্গে বাম নেতারা একযোগে থাকার কথাটা জানানো। সেটা চলছে। তৃতীয় ধাপ হল, তাঁরা তৃণমূলকে হারাতে পারেন, সেই বিশ্বাস লোকের মধ্যে জাগানো। কোনও গোলমাল হলেই সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া, প্রতিবাদ করা।

সৌজন্যে—এই সময়

ভূমিকম্প হলে ২২ হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে কলকাতায়

বারুদের স্তূপে শহর, কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের সমীক্ষায় দাবি

নেপালে প্রায় ৯ হাজার মানুষের প্রাণ কেড়েছিল ভূমিকম্প। কলকাতায় বা আশপাশে ভূমিকম্প হলে সংখ্যাটা পৌঁছতে পারে ২২ হাজারে। জখম হতে পারেন অন্তত আড়াই লক্ষ মানুষ। ভেঙে পড়তে পারে প্রায় অর্ধেক বাড়ি। ৭.৮ তীব্রতার কম্পনের প্রয়োজন নেই, তার চেয়ে কম তীব্রতার ভূমিকম্পেই নেপালের চেয়ে বেশি ক্ষতি হতে পারে মহানগরে।

একদিকে মধ্য হিমালয়, অন্য দিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা তো আছেই। বেঙ্গল বেসিন নিজেই বিদ্রোহ করতে পারে যে কোনও দিন। এমন বারুদের স্তূপের উপর বসে থাকা কলকাতার পরিস্থিতি বুঝতে সমীক্ষা করিয়েছিল কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রক। খ ড়্গপুর আইআইটি-র সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হতেই বেরিয়ে এসেছে ভয়াবহ তথ্য।

মার্কিন নীতি মেনে করা সমীক্ষা বলছে, ভূমিকম্প রাতে হলে মৃত্যু হতে পারে অন্তত ২ হাজার মানুষের। কারণ, এই সময় প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষ ঘরের ভিতরে থাকেন। সর্বাধিক বিপদ সল্টলেক, বেহালা, নিউ টাউন ও হাওড়ার কিছু অংশে। কাঁপুনি যদি দিনে হয়, তা হলে সবচেয়ে বেশি ভুগবে দমদম। গোটা শহরে মৃতের সংখ্যা পৌঁছতে পারে প্রায় ১৮ হাজারে, আহতের সংখ্যা দু’লক্ষের কাছাকাছি। দেখা যাচ্ছে, বিকেল পাঁচটা নাগাদ ভূমিকম্প হলে কত হতে পারে প্রাণহানি। মৃতের সংখ্যা থাকবে ৩ হাজারের আশপাশে। কারণ, এই সময় অন্য বেলার তুলনায় বেশিরভাগ মানুষ প্রধানত ঘরের বাইরে থাকেন।

আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির চিত্রও তুলে ধরেছে সমীক্ষা। শহরের সাড়ে পাঁচ লক্ষ বাড়ির করা সমীক্ষা বলছে, কম্পনে ২৬ শতাংশ বাড়ি ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। মারাত্মক ক্ষতি হবে ১৮ শতাংশ বাড়ির। মাঝারি ক্ষতি হবে অন্তত ৩৪ শতাংশ বাড়ির। শহরের বিভিন্ন বস্তির কাঁচা বা আধা-পাকা বাড়ির ৬২ শতাংশ ধুলোয় মিশে যাবে। শুধু এই ক্ষেত্রের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২৩.১০০ কোটি টাকায়।

ভূমিকম্প হলে আশ্রয়ের ঠিকানা হয় স্কুল। কিন্তু পুরোনো কায়দায় তৈরি শহরের ১১ শতাংশ স্কুল কম্পনের ধাক্কা সহ্যই করতে পারবে না। হাসপাতালের দশা আরও খারাপ। চার ভাগের এক ভাগ হাসপাতালে জখমদের নিয়ে যাওয়ার সংস্থানই থাকবে না। অধিকাংশ হাসপাতালই যেহেতু মধ্য কলকাতা, সল্টলেক ও রাজারহাটে, তাই ক্ষতির বহর আরও বেশি হবে। বিপর্যয় মোকাবিলা দমকল বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার থানাও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা। হাইওয়ে, রেল, ফেরি, ব্রিজ, বাস টার্মিনাস—পরিবহণ খাতে ৭,৬০০ কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

এত দিন বলা হত, কলকাতার কিছুটা অংশ সিসমিক জোন ৩-এর মধ্যে পড়ে, কিছুটা সিসমিক জোন-৪-এ। ফলে শহরের বিল্ডিং কোড একবারে ত্রুটিপূর্ণ নয়। এই সমীক্ষার পর জায়গা ধরে ধরে নকশা তৈরি ও নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বদলানোর সুযোগ মিলবে। কিন্তু নিয়ম মানা হবে কি?

সমীক্ষক দলের নেতৃত্বে থাকা খড়্গপুর আইআইটি-র অধ্যাপক শঙ্করকুমার নাথের কথায়, ‘ভূমিকম্পের পূর্বাভাস আমরা দিতে পারব না। ঠেকাতেও পারব না। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে শহরের কোথায় কতটা ক্ষতি হতে পারে, তা আমরা তুলে ধরেছি। এ বার নিয়ম মেনে চললে ক্ষতির দিকটা কিছুটা হলেও এড়াতে পারব।’

কেন কলকাতা বিপজ্জনক?

- কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে ভূমিকম্পপ্রবণ হিমালয় তো রয়েইছে, কলকাতার নীচে ইয়োসিন হিঞ্জ জোন, আশপাশের পিংলা, দেবগ্রাম-বোগরা, গড়ময়না-খণ্ডঘোষ, রাজমহল ফল্ট, পুরুলিয়া শিয়ার জোন থেকেও ধাক্কা আসতে পারে
- ৭.৫ কিলোমিটার পুরু কাদামাটির স্তরের উপর বসে বেঙ্গল বেসিন। কম্পন কাদার মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে তার মধ্যে ঘুরতেই থাকে ফলে তার তীব্রতাও বাড়তে থাকে। কম্পন তীব্র হলে কাদামাটি গলে গিয়ে (লিকুইফ্যাকশন) শহরের বিস্তীর্ণ অংশকে বসিয়ে দিতে পারে
- শহর জুড়ে জলাভূমি ভরাট করে বহুতল তৈরি
- জলস্তর দ্রুত নেমে যাওয়া
- অপরিকল্পিত নগরায়ন। নির্দিষ্ট বিল্ডিং কোড না মেনে বাড়ি তৈরি। পুরোনো বাড়িকে নতুন কোড অনুযায়ী ‘রেট্রোফিটিং’ না করা
- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা

ক্ষতির ভয় কোথায় কোথায়

ইমারতের ক্ষতির ভয় : মাটির নিচে কাঁপুনির আঁচ শহরের ইমারত কতটা নিতে পারবে, তারও একটি তালিকা তৈরি করেছে সমীক্ষক দল। তাতে দেখা গিয়েছে, মাত্র ৭ শতাংশ বাড়ি নিয়ম মেনে তৈরি হয়েছে। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার বাড়ি-ঘর বিপজ্জনক তালিকায়

সর্বাধিক বিপজ্জনক তালিকায় রয়েছে : সল্টলেক, পার্ক স্ট্রিট, বেহালা, পাইকপাড়া, হাওড়া, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, মেটিয়াবুরুজ, অলিপুর, শ্যামবাজার, দমদম

লিকুইফাকশন : গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী বেঙ্গল বেসিনের নীচে কাদামাটির স্তর রাজ্যের ভিত কতটা দুর্বল করে রেখেছে, তা সাম্প্রতিক ইম্ফল ভূমিকম্পই টের পাইয়ে দিয়েছে। সে দিন ইদানীংকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কেঁপেছিল কলকাতা। ভূমিকম্পের কেন্দ্র আরও কাছে কিংবা কম্পন তীব্রতর হলে শহরের বিস্তীর্ণ অংশ মাটিতে বসে যেতে পারে

সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে : সল্টলেক, নিউ টাউন, রাজারহাটের কিছুটা অংশ, হাওড়া, পাইকপাড়া, সিঁথি, বেলেঘাটা, কসবা

সিসমিক মাইক্রোজোনেশন : ভূতত্ত্বের সব দিক মাথায় রেখে এই তালিকা তৈরি করেছে সমীক্ষক দল। ভূমিকম্পের অভিঘাত কোথায় কতটা পড়তে পারে, সেই অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে চারটি এলাকা

সর্বাধিক বিপজ্জনক তালিকায় রয়েছে : সল্টলেক, রাজারহাট, নিউ টাউন, সিঁথি, পার্ক স্ট্রিট, বানতলা, বাকডোবা, তারাতলা

আর্থ-সামাজিক ক্ষতি : অফিস-কাছারি ও লোকের সমাগম মাথায় রেখে কলকাতাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন সমীক্ষকরা। ভূমিকম্প হলে কোন এলাকায় আর্থ-সামাজিক দিক থেকে সর্বাধিক ক্ষতি হতে পারে, এই তালিকায় তাই তুলে ধরা হয়েছে

সর্বাধিক বিপজ্জনক তালিকায় রয়েছে : বিবাদি বাগ, সল্টলেক, বড়বাজার, দমদম, বাগুইআটি, মধ্য কলকাতার বেশিরভাগ অংশ

জেএনইউ বা যাদবপুর ইস্যুতে আলোচনা চায় না সরকারপক্ষ

দিল্লির জেএনইউ থেকে যাদবপুর, কোনও বিষয়ের মুখ খুলতে চায় না তৃণমূল। বিধানসভার সর্বদলীয় বৈঠকেও এই দুই বিষয়ে আসন অধিবেশনে আলোচনা চাইতেই, তা সরকারপক্ষ পত্রপাঠ খারিজ করে দেয়। যার জেরে মোদিভাই-দিদিভাই গোপন বোঝাপড়ার তত্ত্বকেই ফের উসকে দিলেন বিরোধীরা।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) ছাত্র নেতা গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে বস্তুত

বিধানসভা

গোটা দেশেই সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ডান-বাম ছোট বড় সব রাজনৈতিক দল। পথে নেমে সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে জেএনইউ ইস্যুতে দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ সংগঠিত করছে মানবাধিকার সংগঠনগুলি। আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট মানুষজনও জেএনইউ-কাণ্ডে কেন্দ্রীয় শাসক দলের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। দিল্লির জেরে এ রাজ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একইভাবে বিজেপি তথা সংঘ বিরোধী মিছিল হয়। ধৃত ছাত্র নেতার মুক্তির দাবিতে পথে নামে ছাত্ররা। সেই মিছিলে একাংশ দেশবিরোধী স্লোগান দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই ঘটনার নিন্দা করলেও, পুলিশি হস্তক্ষেপের বিরোধীতায় অনড় থাকে। এতে ক্ষুব্ধ রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারীদের উদ্দেশে হুমকি দেন।

দিল্লির সংঘ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ এ রাজ্যে আছড়ে পড়লেও, এখনও পর্যন্ত তা নিয়ে একটি শব্দও ব্যয় করেনি তৃণমূল। এমনকী কথায় কথায় নানা বিতর্কিত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে মুখ খুললেও, দিল্লি বা যাদবপুর নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এদিন বিধানসভায় সর্বদলীয় বৈঠকে আসন্ন অধিবেশনের নির্ঘণ্ট নিয়ে আলোচনা হয়। প্রথমেই বিরোধ বাধে অধিবেশনে আলোচনার জন্য মাত্র দু'ঘণ্টা ধার্য করাকে ঘিরে। বিরোধীদের দাবিতে শেষ পর্যন্ত আধঘণ্টা বেড়ে আড়াই ঘণ্টা হয়। এসইউসির বিধায়ক তরুণ নস্কর বলেন, যাদবপুরের শিক্ষক-কর্মচারীদের সম্পর্কে একটি রাজনৈতিক দলের রাজ্য নেতা যে মন্তব্য করেছেন, তা নিয়ে অধিবেশনে আলোচনা করা হোক। কংগ্রেসের অসিত মিত্র একইভাবে দিল্লির জেএনইউ বির্ত নিয়ে আলোচনা চেয়েছিলেন। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে সূর্যকান্ত মিশ্র ওই দু'টি বিষয়ের সঙ্গে সাম্প্রতিক নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য সময় বাড়ানোর দাবি তোলেন।

বৈঠকে হাজির থাকা পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেএনইউ বা যাদবপুর নিয়ে বিরোধীদের প্রস্তাব শুধু নাকচ করেছেন তাই নয়, তিনি এই প্রসঙ্গে এসইউসি, কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট প্রতিনিধিকে রীতিমতো কটাক্ষ করেছেন। তরুণবাবু বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে কেন এত স্পর্শকাতর হয়ে পড়লেন পার্থবাবুরা, তা বিস্ময়কর। কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক অসিতবাবু বলেন, জেএনইউ অন্য রাজ্যের বিষয় বলে যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন, তাই যদি হবে, তাহলে বিগত অধিবেশনে অসহিষ্ণুতা নিয়ে বেসরকারি প্রস্তাব এনে আলোচনায় রাজি হয়েছিলেন কেন? তাঁর মতে, আসন্ন নির্বাচনের আগে এটাই শেষ অধিবেশন। পাছে বিজেপি ক্ষুব্ধ হয়, তাই তৃণমূল এই আলোচনা চাইছে না। একইভাবে তৃণমূলের আচরণের সমালোচনা করেছেন সিপিএমের আনিসুর রহমান, আরএসপির সুভাষ নস্কর, সিপিআইয়ের আনন্দ মণ্ডল প্রমুখ। তাঁদের দাবি, সংঘ পরিবারের চটাতে রাজি নন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, এই বিষয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে হাজির বিজেপি বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্যের নীরবতা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে বাম নেতাদের দাবি। যদিও শমীক জানান, তিনি যে কোনও বিষয়ে আলোচনায় প্রস্তুত।

পার্থবাবু অবশ্য বিজেপি প্রতি তাঁর নমনীয় কি না, সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন। এদিন সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের ব্যাপারে নমনীয়। সিপিএমের প্রতি সবথেকে বেশি নমনীয়। তাই তারা মিছিল, মিটিং করতে পারছে অবাধে। আমরা দলের কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছি সিপিএমকে বাধা না দিতে। যাদবপুর নিয়ে মুখ বন্ধ রাখা নিয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাবে পার্থবাবু বলেন, আমরা সংবাদপত্রের চাহিদা অনুসারে কথা বলব না। আমরা প্রয়োজন মনে করলে বলব। শুধুমাত্র ভোট-অন-অ্যাকাউন্টের লক্ষ্যে এই অধিবেশন। তাই সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে সময়ের অভাবের কারণে আলোচনা করা যাবে না, সেটা বলে দিয়েছি। বিরোধীরা বলছে, সময়ের অভাবের কথা বলে আসলে জেএনইউ বিতর্ক পাশ কাটাতে চাইছে তৃণমূল। কেননা কোনও মতেই রাজ্যের শাসক দল কেন্দ্রের শাসক তথা সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে যেতে রাজি নয়। সংখ্যালঘু শিবিরে এই কৌশল প্রকট যাতে না হয়, তাই অধিবেশনে আলোচনায় সায় দেয়নি তৃণমূল।

পূর্বাঞ্চলে প্রথম যোগ গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠছে কল্যাণীতে

পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবঙ্গের গড়ে উঠতে চলেছে যোগ গবেষণা কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় নদীয়ার কল্যাণীতে যোগ বিষয়ক একটি অত্যাধুনিক সংস্থা গড়ে উঠতে চলেছে। যার পোশাকি নাম সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব যোগা অ্যান্ড নেচারোপ্যাথি। রাজ্যের আয়ুশমন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এই কেন্দ্রে একদিকে যোগ সংক্রান্ত সমস্ত রকম গবেষণা যেমন হবে, তেমনই আগামীদিনে সাধারণ মানুষের কাছে বিকল্প চিকিৎসার মাধ্যমও হয়ে উঠবে। এই কেন্দ্র গড়তে কেন্দ্রীয় আয়ুশ মন্ত্রকের একাধিক পদস্থ কর্তা রাজ্য সফরে এসেছিলেন। তবে পছন্দ অনুযায়ী জমি চিহ্নিত করতে পারেননি তাঁরা। সম্প্রতি রাজ্যের তরফে কল্যাণীতে ২৫ একর জমি দেখানো হয়, স্বাস্থ্য দপ্তরের সেইজমি প্রাথমিকভাবে মনে ধরে দিল্লির কর্তাদের। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আয়ুশমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েকের তরফে রাজ্যকে জানানো হয়, ওই জমিতেই যোগ গবেষণা কেন্দ্র গড়া হবে। পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কেন্দ্র গঠনের কাজ কেন্দ্রীয় সরকার করলেও, তার পরিচালনার ভার থাকবে রাজ্যের হাতে।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নিজে নিয়মিত যোগাসন করেন। সেই সূত্রে যোগের প্রতি নরেন্দ্র মোদির আলাদা টান রয়েছে। গোটা দেশে এই যোগের প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত বছর দেশের প্রায় প্রতিটি শহরে বিশ্ব যোগ দিবস পালিত হয়। তবে সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আলাদা করে প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচিকে গুরুত্ব দেননি। তবে কয়েকমাস আগে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিভিন্ন রাজ্যে যোগ গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তাতে অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গও আবেদন করে। তারমধ্যে প্রথম দফায় পশ্চিমবঙ্গকেই বেছে নেয় দিল্লি। কেন্দ্রীয় প্রকল্প পাওয়ার জন্য সব রাজ্যের মধ্যেই প্রতিযোগিতা চলে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে, তার সুফল পাবে রাজ্য।

সূত্রের দাবি, এর অগে হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল ও বেলুড় হাসপাতালের জমিতে এই যোগ গবেষণা কেন্দ্র গড়ার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু দিল্লির কর্তারা তা কার্যত বাতিল করে দেন। পরবর্তী পর্যায়ে কল্যাণীতে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এইমস গড়ে তুলছে, তার পাশেই এই কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। ভূমি দপ্তরের এক কর্তা বলেন, ভোটের আগে এই প্রক্রিয়া শেষ করা যাবে না। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের শেষদিকে কাজ শুরু হতে পারে। এ বিষয়ে রাজ্যের আয়ুশমন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বামফ্রন্ট জমানায় আয়ুশ দপ্তরকে কার্যত অকেজো করে রাখা হয়েছিল। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা হোমিওপ্যাথি, নেচারোপ্যাথি, ইউনানি, যোগসহ বিকল্প ওই চিকিৎসা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি করেছি। প্রায় ভুলতে বসা এই প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বিকল্প চিকিৎসার সুবিধা নিতে পারবেন। যোগ গবেষণা কেন্দ্রটি সেই কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে বলে দাবি মন্ত্রীর।

সৌজন্যে—বর্তমান

মহিষাসুর-ম্যাকবেথে ফের গরম সংসদ

মহিষাসুর থেকে ম্যাকবেথ। গত কালের মতো আজও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) কাণ্ড নিয়ে বিতর্কে পুরাণ-সাহিত্যের মিশেল দেখল সংসদ। জেএনইউয়ে রাষ্ট্রদ্রোহ থেকে বিতর্কের বিষয় মহিষাসুর-দুর্গায় সরে আসায় বিজেপি কিছুটা স্বস্তিতে বলে ধারণা অনেকের।

জেএনইউয়ে পড়ুয়াদের 'দেশ-বিরোধী' চিন্তাধারার কথা বলতে গিয়ে মহিষাসুর শহিদ দিবস নামে এক অনুষ্ঠানের কথা বলেছিলেন স্মৃতি ইরানি। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী দাবি করেন, ওই অনুষ্ঠানে দুর্গা ও মহিষাসুর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করা হয়েছে। তার পরেই গোলমালের জেরে রাজ্যসভা মুলতুবি হয়ে যায়।

বিষয়টি নিয়ে সরব হন বিরোধীরা। অধিবেশন শুরু হতেই রাজ্যসভায় কংগ্রেসের উপ দলনেতা আনন্দ শর্মা দাবি করেন, স্মৃতিকে ক্ষমা চাইতে হবে। কারণ, দুর্গা ও মহিষাসুরকে নিয়ে তাঁর মন্তব্য ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানতে পারে। আনন্দ শর্মার কথায়, ''সংবিধান ও সংসদের নিয়ম অনুযায়ী এই ধরনের কথা সংসদে বলা যায় না।'' অন্য কোথাও এমন কথা বলা হলে তা সংসদে বলা যায় কিনা, তা জানতে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান পি জে কুরিয়েনের রুলিং চান তিনি।

বিষয়টি নিয়ে সরব হন সীতারাম ইয়েচুরির মতো বামপন্থী নেতাও। সেইসঙ্গে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা নিয়েও স্মৃতিকে তোপ দাগেন ইয়েচুরি। তাঁর কথায়, ''আপনারা তো ওই বাচ্চা ছেলেটিকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিলেন। ওটা প্রায় খুন।'' সীতারাম ইয়েচুরির বিরুদ্ধে রোহিত ভেমুলার কিছু ফেসবুক পোস্টের কথা উল্লেখ করেছিলেন স্মৃতি। ইয়েচুরি সেই প্রসঙ্গে বলেন, ''যে ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ওই পোস্টগুলি দেখা গিয়েছে সেটি আদৌ ভেমুলার কিনা তা কি খতিয়ে দেখা হয়েছে?'' তাঁর বক্তব্য, ''আমি সমালোচনায় অসন্তুষ্ট হই না। আমি চাই হাজার রকমের ফুল ফুটুক, হাজার রকমের চিন্তার বিকাশ হোক। কিন্তু খতিয়ে না দেখা কোনও বক্তব্য কি সংসদে পেশ করা যায়?'' সিপিএম নেতার সংযোজন, ''ম্যাকবেথ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী গত কাল বলেছিলেন ন্যায্য বিষয়কে অন্যায্য বলা হচ্ছে। আর অন্যায্য বিষয়কে ন্যায্য। কিন্তু উনি সব অন্যায্য বিষয়কে ন্যায্য করে তুলছেন।''

জবাবে আগ্রাসী ছিল বিজেপিও। স্মৃতি বলেন, ''আমি দুর্গাপুজো করি। যা বলেছি তা বলতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। কিন্তু

বিষয়টি জেএনইউয়ের নথিতে আছে। যে নথি আমি পড়েছি তা সরকারের নথি নয়।'' অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেন, ''স্মৃতি যা বলেছেন সবই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সমর্থন করেছেন।'' ইয়েচুরির জবাব, ''এনডিএ জমানায় নিযুক্ত উপাচার্য-রেজিস্ট্রারদের দিয়ে বক্তব্য সমর্থন করিয়ে নিচ্ছে নরেন্দ্র মোদী সরকার।''

দু'পক্ষের তোপ-পাল্টা তোপের মধ্যে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান পি জে কুরিয়েন জানান, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগে এমন কথা সংসদে বলার ঐতিহ্য নেই। এমন কথা থাকলে তা রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়া হবে। আর স্মৃতি যে সব নথি ব্যবহার করেছেন সেগুলি প্রকৃত কিনা, তা তিনি খতিয়ে দেখবেন। বিকেল চারটে নাগাদ অধিবেশন স্থগিত হয়ে যায়।

রাজনীতিকদের মতে, বিতর্ক জেএনইউতে রাষ্ট্রদ্রোহ থেকে মহিষাসুরে আসায় হিন্দুত্বের রাজনীতি করতে সুবিধে হচ্ছে বিজেপির। পশ্চিমবঙ্গে ভোট সামনে। তাই দুর্গা-মহিষাসুর নিয়ে জেএনইউয়ের প্যামফ্লেট তৃণমূল সাংসদদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছেন স্মৃতি। বলেছেন, ''পারলে ওটা রাজ্যে দিয়ে দেখান।'' এতে বাঙালি আবেগ ছোঁয়ারও চেষ্টা আছে বলে মনে করেন এক বিরোধী নেতা।

কিন্তু বিজেপি বিতর্ককে মহিষাসুরে টেনে আনতে চাইলেও বিরোধীরা মেনে নিচ্ছে কেন? এমনকী বামপন্থীরাও মহিষাসুর নিয়ে জবাব দিচ্ছেন।

ওই বিরোধী নেতার মতে, জেএনইউ নিয়ে সরব হলেও 'দেশ বিরোধী' তকমা চায় না কোনও বিরোধী দলই। মহিষাসুর বিতর্কে তারাও কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে। সেইসঙ্গে রোহিত ভেমুলাকে নিয়ে দলিত রাজনীতিও করা হচ্ছে।

বিতর্কের সময়ে আনন্দ শর্মা বলেন, ''দেবতাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার চর্চা এ দেশের সংস্কৃতিতে আছে। তবে তা নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত নয়।''

রাজনীতির গন্ডির বাইরে পৌরাণিক নায়কদের খলনায়ক হিসেবে দেখার চল কি আছে? মহাভারত গবেষক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ির মতে, ''দেবতাদের ভুল, অসুরদের ঠিক সিদ্ধান্তের কথা পুরাণে আছে। অসুরদের গুণের কথাও আছে। কিন্তু পুরাণ অশুভ থেকে শুভে উত্তরণের কথা বলে। সংসদে যে বিতর্ক চলছে তা একেবারেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এমন চর্চার ধারা দেশের কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই।''

মহিষাসুরের সাহায্যে কি ভোট পাবে বিজেপি? সন্দিহান বিরোধীরা।

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

হেরে সম্মান খোয়ানোর ভয়েই প্রার্থী হতে নারাজ রূপা-লকেট

পথসভা করে গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কথায় কথায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতেও কসুর করছেন না। বড় বড় হোর্ডিং, প্ল্যাকার্ডে তাঁদের মুখের ছড়াছড়ি। কেবল ভোটে দাঁড়ানোর নাম শুনলেই সটান না বলে দিচ্ছেন কেউ, কেউ আবার চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছেন। রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এবং লকেট চট্টোপাধ্যায়—দলের দুই তারকা নেত্রীর এমন ভাব পরিবর্তনে বেজায় ফাঁপরে পড়েছেন রাজ্য বিপেজি নেতারা।

ভোটের মুখে ৬ মুরলীধর সেন লেনের বিজেপি নেতাদের বিড়ম্বনা বাড়িয়েছে দলের এই দুই তারকা নেত্রীর ভোটে দাঁড়ানোয় অনীহা। অথচ মাসখানেক আগেও রূপা-লকেট কোন কেন্দ্র থেকে লড়বেন, সেটাই ছিল রাজ্য বিজেপির প্রধান চর্চার বিষয়।

এমন পটপরিবর্তনের হেতু কী?

বিজেপির অন্দরের খবর, রূপা-লকেটরা যখন বিজেপিতে নাম লিখিয়েছিলেন তখন গোটা দেশের মতোই এ রাজ্যেও গেরুয়া পার্টির হাওয়া ছিল তুঙ্গে। কিন্তু সে হাওয়া এখন স্তিমিত। এই মুহূর্তে ভোটে গেলে বিজেপি আদৌ একটি আসনও পাবে কি না, তা নিয়ে ঘোর সংশয় রয়েছে বিজেপি নেতাদের মধ্যেই। তাই জেতার সম্ভাবনা ক্ষীণ বুঝেই যেচে হাড়িকাঠে গলা দিতে চাইছেন না বিজেপির এই দুই তারকা। বরং প্রার্থী না হয়ে 'শহিদ'-এর মর্যাদা পাওয়াই বেশি সম্মানের বলে মনে করছেন বিজেপির এই দুই মহিলা নেত্রী।

তবে প্রার্থী হতে না চাওয়ার কারণ যে আদপে ভরাডুবির ভয়, তা অবশ্য কবুল করতে চাইছেন না লকেট। তিনি বলছেন, 'আমি রাজনীতিতে নতুন। আরও কাজ করতে হবে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। এখনও ভোটে দাঁড়ানোর সময় আসেনি।' কিন্তু প্রশ্ন হল, মাসখানেক আগেও লকেট যেচেই বিজেপির শীর্ষ নেতাদের কাছে ভোটে দাঁড়ানোর প্রস্তাব পাড়তেন ফুরসত পেলেই। সেই লকেটই এখন সুর পাল্টে বলছেন, 'আমার এ বছর বিধানসভা ভোটে দাঁড়ানোর কোনও ইচ্ছে নেই। সেটা আমি জানিয়ে দিয়েছি। তবে পার্টি যদি হুইপ জারি করে বলে, ভোটে লড়তেই হবে সেক্ষেত্রে কিছু বলার নেই।'

রূপা অবশ্য এখনও সরাসরি ৬ মুরলীধর সেন লেনে এসে বলেননি যে তিনি ভোটে লড়বেন না। কিন্তু আকার-ইঙ্গিত নেতাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, হারার থেকে না দাঁড়ানো ভালো। রাজ্য বিজেপির সিংহভাগ নেতা-নেত্রীরই রূপাকে পছন্দ না করলেও মনে মনে তাঁরাও জানান, দলের একমাত্র তারকা মুখ দ্রৌপদীই। তাই দলের তরফে রূপাকে কার্যত 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' দিয়ে বলা হয়েছে, ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে যে কোনও আসনে তিনি লড়তে পারেন। এই বিষয়ে রূপার বক্তব্য, 'ন্যূনতম পরিষেবা যেখানে মানুষ পায় না, তেমন কোনও কেন্দ্রে আমি প্রার্থী হতে পারি।' তবে তাঁর জন্য দল এমন কোনও আসন খুঁজে পেয়েছে কি না তা জানা যায়নি।

কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি আসনেও কি বিজেপির জয় নিশ্চিত? এই প্রশ্নটাই রূপা করেছেন তাবড় বিজেপি নেতাকেই। কেউই তাঁকে কোনও দিশা দেখাতে পারেননি। ব্যতিক্রম শুধু বাবুল সুপ্রিয়। অতীতের সব মন-কষাকষি ভুলে দ্রৌপদীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। বিজেপি সূত্রে খবর, বাবুল স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে রূপাকে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের যে কোনও একটি বিধানসভা আসন থেকে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। এবং জিতিয়ে আনার দায়িত্ব যে বাবুলের তা-ও জানাতে ভোলেননি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। রূপার ঘনিষ্ঠ এক বিজেপি নেতার কথায়, 'বাবুলের আশ্বাস সত্ত্বেও নিশ্চিত হতে পারছেন না রূপা। কেন না, গত পুরভোটে আসানসোলে কাজ করেনি বাবুল-ক্যারিশমা। বিধানসভা ভোটে যে বাবুল-জাদু ফিরে আসবে তার নিশ্চয়তা কোথায়! লোকসভা ভোটে মোদী হাওয়া না থাকলে বাবুলও ধরাশায়ী হতেন তৃণমূলের কাছে। এই ভোটে তাঁকে যে মোদী হাওয়া ছাড়াই লড়তে হবে সেটাও স্পষ্ট রূপার কাছে।'

গোড়ায় রাজ্য বিজেপির পরিকল্পনা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবানীপুর কেন্দ্রে রূপাকে টিকিট দেওয়ার। তবে রূপার ইচ্ছে ছিল, টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া। কিছু দিন আগেও এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের ঝাঁঝালো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতেন রূপা। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। বিজেপির পালে এখন ভাটা। পুরভোটেও বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি গেরুয়াবাহিনী। তাই মমতা-অরূপ কারও সঙ্গেই 'পাঙ্গা' নিতে ভরসা পাচ্ছেন না রূপা।

একই অবস্থা লকেটেরও। তাঁর ইচ্ছে ছিল, উত্তর কলকাতার কোনও কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়ার। না হলে, বীরভূম থেকে দাঁড়াতেও কোনও আপত্তি ছিল না তাঁর। কিন্তু এখন রাখঢাক না করেই লকেট বলছে, 'দল চাইলে গোটা রাজ্যে আমি প্রচারে যাব। কিন্তু ভোটে লড়ব না।'

সৌজন্যে—এই সময়

মুজিবের অনুরোধে সেদিন মুক্তি পেয়েছিলেন দুই মুসলিম নেতা

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

জেএনইউ কাণ্ডে কংগ্রেস এক ছাত্রনেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে যে মিছিল করেছে তাতে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তার অস্তিত্বের কি চিহ্ন আর অবশিষ্ট আছে? সেই সঙ্গে এই ঘটনা দেশের নাগরিকদের একাংশের পাকিস্তানি মানসিকতা উন্মোচিত হয়েছে। জেএনইউ কাণ্ডে যা ঘটেছিল তা হল এই— '...ভারতবর্ষ গোল্লায় যাক...'? জেএনইউ-র সেই ছাত্রটি হিন্দিতে নিজের মাতৃভূমি সম্পর্কে যা বলেছিল তার বাংলা তর্জমা করলে ওই কথাই দাঁড়ায়। কেন ছাত্রটির ওই উক্তি? ইসলামি জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী আফজল গুরুর ফাঁসির নিন্দায় মুখর হয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের বিক্ষোভের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছাত্রটির এই উক্তি। কিন্তু ওই উক্তি দেশের মধ্যে উন্মোচিত হচ্ছে যা কখনই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ভারতীয় মুসলমানদের বিপথগামী একাংশের ওই মানসিকতা সম্পর্কে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মদাতা শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৩ সালের একেবারে শেষে কিংবা ১৯৭৪ সালের একেবারে গোড়ায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে একটি চিঠি লেখেন। ওই পত্রে তিনি ইন্দিরা গান্ধিকে জানান যে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা সৈয়দ বদরুদ্দোজা এবং পশ্চিম দিনাজপুরের ডা. গোলাম ইয়াজদানির কয়েকজন নিকট আত্মীয় ঢাকায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবরের সঙ্গে দেখা করেন। কেন তাঁরা দেখা করতে গিয়েছিলেন? ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সময় বদরুদ্দোজা ও গোলাম ইয়াজদানি তাঁদের নিজ নিজ এলাকার পাকিস্তানি শাসকদের সমর্থনে এবং শেখ মুজিবর আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে সভা ও সমাবেশ করেন। তখন ভারত সরকার 'ভারতরক্ষা আইনে' বদরুদ্দোজা ও গোলাম ইয়াজদানিকে গ্রেফতার করে। কিন্তু ১৯৭৩ সালেও ভারত সরকার ওই দুই মুসলমান নেতাকে মুক্তি না দিলে তাঁদের আত্মীয়রা শেখ মুজিবরের শরণাপন্ন হন যাতে শেখ মুজিবর ওই দু'জনের মুক্তির জন্য ইন্দিরা গান্ধিকে অনুরোধ জানান। শেখ সাহেব ইন্দিরা গান্ধিকে ওই বিষয়ে একটি চিঠি লেখেন। তবে গোলাম ইয়াজদানি ও বদরুদ্দোজা সাহেবদের আত্মীয়দের শেখ মুজিবর রহমান তাঁর

> ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সময় বদরুদ্দোজা ও গোলাম ইয়াজদানি তাঁদের নিজ নিজ এলাকার পাকিস্তানি শাসকদের সমর্থনে এবং শেখ মুজিবের আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে সভা ও সমাবেশ করেন।

চাঁচাছোলা ভাষায় যে ঝাড় দিয়েছিলেন তারও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি শেখ মুজিবর রহমানের ওই চিঠি পাওয়ার পর ওই চিঠির কপিসহ একটি চিঠি লেখেন পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়কে। কারণ বদরুদ্দোজা ও গোলাম ইয়াজদানি মুক্তির নির্দেশ পশ্চিমবাংলা সরকারকেই দিতে হবে আইন মোতাবেক। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় যথারীতি ওই দুই পাকিস্তানপন্থী ভারতীয় মুসলিম নেতাকে মুক্তি দেন। বলতে গেলে এটা ছিল শেখ মুজিবর রহমানের উদারতাবোধেরই ফল।

এ তো গেল কংগ্রেসবিরোধী দুই রাজনৈতিক নেতার মানসিকতা। এবার কংগ্রেসের নিজের ঘরের কথা একটু বলি। আমি ১৯৭২ সালের গোড়া থেকেই একজন ভারতীয় সাংবাদিক হিসাবে (যুগান্তর-অমৃতবাজার পত্রিকা) ঢাকায় কাজ করছি। সিদ্ধার্থশংকর রায় ১৯৭২ সালে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ওই বছরের শেষে কিংবা ১৯৭৩ সালের গোড়াতে ঢাকা সফরে যান। ঢাকায় অবস্থানকালে সিদ্ধার্থবাবু 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি'র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হঠাৎ কী ভেবে বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয় সাংবাদিকদের 'কাজকর্ম' নিয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থবাবুর উক্তির প্রতিবাদ করি এই বলে 'আপনি কিছু না জেনেই সেসব কথা বলছেন।' ফলে তাঁর সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটির মধ্যে আমি বলে ফেলেছিলাম '...আপনি কী আপনার দুই মন্ত্রী বরকত গণি খান ও জয়নাল আবেদিন সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিলেন?' একজন রিপোর্টার হিসাবে আমার ওই কথা বলার কী কারণ থাকতে পারে? ১৯৭১ সালের গুরুতেই ঢাকায় 'মুক্তি আন্দোলন' আরম্ভ হলে শেখ মুজিবর রহমান গ্রেফতার হন। বলতে গেলে তার পরপরই আওয়ামি লিগের শীর্ষ নেতারা বিশেষ করে চৌধুরী নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আমেদ ও কামরুজ্জামান পালিয়ে পশ্চিমবাংলায় এসে যান। ভারত সরকারও ওইসব নেতাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেন। পরিণতিতে ভারত সরকারের সক্রিয় সাহায্যে এখানে এক 'অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার' জন্ম নেয়। ওই সরকারের প্রধান হলেন নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আমেদ ও কামরুজ্জামান। কিন্তু এই রাজ্যের কয়েকজন অকমিউনিস্ট মুসলমান নেতা কখনও প্রকাশ্যে কখনওবা গোপন ওই 'অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার' প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। এই শ্রেণির কয়েকজন মুসলমান নেতা ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার কোনও এক স্থানে গিয়ে আওয়ামি লিগ নেতা নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আমেদ ও কামরুজ্জামানের সঙ্গে কথা বলেন। এই রাজ্যের যে তিনজন মুসলমান নেতা গিয়েছিলেন তাঁরা হলেন গোলাম ইয়াজদানি, জয়নাল আবেদন ও গণিখান চৌধুরী। এঁরা বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ নেতাদের কার্যকলাপকে 'এখানকার মুসলমানদের স্বার্থহানিকর' বলে উল্লেখ করলে কথাকাটাকাটি চলে। এমনকী গোলাম ইয়াজদানির সঙ্গে বাংলাদেশি নেতা কামরুজ্জামানের হাতাহাতির উপক্রম ঘটলে তাজউদ্দিন আমেদ ও নজরুল ইসলাম কামরুজ্জামানকে জাপটে ধরেন। উল্লেখ্য জয়নাল আবেদিন ও বরকত গণিখান তখন রাজ্য কংগ্রেস নেতা ছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৭২ পশ্চিমবাংলার সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মন্ত্রিসভার জয়নাল ও বরকত গণিখান গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। আমি ঠিক এখানটাতেই সিদ্ধাশংকর রায়কে কটাক্ষ করেছিলাম।

এরপর ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার আমলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার পুত্র সঞ্জয় গান্ধির আবির্ভাব ভারতীয় রাজনীতিতে ওলোটপালোট ঘটাতে থাকে। এর ফলে পশ্চিমবাংলায় সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আসন টলায়মান হয়। সঞ্জয় গান্ধি এই রাজ্যে বরকত গণিখানকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসাতে তৎপর হয়ে উঠলেন। ওই সময় ১৯৭৬ সালের গোড়ার দিকে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবু রাইটার্স বিল্ডিংসের করিডরে একদিন আমাকে দেখে তাঁর ঘরে ডেকে নিলেন। আমি অনেকটা হতচকিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢুকতেই তিনি কোনও ভণিতা না করেই আমাকে বলে ফেললেন 'তোমার সঙ্গে ঢাকায় আমার ঝগড়া হয়েছিল, তুমি বরকত সম্পর্কে কিছু বলেছিলে বলে...' আমি নিরুত্তর থেকে কেবল ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। তারপর সিদ্ধার্থবাবু আবার বললেন '...ব্যাপারটা তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নিন্দা করা তাই না...? আমি আগের মতোই নিরুত্তরে সম্মতি জানালাম। পরক্ষণেই আগের মতোই কোনও ভনিতা না করে তিনি এই বলে আমাকে বিদায় দিলেন 'এজন্যই তোমাকে ডাকলাম।' আমি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে নিলাম যে সিদ্ধার্থবাবু বরকত গণিখানকে প্রত্যাঘাত করবেনই। এরপর সঞ্জয় গান্ধির সঙ্গে বরকত সাহেবের ঢলাঢলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সৌদির টাকায় পাকিস্তানের মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হচ্ছে, অভিযোগ মার্কিন সেনেটরের

ওয়াশিংটন (পিটিআই) : মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে তাদের বিদেশনীতি নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন সেনেটর ক্রিস মারফি। তাঁর চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, 'পাকিস্তানের ২৪ হাজার মাদ্রাসায় ভবিষ্যতের জঙ্গি তৈরি হচ্ছে, আর তা তৈরি করতে প্রত্যক্ষভাবে টাকার জোগান দিচ্ছে সৌদি আরব।'

কিন্তু এখানে আমেরিকার ভূমিকা কোথায়? 'কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশনস'-এ মারফি খোলাখুলিই জানিয়েছেন, ইয়েমেনে সৌদির সামরিক কার্যকলাপকে যদি আমেরিকা সমর্থন করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে হয়তো এই ইস্যুতে সাফল্য মিলতে পারে। 'কারণ, আমরা এখন আল-কায়েদা ও ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও নির্লিপ্ত হয়েছি। সেখানে এমন একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের গলায় গলায় সম্পর্ক রয়েছে, যারা এই সব জঙ্গিদের তৈরি করার জন্য টাকা ঢালছে', মন্তব্য এই সেনেটরের।

হঠাৎ কেন এই আস্ফালন মারফির? সঠিক কারণ জানা না গেলেও, তাঁর দেওয়া তথ্যসমূহ যে মার্কিন থিংক ট্যাঙ্ককে ভাবতে বাধ্য করবে তা নিয়ে মোটামুটি একমত বিশেষজ্ঞরা। বিশেষত, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে। তিনি বলেছেন, '১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে ২৪৪টি মাদ্রাসা ছিল। বর্তমানে এর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪ হাজার। এবং এর প্রতিটিতে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তা কিন্তু পড়ুয়াদের হিংস্র করে তুলছে না। এমনকী আইএস বা আল-কায়েদায় যোগ দেওয়ার কথাও বলছে না। বরং ইসলামের এমন কিছু বাচ্চাদের শেখানো হচ্ছে, যাতে তাদের মনে পশ্চিমী দুনিয়া সম্পর্কে ঘৃণ্য ধারণা তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে সেই মনোভাবকেই কাজে লাগাবে জঙ্গি সংগঠনগুলি। আর এইসব মাদ্রাসাগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য করার নামে টাকার সুনামি পাঠাচ্ছে সৌদি আরব।'

কেমন সেই টাকার পরিমাণ? সূত্রের দাবি, ১৯৬০ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সারা বিশ্বে ওয়াহাবি ইসলাম মতবাদ রপ্তানি করতে সৌদি আরব খরচ করেছে ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার, সেখানে ১৯২০ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বিশ্বে মার্কসবাদ রপ্তানি করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন খরচ করেছিল ৭০০ কোটি ডলার।

—সৌজন্যে বর্তমান

ডানলপ, জেসপ অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত

প্রথম পাতার পর

দেওয়া প্রথম চালু করি সিঙ্গুরে। সেখানে জমিহারা কৃষকদের দু'টাকা কেজি দরে চাল দেওয়ার সাথে মাসে দু'হাজার টাকা ভাতাও দিই। সিঙ্গুর নিয়ে আমরা আমাদের কাজ করেছি। ক্ষমতায় এসেই জমি ফেরত দেওয়ার জন্য আইন তৈরি করেছি। সেই আইন চ্যালেঞ্জ হয়েছে বলে বিষয়টি কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের উপর আমাদের ভরসা আছে। তাঁর এই বক্তব্য শুনেই বাম বিধায়কদের তরফে কেউ একজন টিপ্পনি কেটে বলেন, পাঁচ বছর তো হল। চাষিরা তো জমি ফেরত পেলেন না। তা শুনেই মমতা বলেন, আমরা তো আইন করেছি। এখন পাঁচ কেন, ৫০ বছরেও কিছু না হলে আমার কিছু করার নেই। যা শুনে বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, যেদিন উনি জোর করে ওই আইন এনেছিলেন, তখনই আমরা বলেছিলাম যে ওটা আদালতে চ্যালেঞ্জ হবেই। তাই হয়েছে। জমি ফেরতের বিষয়ে আমাদের বিকল্প প্রস্তাবগুলি তখন উনি কানে তোলেননি। এখন আদালতের দোহাই পেড়ে দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। একই দশা হবে ডানলপ জেসপের ক্ষেত্রেও। ওঁকে আমি ডানলপ নিয়ে ২০১২ সালে চিঠি দিয়েছিলাম। তখন তার জবাব পর্যন্ত দেননি। তবে এখন যেভাবে বিধায়কদের অধিকার খর্ব করে একদিনের নোটিসে বিল এনে তাড়াহুড়ো করে অধিগ্রহণের কথা বলছেন উনি, তাতে বোঝা যাচ্ছে এ নিয়ে মালিকপক্ষকে আদালতে যাওয়ার রাস্তা ওঁরাই করে দিতে চলেছেন সিঙ্গুরের মতো।

উত্তরবঙ্গে একটি বন্ধ চা বাগান এভাবে অধিগ্রহণ করার পরও সেখানকার শ্রমিকদের দুর্দশামুক্ত না হওয়ার উদাহরণ রয়েইছে।

তৃণমূল জমানায় রাজ্যে বড় শিল্পে তেমন বিনিয়োগ আসেনি বলে বিরোধীদের অভিযোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বণিকসভার তথ্যও জানান দিয়েছে। এই অবস্থায় ডানলপ-জেসপের মতো কারখানা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার বিষয়টি মমতাদের শিল্প-অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই তাগিদ থেকেই নির্বাচনের মুখে তড়িঘড়ি এই অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত।

সৌজন্যে—বর্তমান

২ লক্ষ্যেরও বেশি কর্মসংস্থানের আশ্বাস অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের

লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় চলতি অর্থ বছরে রাজ্য সরকারের নিজের রাজস্ব আদায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি কমবে। অন্য দিকে, আগামী বছর থেকেই বাজারে ঋণপত্র বিক্রি করে নেওয়া ঋণ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প থেকে নেওয়া ঋণের আসল ফেরৎ দেওয়া বাবদ সরকারের ব্যয় চলতি অর্থ বছরের তুলনায় প্রায় ১,৪০০ কোটি টাকা বাড়ছে।

২০১৭-'১৮ টাকা এই আসল ফেরৎ দেওয়া বাবদ সরকারের ব্যয় প্রতি বছর প্রায় চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য বলছে, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ সালে শুধু বাজার থেকে নেওয়া ঋণের আসল

ঋণের বিপুল ভার মাথায় নিয়ে বছর শুরু রাজ্যের

শোধ করতে রাজ্য সরকারকে গুণতে হবে যথাক্রমে ১১,৬১০, ১২,৪০০ এবং ১৬,৫৫০ কোটি টাকা। এর সঙ্গে বাজার থেকে নেওয়া ঋণের সুদ বাবদ প্রতি বছর সরকারকে শোধ করতে হবে গড়ে প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকার মতো। এর ওপর রয়েছে, রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন ও পেনশন এবং ভর্তুকির বোঝা। এই বিপুল আর্থিক বোঝা সরকার কী করে মেটাবে, তার কোনও দিশা নেই ২০১৬-১৭ সালের জন্য অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট বক্তৃতায়।

বিধানসভায় আগামী অর্থ বছরের জ্য তিনি যে বাজেট এবং চার মাসের ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট পেশ করেছেন, তা যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনমুখী, তার প্রমাণ প্রতিটি ক্ষেত্রে আগের বাম সরকারের শেষ পাঁচ বছরের তুলনায় সরকার কতটা অগ্রগতি করেছে সেটা তুলে ধরা। এই প্রসঙ্গেই অমিতবাবু জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের নিজস্ব রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ গত পাঁচ বছরে দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, চলতি অর্থ বছরে রাজ্য সরকারের নিজস্ব কর রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি কম হবে। কারণ, মূল তিন খাত—বিক্রয় কর, আবগারী রাজস্ব এবং স্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ আদায় কমেছে।

আগামী অর্থ বছরে সরকারের নিজস্ব কর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫০ হাজার ২১৯ কোটি টাকা। সেখানে রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্তদের বেতন ও পেনশন দিতেই খরচ হবে ৫০ হাজার ১৬৬ কোটি টাকা। এর সঙ্গে ভর্তুকি বাবদ ৬৭৭৩ কোটি টাকা যোগ করলে শুধু পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ব্যয় করতেই রাজ্য সরকারের ফের ঋণ নেওয়া ছাড়া কোনও পথ নেই। এমতাবস্থায় রাজস্ব ঘাটতির ধারা বজায় থাকবে বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের ঘাড়ে মোট ঋণের বোঝা বর্তমানে ৩ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে আগামী অর্থ বছরের শেষে ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬০৮ কোটি টাকাতে পৌঁছবে বলে বাজেটে অনুমান করা হয়েছে।

অমিতবাবুর মন্তব্য, 'আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটের বছরে কোনও বাজেটে কর ও নতুন প্রকল্প সংক্রান্ত ঘোষণা থাকে না। সেই ধারাই আমরা বজায় রেখে এধরনের কোনও ঘোষণা রাখিনি। এটা গোটা বছরের জন্য বরাদ্দ প্রস্তাব এবং চার মাসের জন্য সরকারের ব্যয় মঞ্জুরি অনুমোদন করার জন্য ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট।' আগামী অর্থ বছরে মোট ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকার ব্যয় প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে, যা মোট আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার থেকে ৩ কোটি টাকা বেশি। একই সঙ্গে বাজেটে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ ১৭ শতাংশ বাড়িয়ে ৫৭ হাজার ৯০৫ কোটি টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কিন্তু, বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারের নিজস্ব রাজস্ব আদায় বহুলাংশে না বাড়লে পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা পুরণ করা খুবই কঠিন। আর শিল্প ক্ষেত্রে জোয়ার না এলে একলাফে রাজস্ব বৃদ্ধি সম্ভব নয়। যদিও অর্থ দপ্তরের পাশাপাশি শিল্প দপ্তরের দায়িত্বে থাকা অমিতবাবু জানিয়েছেন, বর্তমানে থাকা মোট ৪৮৮টি শিল্প প্রকল্পের নির্মাণকাজ চলছে। সব মিলিয়ে বিনিয়োগের অঙ্ক ৮ হাজার ৫৫৩ কোটি টাকা। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ২ লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি। আর এ বছর বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ২৫৪ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। তাই রাজ্য সরকারের দাবি, বিনিয়োগকারী এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রতি আবার আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

সেই আগ্রহ বাস্তবে যত বেশি বিনিয়োগে রূপ নেবে, ততই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক ক্ষেত্রে রুগ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

সৌজন্যে—এই সময়

Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
Dilip Chakrabarti,
200 Winston Drive# 2920
Cliffside Park,
NJ-07010
dcha42@aol.com

Any questions for Membership or Advertisement dues,
Please Contact :
Ranadeb Sarkar
346 Yale Road
Garden City, NY - 11530.
e-mail :
ranusarkar@hotmail.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra, Periodical (USPS # 020-877) is published semi-monthly by Cultural Association of Bengal from 200 Winston Drive# 2920, Cliffside Park, NJ-07010
and
additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

বাংলাদেশে গৌড়ীয় মঠে হামলা করে জঙ্গিরা কী বার্তা দিল ?

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলায় করতোয়া নদীর সেতুর কাছে শ্রীসন্ত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ভক্তিনিলয় ভিক্ষু মহারাজকে ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে পুজার্চনার সময় জঙ্গিরা ঢুকে গলা কেটে হত্যা করে। ওই দিনই দুপুর দুটো কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চৈতন্য মঠ ও গৌড়ীয় মঠসমূহ প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাসম্মেলন উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিরা ওই দিনটিকেই বেছে নিয়ে গৌড়ীয় মঠে হামলা ও মঠাধ্যক্ষকে হত্যা করে কী বার্তা দিতে চাইল ? মঠে হামলায় পুজারি গোপাল কৃষ্ণ দাসাধিকারী ও ব্রহ্মচারী নির্মল গুলিবিদ্ধ হন। ভক্তিনিলয় মহারাজকে চাপাতি (বড় ছোরা) দিয়ে গলা কেটে হত্যা করা হয়, যেভাবে জঙ্গিরা ইতিপূর্বে প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। বাংলাদেশে গৌড়ীয় মঠের ১৫টি বড় শাখা রয়েছে। মূল কেন্দ্র ভারতের নদিয়া জেলার মায়াপুরে।

বাংলাদেশে এই মঠেও সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও অনুসারীরা কোনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। পুজার্চনা, কীর্তন, ধর্মীয় আলোচনা ও পাঠ, ভোগরাগ ও বিভিন্ন সেবাকাজে তাঁরা নিবেদিত। বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, মঠ-মন্দির-শ্মশানের জায়গা-জমি দখল, বাড়িঘরে হামলা ও সম্পত্তি দখল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। ইদানীং এই জবরদখলে শাসক আওয়ামি লিগের মন্ত্রী-সাংসদরা নেমে পড়েছেন। হিন্দুরা মোটামুটি বড় দাগে আওয়ামি লিগকেই ভোট দেন। তা সত্ত্বেও এই হামলা ও জবরদখলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ভয়াবহ শঙ্কায় পড়েছেন। গৌড়ীয় মঠে হামলা ও হত্যাকাণ্ডের খবরটি যখন তৈরি করছি, এই সময়ে আরও দুটি ঘটনা ঘটে গেছে। সেই পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারি উপজেলায় ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে মলানী শ্রীশ্রীহরি মন্দিরের একাংশ ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। মন্দিরের পাঁচটি স্তম্ভের একটি ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত ঐতিহাসিক শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের ভূমি দখলে নেমে পড়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এক আওয়ামি লিগ কাউন্সিলর জহরুল আলম জসিম। বুলডোজার নিয়ে এসে তিনি আশ্রমের সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেবোত্তর ভূমি দখলের চেষ্টা করেন। আশ্রমবাসীরা বাধার মুখে সরে গেলেও রাতে সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেন। পিলারগুলো রাতেই সরিয়ে নেওয়া হয়। আশ্রমবাসীরা জানান, আওয়ামি লিগ মেয়র, চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ও পুলিস কমিশনারকে জানানো সত্ত্বেও রামঠাকুরের স্মৃতিধন্য এই আশ্রম রক্ষায় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং ওই কাউন্সিলর আশ্রমবাসীকে হুমকি দিয়েছেন।

সর্বশেষ পঞ্চগড়ে যে গৌড়ীয় মঠে হামলা ও সন্ন্যাসী হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটল তাদের মূল মঠ ঢাকার নারিন্দায় অবস্থিত। ১৯৯০ সালে এই মঠটিতে হামলা ও সন্ন্যাসী হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটল তাদের মূল মঠ ঢাকার নারিন্দায় অবস্থিত। ১৯৯০ সালে এই মঠটিতে হামলা, লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ প্রহৃত হন। তখন সেনাশাসক এইচ এম এরশাদ ক্ষমতায়। ১৯৯০, ১৯৯২ এবং ২০০১ সালের সাম্প্রদায়িক হামলা বাংলাদেশে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের হিসেব-নিকেশ পাল্টে দিয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশের হিন্দুরা 'পাকিস্তান-মুক্ত' এক নতুন দেশের স্বপ্ন দেখেছিল, যেখানে তারা হামলার শিকার হবেন না, জায়গা-জমি দখল করে পৈতৃক ভূমি থেকে উৎখাত করা হবে না, মঠ-মন্দির আক্রান্ত ও মূর্তি প্রতিমা ভাঙা হবে না, দেবোত্তর ভূমি জবরদখল হবে না, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য তাদের হতাশ করবে না—সর্বোপরি সমান অধিকার নিয়ে বাঁচবেন। কিন্তু তাদের স্বপ্নভঙ্গ হতে দেরি হয়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর এদেশের সংবিধান হয়ে গেল ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে, মূল নীতি থেকে বাতিল হল ধর্মনিরপেক্ষতা, কয়েক বছর পরই ইসলাম হল রাষ্ট্রধর্ম। ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীরা পরিণত হল দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে। আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরে এলো বটে, কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল থাকল। কী 'ভয়ংকর বৈপরীত্য'! এই পরিস্থিতিতে গত ৪৫ বছরে অর্থাৎ স্বপ্নের স্বাধীনতার পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ক্রমহ্রাসমান হারই দেখিয়ে দেবে দেশ কোনদিকে যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হার ছিল মোটামুটি ৩০ শতাংশ। ১৯৭১ সালে এই হার ছিল ২১ শতাংশের মতো। বর্তমানে এই হার দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৭ শতাংশ। এ সবই সরকারি পরিসংখ্যান। প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে সামনে চলে আসে। এই হার অব্যাহত থাকলে আগামী ২০ কিংবা ২৫ বছরে সংখ্যালঘুদের অবস্থান কী দাঁড়াবে ? এই অংশে আরেকটি পাকিস্তান ?

বাংলাদেশ শ্রীসন্ত গৌড়ীয় মঠে জঙ্গী হামলার বিরুদ্ধে পথে আন্দোলনে জনগণ

প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা বলেছেন, সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে এবং তাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতেই এই ঘটনাগুলো ঘটানো হচ্ছে। সর্বশেষ যে মঠের অধ্যক্ষকে হত্যা করা হল সে মঠটি চলে ভিক্ষার অর্থে। ভক্তিনিলয় মহারাজ নিজের জমি মঠকে দান করে গড়ে তোলেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই মঠটি। তাঁকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে সে কৌশলটি অর্থাৎ চাপাতি দিয়ে কোতল করার পদ্ধতি ইসলামি জঙ্গিরাই অনুসরণ করে। সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে থাকলেও তারা তেমন ব্যবহার করে না। কারণ তরবারি ইসলামের প্রতীক। বাংলাদেশে আইএস নেই, আল কায়েদা নেই, সরকারি ভাষ্যে এই দাবি করা হলেও যথারীতি ভক্তিনিলয় মহারাজকে হত্যা ও অন্য দুই ব্রহ্মচারীকে জখম করার পর আইএস তার দায় স্বীকার করেছে। তিনজন ধরা পড়েছে, তাদের পরিচিতি হিসেবে নিষিদ্ধ জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর সদস্য বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। কখনও উল্লেখ করা হচ্ছে নিষিদ্ধ আনসারউল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য হিসেবে। কিন্তু এই দুই সংগঠনই আইএস বা আল কায়েদার পতাকা বহন করে, যদিও তাদের পরস্পরের দাবি, তাদের মতাদর্শগত বিভেদ আছে।

কিন্তু দুটোরই অন্যান্য ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের মতো অন্যতম লক্ষ্য ভারত ও হিন্দুদের 'ধ্বংস বা কোতল' করা। গৌড়ীয় মঠে হামলা ও একজন সাধককে হত্যার মধ্য দিয়ে ওরা একথা আবারও জানিয়ে গেল।

সৌজন্যে—দৈনিক স্টেটসম্যান

আড়াই বছর পর সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলল অপরাজিতার উঠোনে

প্রশান্ত ঘোষ, কামদুনি

সকাল থেকে গ্রামের প্রায় সকলেরই চোখ টেলিভিশনের পর্দায়। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। সকলের মনে একটাই প্রশ্ন, কী সাজা হবে অভিযুক্ত ছ'জনের। শেষমেশ বেলা ৩ টে ৪০ মিনিটে টিভির পদায় ভেসে উঠল 'ব্রেকিং নিউজ'! অভিযুক্ত তিন জনের ফাঁসির আদেশ, অন্য তিন জনের যাবজ্জীবন। শুনেই গোটা গ্রাম উল্লাসে মেতে উঠল। সকলেরই একটাই কথা, 'এটাই তো চেয়েছিলাম। তবে ছ'জনেরই ফাঁসির আদেশ হলে আরও ভালো হত। আর যে দু'জন বেকসুর খালাস হল, তাদেরও সাজা হওয়া দরকার ছিল। যাই হোক, যা হয়েছে, সেটাই অনেক।'

মুহূর্তের মধ্যে বি আর অম্বেদকর স্কুলের মাঠ ভিড়ে ভিড়াক্কার। মনে হচ্ছে গোটা গ্রামই যেন ভেঙে পড়েছে স্কুলমাঠে। এক বয়স্ক ব্যক্তি এক যুবককে ডেকে বললেন, 'মিষ্টি আর আবির নিয়ে আয়।' শুনেই কয়েক জন মোটরবাইক নিয়ে ছুট। কিন্তু কপাল খারাপ। কোনও দোকান খুঁজে পাওয়া গেল না যে অত মিষ্টি দিতে পারে। আর অসময়ে আবিরই বা মিলবে কোথায় ? ভগ্ন মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন যুবকরা। তাতে অবশ্য উল্লাস দমানো গেল না। আসলে গত আড়াই বছর ধরে এই মুহূর্তটার জনাই তো কামদুনি অপেক্ষা করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কামদুনিতে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এক মাসের মধ্যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচার করে দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু তারপর অনেক দূর পর্যন্ত জল গড়িয়েছে। অবশেষে শনিবার রায় ঘোষণা হল।

এ দিকে প্রায় দু'বছর পর সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলল অপরাজিতার একচালা বাড়িটার সামনে। মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হল নিহত কলেজ ছাত্রীকে। কলকাতায় আদালতে সারা দিনের ধকল সয়ে সন্ধ্যায় নিহত অপরাজিতার দুই ভাই এলেন তাঁদের পুরোনো বাড়ির সামনে। সেই বাড়িরই উঠোনে প্রায় ভাঙা তুলসীমঞ্চে কে যেন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। দুই ভাইকে গ্রামবাসী সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন তবে পুলিশ ভ্যান থেকে তাঁরা নামার সময় পুলিশের সঙ্গে সংবাদমাধ্যম ও গ্রামবাসীর একপ্রস্থ ধস্তাধস্তি চলে। সকলেই দুই ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চান। অপরাজিতার এক দাদা বললেন, 'সকলেরই ফাঁসি চেয়েছিলাম। যা হয়েছে। ঢের হয়েছে। এ জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই। তাঁর জন্যই এটুকু পেলাম। তবে যে দু'জন ছাড়া পেয়েছে তাদেরও শাস্তি চাই। মুখ্যমন্ত্রীকে সে কথাই বলব। দরকারে উচ্চ আদালতে যাব।' সন্ধ্যায় টিভি চ্যানেলেও অপরাজিতার মা জানান, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান।

তবে উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি অন্য ছবিও আছে। এলাকার এক মাত্র রেশন দোকানটি পার খড়িবাড়ি গ্রামের মাজার শরিফে। ওই গ্রামেরই দু'জন অভিযুক্ত রফিকুল গাজি ও নুর আলি বেকসুর খালাস পেয়েছে। এ বার তাদেরই ভয়ে কামদুনির অনেকে রেশন আনতে যেতে ভয় পাচ্ছেন। যদিও তারা ছাড়া পেলেও এখন গ্রামে নেই। কামদুনির ভোলানাথ নস্করের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। তার বাড়িতে জমাট বাঁধা অন্ধকার। বাড়ির কাউকে দেখা গেল না। একই অবস্থা কামদুনির পাশের গ্রাম পার খড়িবাড়ি, মাটিয়াগাছা, লাঙলপোঁতা গ্রামে। সাজাপ্রাপ্তদের কয়েক জনের বাড়ি ওই সব গ্রামে। মাটিয়াগাছার বাসিন্দা আনসার আলির মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। বিকেলে তার বাড়িতে যাওয়ার সময় স্থানীয় কয়েক জন যুবক বাধা দিল। সঙ্গে ছিল অশ্রাব্য গালিগালাজ। আনসারের স্ত্রীরও কড়া মেজাজ শোনা গেল, 'কী চাই আপনাদের ? আপনাদের জনাই তো আমার স্বামীর এই অবস্থা হল। একটা কথাও বলব না।'

লাঙলপোঁতার শেখ এমানুল ইসলামেরও একই সাজা হয়েছে। তার বাড়িতেও কেউ নেই। এই সব গ্রামে আবার মিশ্র প্রতিক্রিয়া। একটা চাপা থমথমে পরিবেশ। অনেকে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার মুখ খুললেও নাম প্রকাশ করতে চাইছেন না। তাঁদের বক্তব্য, 'যে অপরাধ করেছে, সে তো সাজা পাবেই।' কামদুনির ভোলানাথ নস্করের এক বৌদি তো সাংবাদিকদের এই মারে কী সেই মারে। তিনি চিৎকার করে বলেন, 'বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে।'

কামদুনির স্কুলমাঠে কথা হচ্ছিল গৃহবধূ জয়ন্তী মণ্ডল, বিশাখা মণ্ডলদের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, 'আমরা খুব খুশি। আড়াই বছরের লড়াই আজ সার্থক হল।' বিশ্বজিৎ নস্কর বললেন, 'আমরা কঠোর শাস্তি চেয়েছিলাম অপরাধীদের। সেই শাস্তিই হয়েছে।' নির্যাতিতার জেঠিমা আতঙ্কিত দু'জন খালাস পাওয়ায়। তাঁর কথায়, 'ওরা যদি আবার কিছু করে?' অপরাজিতার খুব কাছের মানুষ ছিলেন ছোট কাকিমা। সাত মাসের ছোট মেয়ে তিথিকে কোলে নিয়ে টিভি দেখছিলেন। তিনি বললেন, 'আজ আমাদের আত্মা শান্তি পেল।' অপরাজিতার স্কুলের সহপাঠী সুপর্ণা মণ্ডল আনন্দ ধরে রাখতে পারছিল না। তিনি বললেন, 'ওই জঘন্য অপরাধের ঠিক শাস্তিই পেয়েছে ওরা।' এ দিনও কামদুনিতে ছিল পুলিশ, র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্সের ছড়াছড়ি। গ্রামে বাহিনী রুট মার্চও করে।

মোদি সরকারের আর্থিক সমীক্ষায় মমতার সাফল্যেরই প্রতিফলন

সমৃদ্ধ দত্ত ● নয়াদিল্লি

ভোটের আগে চমকপ্রদ উপহার পেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিগত পাঁচ বছর ধরে সরকারে আসার পা থেকে তিনি সরকারের সাফল্য-সম্বলিত যে ঘোষণাগুলি করে এসেছেন এবং বিরোধীরা যাকে সংখ্যাতত্ত্বেরকারচুপি তথ্য অসত্য বলে উড়িয়ে দিয়েছে, সেই সাফল্যের দাবিগুলিতে সিলমোহর দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধীদের লক্ষ্য করে বলেছেন, অযথা কুৎসা করবেন না, নিজেরা খোঁজ নিয়ে দেখুন আমার আমলে কাজ হয়েছে কিনা, স্বাধীনতার ৬৬ বছরে এরাজ্যে এত কাজ হয়নি। বিরোধীরা এই দাবিকে বরাবরের মতো হেসে উড়িয়ে দেবে বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি সংসদে যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করেছেন, সেই সমীক্ষায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে মমতার দাবিরই প্রতিফলন। পশ্চিমবঙ্গের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রের উজ্জ্বল চিত্রই বর্ণিত হয়েছে। বিরোধীদের প্রবল অস্বস্তিতে ফেলে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকের তৈরি করা সমীক্ষায় আজ দেখানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বহু ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় সরাসরি নাম করে বলা হয়েছে চলতি আর্থিক বছরে গোটা দেশের মধ্যে সবথেকে কম মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। পরিসংখ্যান প্রকাশ করে দেখানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুদ্রাস্ফীতির হার এই বছর ৩ শতাংশেরও নীচে নেমে এসেছে। যা গোটা দেশে রেকর্ড। শুধু সামগ্রিক

ধান উৎপাদনকারী তিনটি প্রধান রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে, মুদ্রাস্ফীতির হারও কম

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির হারকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাশ টেনেছে তাই নয়, বলা হয়েছে খাদ্য এবং পানীয় ক্ষেত্রের মূল্যবৃদ্ধিও এই রাজ্যে সবথেকে কম। গোটা দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, কেরল এবং উত্তরপ্রদেশের অবদান সবথেকে কম। তার মধ্যে সর্বনিম্ন পশ্চিমবঙ্গ। ভোটের প্রাক্কালে পাঁচ বছরের শাসনকালের সাফল্যের জয়গানের অস্ত্র আরও একঝাঁক প্রদান করা হয়েছে আজ মমতা তথা তৃণমূলের হাতে। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় আজ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছে ভারতের খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রতি বছর উদ্বেগজনকভাবে কমছে। কৃষিতে গত আর্থিক বছরে উৎপাদন হয়েছিল ২৫২ মিলিয়ন টন। মাত্র ১০ লক্ষ টন বেড়েছে এবার। এবার সেই উৎপাদন হয়েছে ২৫৩ বিলিয়ন টন। এই অবস্থা থেকে বাঁচতে নানাবিধ দাওয়াই দেওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমীক্ষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে দেশের ধান উৎপাদনকারী তিনটি প্রধান রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন সবথেকে বেশি। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে সবথেকে বেশি ধান উৎপাদন হয়। তার মধ্যে এ রাজ্য শীর্ষে।

আজ পেশ হওয়া অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে দেশের উৎপাদন শিল্প কিংবা পরিকাঠামো উন্নয়ন অথবা রপ্তানি বাণিজ্য সবই অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে কমে গিয়েছে। যা প্রধানত ভারতের অর্থনীতির অগ্রসর হওয়ার পথে বড়সড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে একমাত্র পরিষেবা ক্ষেত্র (সার্ভিস সেক্টর) দেশের অর্থনীতিকে সামনে দিয়েছে। এই পরিষেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধি হারেও পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম সারিতে। এ রাজ্যে প্রায় ৮ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি হয়েছে সার্ভিস সেক্টরে। কেরল, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্রের পরই এ রাজ্যের স্থান। যে কোনও দেশ তথা রাজ্যের নেট মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার অন্যতম মাপকাঠি উন্নয়নের। সেই মাপকাঠিতেও পশ্চিমবঙ্গের জন্য যথেষ্ট ভালো মার্কস দিয়েছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। মাথাপিছু নেট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান গোটা দেশে তৃতীয়। অর্থমন্ত্রীর পেশ করা অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভেও একটি সমীক্ষা রিপোর্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের সদ্যোজাত শিশু স্বাস্থ্যের একটি বিস্তারিত পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে। সেই বিবরণে বলা হয়েছে, ১২ মাস থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশুদের সম্পূর্ণ প্রতিষেধক কর্মসূচি সম্পন্ন করার নিরিখে দেশের এক নম্বর স্থানে রয়েছে সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গ। গ্রামীণ এলাকার শিশুদের প্রতিষেধক প্রদান কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গ অন্য সব রাজ্যকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে ৮৭ শতাংশ কর্মসূচি সমাপ্ত করেছে রাজ্য। এরপর সিকিম ৮৩ শতাংশ। এবং তারপরের রাজ্যটি অনেক পিছনে। তেলেঙ্গানা ৬৮ শতাংশ। আর গ্রাম ও শহর মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ৮৪ শতাংশ প্রতিষেধক কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের নির্ধারণে যে মাপকাঠি অন্যতম প্রধান সূচিমুখ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তা হল জন্মের সময় শিশুর মৃত্যুহার। যে দেশ বা রাজ্যে জন্মকালীন শিশুমৃত্যু যত কম সেই রাজ্যের মানবসম্পদ উন্নয়নের রেখাচিত্রে সেটি একটি বিশেষ ইতিবাচক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আজ অরুণ জেটলি সংসদে অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করেছেন এবং বলা হয়েছে জন্মকালীন শিশুমৃত্যুর হার পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজারে ৩১ (২০১৩ সালের হিসাব)। দেশের মধ্যে চতুর্থ। প্রথম স্থানে রয়েছে কেরল। সেখানে হাজারে মাত্র ১২ জন শিশুর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গবাসীর গড় আয়ুও অন্য রাজ্যের তুলনায় বাড়ছে। গড় আয়ুর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয়। এখানে গড় আয়ু ৭০। কেরলে ৭৪।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণী তথা পরিসংখ্যান পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, এ রাজ্যে প্রাথমিক স্কুলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট এগিয়ে। দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থানে ৭৭ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কিন্তু কলেজের সংখ্যা ১০২২। যা অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় কম। উত্তরপ্রদেশে প্রায় ৬ হাজার। মহারাষ্ট্রে কলেজের সংখ্যা সাড়ে ৪ হাজার। মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল, গুজরাত, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রতিটি রাজ্যেই কলেজ বেশি। দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে যতই উচ্চ শিক্ষার দিকে যাওয়া যায় ততই এ রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম। পাশাপাশি আরও যে ক্ষেত্রটিতে বেশি নজর দেওয়া সম্ভব বলে অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তা হল পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন। অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় এই রাজ্যে বহিরাগত পর্যটক অনেক কম আসেন। এই কারণে পর্যটন একটি বড়সড় অর্থনীতির ভরকেন্দ্র হিসাবে উঠে আসতে পারছে না। সেচসেবিত এলাকা আরও পিছনে ছিল এই রাজ্য। সব মিলিয়ে আজ মোদি সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রীতিমতো অপ্রত্যাশিত উপহার দিল। যা সবথেকে বেশি বিপাকে ফেলবে এ রাজ্যের বিজেপিকেই।

সৌজন্যে—বর্তমান

আইএস চর সন্দেহে আটক দুর্গাপুরের পলিটেকনিকের ছাত্র

আইএস জঙ্গি সংগঠনের পক্ষে ভাবধারা প্রচার ও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগে আশিক আহমেদ নামে এক যুবককে আটক করল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। তাকে দুর্গাপুরের কাঁকসা এলাকা থেকে পাকড়াও করা হয়। আশিক একটি বেসরকারি পলিটেকনিক কলেজের ছাত্র। তার সঙ্গে আইএসের যোগাযোগ নিয়ে নিশ্চিত তথ্য হাতে পাওয়ার পরই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এরাজ্য যে পশ্চিমী দুনিয়ার এই জঙ্গি সংগঠনের প্রভাবমুক্ত নয়, সে বিষয়ে কেন্দ্র আগেই সতর্ক করেছে। আইএস জঙ্গিরা এরাজ্যে থেকেই স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করছে, সেই তথ্য গোয়েন্দাদের কাছে রয়েছে। আইএস কার্যকলাপ রুখতে ইতিমধ্যেই এনআইএ দেশজুড়ে তদন্ত শুরু করেছে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তারা ইউপিএ ধারায় মামলা রুজু করে আইএসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় ধরপাকড় শুরু করে। ইতিমধ্যেই ১৬ জন আইএস জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে তারা। ধৃতরা সকলেই দাবি করে, এরাজ্যে আইএসের ভাবধারার প্রচার চালাচ্ছে শিক্ষিত কিছু যুবক। যাদের মধ্যে অনেকেই আবার কোনও না কোনও কলেজের ছাত্র। চলতি মাসেই তাদের হাতে ধরা পড়েছে আজহার ইকবাল নামে এক আইএস জঙ্গি। সে-ই নির্দিষ্টভাবে আশিকের বিষয়ে তথ্য দেয়। আজহারের সঙ্গে আশিক যোগাযোগ করেছিল বলে এনআইএ জানতে পারে। সূত্রের খবর, আগে মুম্বই থেকে যে আইএস জঙ্গিরা ধরা পড়ে, তাদের কাছ থেকেও আশিকের বিষয়ে জানা যায়। এরপরই তার সম্বন্ধে খোঁজখবর শুরু হয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্তারা জানতে পারেন, তার বাড়ি হুগলি জেলার ধনেখালিতে। দুর্গাপুরের কাঁকসা এলাকার একটি বেসরকারি পলিটেকনিক কলেজের ছাত্র সে। সেখানেই ভাড়াবাড়িতে থাকে আশিক।

সেইমতো ওই বাড়িতে কয়েকদিন আগেই হানা দেন তাঁরা। পরিচয় গোপন করে তাঁরা বাড়ির মালিকের কাছ থেকে একটি ঘর ভাড়া চান। পরিচয় দেন একটি বেসরকারি সংস্থার চাকরিজীবী হিসাবে। জানান, কাজের সুবাদে তাঁদের সেখানে কিছুদিন থাকতে হবে। কথায় কথায় তাঁরা বাড়ির মালিকের কাছ থেকে জেনে নেন, ছ'মাস আগে তাঁর বাড়িতে দুটি ঘর ভাড়া নিয়েছে ছ'জন যুবক। রাজা দাস নামে এক যুবক এসে প্রথমে যোগাযোগ করে ভাড়ার জন্য। অন্যদিকে, বাড়ির মালিক এনআইএ আধিকারিকদের জানিয়ে দেন, তাঁর ঘর খালি নেই। কিন্তু ফিরে যাওয়ার আগে কায়দা করে এনআইএ আধিকারিকরা ওই ছ'জনের মোবাইল নম্বর নিয়ে যান। তাঁরা মোবাইল মনিটরিং করতে গিয়ে দেখেন, আশিক নামে যে যুবককে তাঁরা খুঁজছেন, তার নম্বরও ওই ছ'জনের মধ্যে রয়েছে। উল্লেখ্য, আশিকের নম্বর তাঁরা আগেই জোগাড় করে রেখেছিলেন। টাওয়ার লোকেশন মিলিয়েও দেখা যায়, আশিক ওই বাড়িতে থেকেই কথা বলেছে।

সেখান থেকেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্তারা চিহ্নিত করেন, রাজা দাস নামে যে ব্যক্তি ঘর ভাড়া নিয়েছে, সেই হল আশিক। নাম পালটে সে এখানে থাকছে। এরপর যে পলিটেকনিক কলেজের সে ছাত্র, সেখান থেকে সমস্ত তথ্য জোগাড় করা হয়। তারপরই আশিকের পরিচয়ের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হন তাঁরা। কল লিস্ট ঘেঁটে জানা যায়, সে বাইরের একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এরপরই তাকে আটক কর কলকাতার এনআইএ অফিসে নিয়ে আসা হয়।

তদন্তে জানা যাচ্ছে, সে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ করত আইএসের প্রতি সহানুভূতিশীল যুবকদের সঙ্গে। মাঝেমধ্যে সে কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে যেত কাঁকসা থেকে।

তার এই রহস্যজনক গতিবিধির বিষয়ে এনআইএ জেনেছে, বিভিন্ন জায়গায় আইএস জঙ্গিদের কাছে সে গিয়েছে। এরাজ্যসহ অন্যান্য জায়গায় আইএসের হয়ে প্রচার চালাত সে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধমে সে যুবকদের আইএসের হয়ে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। এমনকী বেশ কয়েকটি জায়গায় জেহাদি ভাষণও দিয়েছে। তার ইরাকে যাওয়ারও পরিকল্পনা ছিল বলে খবর। এনআইএ'র দাবি, এরাজ্য থেকে আইএস যে অস্ত্র জোগাড়ের চেষ্টা করছিল, সেক্ষেত্রেও তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

বাইরে থেকেই তার কাছে প্রতি মাসে মোটা টাকা আসত। আইএসের ভারতীয় শাখার মাথা ইউসুফ আল হিন্দির ও সফি আরমারের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। ইউসুফই তাকে এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করে বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সৌজন্যে—বর্তমান

নব্বই ছুঁয়ে

লেখালেখিকে আমি খেলা-খেলা ভাবেই নিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে, জীবনটাকেই আমি খেলা-খেলা ভাবে নিয়েছিলাম। কিন্তু জীবনের খেলায় যা-ই হোক, শিল্পের খেলায় আমি ফাঁকি দিইনি।' মণীন্দ্র গুপ্তের এক দীর্ঘ রচনায় কথাগুলি আছে ('আকাশপথের রুটম্যাপ')। এটি সহ আরও বিচিত্র স্বাদের রচনা নিয়ে বইমেলায় বেরল তাঁর গদ্যসংগ্রহ-২ (অবভাস)। তাঁর দুঃসাহসী সংস্কারহীন চিন্তাপ্রবাহের গদ্য ছুঁয়ে থাকে প্রাচীন থেকে আধুনিক পেরিয়ে অনন্ত। এই আশ্চর্য গদ্যের লেখক এখন নব্বই ছুঁয়েছেন, ১৯২৬-এ জন্ম বরিশালের গইলা গ্রামে, বাল্য কেটেছে সেখানেই। স্কুল জীবন শিলচরে, কলেজপর্ব কলকাতায়। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে লাহৌর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কয়েক বছর। যুদ্ধশেষে কলকাতায় ফিরে যন্ত্র-নকশার শিক্ষক। চিত্রকর, কবি, গদ্যশিল্পী, সম্পাদক, সংকলক। আমরা তিনজনে (গ্রীষ্ম ১৩৫৬) প্রথম বই, যেখানে তাঁর কবিতা গ্রন্থিত হয় অন্য দুই কবির সঙ্গে। প্রথম একক কবিতার বই নীল পাথরের আকাশ ('৬৯)। প্রথম প্রবন্ধ সংকলন চাঁদের ওপিঠে ('৯১)। প্রথম উপন্যাস প্রেম, মৃত্যু কি নক্ষত্র (২০০৫)। কবিতাপত্র পরমা-র (১৯৬৯-'৮১) সম্পাদক। তিন খণ্ডে সংকলিত করেছে আবহমান বাংলা কবিতা। জীবনের সাড়ে আট দশক পার করে শ্রমসিক্ত ঋজু গদ্যে এ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে নিয়ে লেখেন রং কাঁকর রামকিঙ্কর। আর '৮১-তে কর্মসূত্রে বীরভূমে তিলপাড়া ব্যারেজের কাছে ডেরা বাঁধার সময় লিখতে শুরু করেন সেই অভাবনীয় আত্মস্মৃতি অক্ষয় মালবেরি (তিন খণ্ডে সমাপ্তি ২০০৪-এ) — স্মৃতিকথকথার চিত্রময় চলনে যেখানে বইতে থাকে ঘনগহন অন্য বাস্তবের স্রোত, জীবনে অকিঞ্চিৎকর বিন্যাসের সৌন্দর্য।

FLAT FOR SALE IN SANTOSHPUR, MODERN PARK

2 BHK Apartment ₹ 50.0 Lacs

BUILT-UP AREA ABOUT 1000 SQ. FT ON FIRST FLOOR

NORTH EAST OPEN, 2 BEDROOMS, 2 BATHROOMS INCLUDING COVERED SHOWER (ONE ATTACHED WITH ONE BEDROOM), BALCONY, CERAMIC TILE FLOORS AND MORE

PLEASE VISIT: WWW.HOUSING.COM/IN/BUY/PAGE/138708 :
CONTACT: KOLKATA – P.K.SENGUPTA, 94 7724 0336 & 70 5993 4717
USA: JOYSRI SARKAR, 504-246-4017 & 504-701- 5724

Unique Villa @ Salt Lake for Sale

Unique villa located on 5.2 Cottas of land and open on three sides. This one story house in quiet neighborhood has 4 bedrooms, 4 baths, living room, dining room, kitchen, store room, 2 balconies, garage with driveway.
The house is surrounded by mango, jackfruit, guava, coconut and other trees.
Price quotes available on request.
Interested parties please email: jahar0812@gmail.com

We are consolidators for Singapore, Qatar, China, Air Canada, PAL, Jet Airways, Air India, Singapore, Korean, Royal Jordanian, Asiana. Our New partner Gulf Airlines Preferred rates on Emirates, Northwest, Lufthansa. Come see our new office
12375 Bissonnet St Suite # B Houston, TX 77099-1273 ;
Tel: 888-811-5377; 281- 530-3000
Fax: 281-530-3798 ; Email: camdentravel@aol.com

36th North American Bengali Conference 2016

in the Theater at Madison Square Garden, New York
1, 2 & 3 July, 2016
Organized by **Cultural Association of Bengal**
along with Partner Organizations
www.nabc2016.com

REGISTRATION FORM - STANDARD

Personal Information (* fields are required) PLEASE PRINT IN CAPITAL

Title*	First Name*	Middle Name	Last Name*
Address Line 1*			
Address Line 2			
City*	State*	Zip*	Country
Phone*	Email*		
Did you attend NABC before? ☐ Yes ☐ No	Organization that requested you to register		

A. Event Registration: Category and Rate (select one only)

With Sunday Superstar Program @ MSG ☐			Without Sunday Superstar Program @ MSG ☐		
☐ Student $130,	☐ Individual $150,	☐ Couple $275,	☐ Student $100,	☐ Individual $125,	☐ Couple $220,
☐ Family with 1 child $310,	☐ Family with 2 child $330,	☐ Family with 3 child $350	☐ Family with 1 child $250,	☐ Family with 2 child $260,	☐ Family with 3 child $270

B. Family Information

Title	Spouse First Name	Spouse Middle Name	Spouse Last Name
First Child Name	Age	Second Child Name	Age
Third Child Name	Age		

C. Extended Family Information (Add individual rate for each) Number of additonal adult

First Individual Name	Age	Second Individual Name	Age
Third Individual Name	Age	Fourth Individual Name	Age

Payment Method (Select one payment method) (sum of boxes A + C) Total Amount $

☐ Check ☐ Visa ☐ MasterCard

Mail the Registration to:
Chitta Saha
4 Entrance Way
Purdys, NY 10578
914-519-8171
chittasaha1943@gmail.com

Checks payable to : Cultural Association of Bengal
Payable in US dollars only
$35 charge for returned checks

Credit Card Info:
Account Number:__________ ccv:_____ Exp. Date:____/____
Account Holder Name:__________

☐ I agree to pay the above charges. I authorize CAB to charge this amount to my credit card
Authorized Signature: Date:

Terms and Conditions *

1) All children over 4 years must register with parents. 2) Children registering with parents should be 21 years of age or under. 3) Individuals who have registered as students, must show their student badges when checking in at the conference. 4) There will be a $35 charge for Returned Check. 5) Cancellation Policy - Refund Request in writing will be honored till 1st May, 2016 with a 25% administration fee, refunds cannot be processed after 1st May, 2016. 6) Higher rates for "walk-in" Registration. 7) For all registration questions please email to: nabc.reg.indiv@gmail.com

☐ **I, the registrant, do hereby agree to the terms and conditions stated above** *

Signature: Date:

Official Use Only - Confirmation Number: Processed By: Date:

NABC 2016 PARTNER ORGANIZATIONS

Ananda Mandir, NJ · BAP, San Francisco Bay Area · BADV, Newark · Bengali Cultural Society, South Jersey · Bharatiya Kala Kendra · BASC Bengali Association of Southern California · DHROOPAD, INC Washington DC

GSPC Garden State Puja Committee, Jersey City · GSCA, New Jersey · ICC, New Jersey · Kallol, New Jersey · Lipilekha, NY · MRITTIKA INC. · NASKA, Connecticut

NY Kali Mandir · Pragati · RDM, New Jersey · Sanskriti, USA · Sreeshti New Jersey · Udaan, Delaware

Exciting development from the desk of NABC 2016

HOW CAN YOU MISS THIS GRAND SPECTACLE ????
NABC 2016 announced a blockbuster lineup of eminent and emerging artists: Sunidhi Chauhan, Kavita Krishnamurthy, Pt. Birju Maharaj, Pt. Ulhas Kahsalkar, Dr. L. Subramaniam, Ambi Subramaniam, Ernie Watts, Alokananda Roy, Kaushiki, Raghab, Somlata, Supratik, Shreya Guhathakurta, Kartik Das Baul, Deborshee, Sujay Prosad, Purbayan, Sutapa, Dohar Bangla Band, Raya, Ferdous Ara, Laisa Ahmed Lisa, Sukalyan, Indrani Halder, Shuvodeep, SA RE GA MA PA Group, and many more.....

In addition there is a super lineup of Tollywood artists: Abir, Rituparna, Jishu, Shubhoshree, Parambrata, Kaushik Sen, Srabanti, Paoli Dam, Jaya Ehsan, Anindya, Churni, Indrani Halder, Anupam, Somlata, Srijeet Mukherjee, Srijata, Shibaprasad Mukherjee, Kaushik Ganguly, Nandita Roy, Mainak Bhaumik, Suman Ghosh, Srikant Mohta, Rana Sarkar, Firdasul Hasan, Shayam Sunder Dey, Raya Bhattacharya, Gautam Bhattacharya and many more ......
The presence of Binayak Bandyopadhayay, Tilottoma Majumdar, Srijata Bandyopadhayay will grace the literary seminar
To enjoy the fascinating NABC 2016 extravaganza register at: www.nabc2016.com

Business Forum

We are pleased to invite you to the Business Forum of North American Bengali Conference (NABC) 2016 to be held in the Madison Square Garden area on July 2 and July 3, 2016.

The NABC 2016 Business Forum is a platform for the interaction, networking and exchange of information, ideas and resources among the established and aspiring entrepreneurs including the next generation of India and the United States. The Forum will consist of several distinct tracks to bring together the global business leaders, technologists, consumers, academics and experts in various fields from US and India to engage in panel discussions of mutual interests in expanding business opportunities. The Business Forum will indeed be worth your time and attention because

•With an NABC attendee list expected to run into thousands, the Business Forum will present a perfect opportunity for direct selling, expansive relationship building and effective business networking opportunities for prospective entrepreneurs, peers and partners.
•In such a huge congregation, business delegates could be sure to get the lifetime opportunity of meeting corporate bigwigs, showcasing their products and services and interacting with their clients in a very cordial environment.
•By exploring critical industry issues from various perspectives, this forum will equip the delegates with new skills and the latest research information to sustain and enhance the profitability of their individual projects and investments.
•Both the starters as well as the established business organizers will get the expert knowledge of diversifying in India and in USA and/or proactively make use of the combined skills from both countries.

We look forward to making the NABC2016 Business Forum a grand success with your valued participation and involvement.

Stay tuned for more details to follow soon,
Business Forum Team

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

MEMBERSHIP FORM

Name: ______________________________
Spouse's Name: ______________________
Address: ____________________________
City: ______________State: ____ ZIP ______
Phone #: ___________ E-mail: __________

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): $ ____

Signature : ______________________Date: ________

Membership Fee:

[ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
[ ] US$ 250.00 (USA – Life)
[ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
[ ] US$350.00(Canada – Life)

PLEASE CHEK ONE:

NEW MEMBER: [ ]

RENEWAL: [ ]

MAIL TO: RANADEB SARKAR
346 YALE ROAD
GARDEN CITY, NY 11530

নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন্সে (MADISON SQUARE GARDENS) বঙ্গ সম্মেলন ২০১৬

দেখা হবে এই বাংলায়

দলের নাম দেশান্তরী। খেলার নাম দেশ। সর্বজনপ্রিয় মেলার নাম বঙ্গসম্মেলন। এই অভিবাসে কে যে আমাদের খেপিয়ে বেড়ায়। থেকে থেকে বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গণের ডাক শুনতে পাই। অনুসঙ্গের খেলায় পরস্পরকে ডেকে আনি। উনিশশো একাশিতে নিউইয়র্কে যে আনন্দযজ্ঞের সূচনা হয়েছিল, তারই ঐতিহ্য বহন করে আগামী বছরের বঙ্গসংস্কৃতি সংঘের ছত্রিশতম বঙ্গসম্মেলন। আবার দেখা হবে সেই বাংলায়।

আমি বাংলায় গান গাই

বাংলা ভাষা আর সংস্কৃতিকে ভালোবেসে হাজার হাজার বাঙ্গালীর মধ্যে এক বিশ্বব্যাপী অসমীয়তার যোগসূত্র গড়ে তোলার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গলের অনেক পরিকল্পনা, পরিশ্রম আর সুষ্ট পরিচালনায় তিনদিনের জন্য বাঙ্গালীর যেন মাতৃভূমিতে বাস। শুধু বাংলায় কথা বলা। রবীন্দ্র/নজরুল/বাউল/ভাটিয়ালি সুরের মধু অনুরণন।

বাংলা আমার সর্ষে ইলিশ

যেখানে বাঙ্গালী, সেখানে মৎসপুরাণের সমাদর। নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়্যার গার্ডেনে আগামী জুলাই মাসের প্রথম তিনদিন নাচ, গান, নাটক, সিনেমা, সাহিত্য সভার পরে বাঙ্গালীর রসনাতৃপ্তির জন্যে থাকবে বৈষ্ণব আর শাক্ত "পদাবলী"। নিরামিষ আর সর্ষে ইলিশ!

চলো পালটাই

বঙ্গসম্মেলনের কর্মসূচীতে বৈচিত্র্য এনেছে সময় আর সাংস্কৃতিক রুচির চাহিদা অনুযায়ী নতুন পরিকল্পনার সংযোজন। ইদানীং একাধিক রাজ্যের বাঙ্গালী সংগঠন যৌথ দায়িত্বে বঙ্গসম্মেলন করছে। অর্থবল, জনবল যোগ হয়ে প্রচেষ্টায় বাঙ্গালীর এই আন্তর্জাতিক মিলন উৎসব যথার্থ আনন্দমেলার রূপ নিয়েছে।

দেশ-বিরোধী কংগ্রেস আর বামপন্থীদের কি ভোট দেবে দেশের মানুষ?

বিশেষ নিবন্ধ

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

এই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-সিপিএম সরকারিভাবে জোটবদ্ধ হবে কিনা—সে সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে নেবেন এই দুই দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। সিপিএম অবশ্য জোটের বিষয়ে সবুজ সংকেত দিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ বিষয়ে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ না করলেও, ইতিমধ্যে সিপিএম-কংগ্রেস পরস্পরের হাত কিন্তু ধরেই ফেলেছে। হায়দরাবাদ থেকে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়—সর্বত্রই হাত ধরাধরি করে ছুটে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী এবং সীতারাম ইয়েচুরি। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গণতন্ত্র আক্রান্ত' এই অভিযোগ তুলে কলকাতার রাস্তায় হাতে হাত মিলিয়ে পদযাত্রা করেছেন রাজ্যের বাম এবং কংগ্রেস নেতারা। কাছাকাছি এবং পাশাপাশি আসার বার্তা কংগ্রেস এবং সিপিএম দু'পক্ষই দিয়ে রাখছে। প্রশ্ন হল—যতই এরা কাছাকাছি পাশাপাশি আসুক, জোট করুক কি আসন সমঝোতা—মানুষ কেন এদের ভোট দেবে? কোন যুক্তিতে কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের ভোটের ঝুলি ভরে দেবে মানুষ? একটু যুক্তি-তর্ক সহযোগে চিন্তা করলেই বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের মতো দুটি দেশবিরোধী শক্তির জোটকে কোনও অবস্থাতেই কোনও দেশপ্রেমিক মানুষ ভোট দিতে পারে না। এই দুটি শক্তিকে ভোট দেওয়ার অর্থই হল, দেশের ভিতরে ভারত-বিরোধী শক্তিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা।

কেন ভোট দেওয়া উচিত নয় এই দুটি শক্তিকে তা বুঝতে গেলে দেখা দরকার কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা কী রাজনীতি করছে। সম্প্রতি দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের নেতা কানহাইয়া কুমারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর জাতীয় রাজনীতির আসর সরগরম হয়ে উঠেছে। কানহাইয়া কুমারের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা একত্রে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনে নেমেছে। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সহসভাপতি রাহুল গান্ধী এবং সিপিএমের সর্বভারতীয় সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছুটে গিয়েছেন। এই দু'জনের লেজুড় হয়েছে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অতি বাম ছাত্রছাত্রীরা। কংগ্রেস এবং সিপিএম অভিযোগ তুলেছে, কেন্দ্র সরকার ফ্যাসিবাদী আচরণ করছে। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। সরকারের হেন আচরণে 'উগ্র হিন্দুত্ববাদই' নাকি প্রকাশ হয়ে পড়ছে। ইয়েচুরি এবং রাহুল গান্ধী তো এই ঘটনার পর নরেন্দ্র মোদির ভিতর অ্যাডলফ হিটলারের ছায়াও দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু রাহুল এবং ইয়েচুরির এই 'হিন্দু মৌলবাদের' ভূত দর্শন কতটা সঠিক? কতটা যুক্তিযুক্ত?

তাহলে দেখতে হয়, কানহাইয়া কুমারকে কেন গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ? জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের ধুয়ো তুলে এই কানহাইয়া কুমার এবং তার অতি বামপন্থী সঙ্গীসাথীরা কী রাজনীতি করেছিল? কানহাইয়া কুমার এবং তার সঙ্গীসাথীরা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী পাক-মদতপুষ্ট জঙ্গি নেতা আফজল গুরুর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিল। 'আফজল গুরু অমর রহে' এই পোস্টার সেঁটেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বরে আন্দোলন করেছিল। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'—এই ধ্বনিও তারা দিয়েছিল। যে কেউ-ই বুঝতে পারবেন—কানহাইয়া কুমার এবং তার সঙ্গীসাথীদের এই রাজনীতি আর যাই হোক সাধারণ ছাত্র রাজনীতি নয়। ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র সংস্রবও নেই। এটি সম্পূর্ণই একটি দেশবিরোধী কার্যকলাপ। দেশের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে বিনষ্ট করার একটি ষড়যন্ত্র মাত্র।

> সিপিএম এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সর্বত্র 'হিন্দু মৌলবাদে'র ভূত দেখে বেড়াচ্ছেন। সর্বত্র 'অসহিষ্ণুতা'র গন্ধ পাচ্ছেন। কিন্তু কই—এই মুসলিম ধর্মগুরুদের হুংকারের বিরুদ্ধে একটা কথাও বললেন না তো। বললেন না তো যে, পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতা কার হাতে থাকবে সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঠিক করবে। কোনও পীর, মৌলবী বা ইমাম ঠিক করে দেবেন না। বললেন না এই কারণেই যে, ভোটের স্বার্থে কংগ্রেসি এবং বামপন্থী নেতাদের এই পীর, মৌলনা, ইমামদের শরণাপন্ন হতে হয়।

কানহাইয়া কুমার এবং তার সঙ্গীসাথীরা যা করেছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঠিক তেমনই পাশ্চাত্যের কোনও উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যদি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দেশবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে কী করবে ওই দেশগুলির প্রশাসনযন্ত্র? না ভেবেই নির্দ্বিধায় বলা যায় দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে সেই ছাত্রদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থাই নেবে প্রশাসন যন্ত্র। সেখানে 'গণতান্ত্রিক অধিকার—মতপ্রকাশের স্বাধীনতা' ইত্যাদি ওজর আপত্তি খাটবে না। খাটেও না। কানহাইয়া কুমার এবং তার সঙ্গীসাথীরা 'আজাদ কাশ্মীরে'র স্লোগান তুলে যে দেশটির হাত শক্ত করছিল—সেই পাকিস্তানের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যদি ভারতের পক্ষে কথা বলত—তাহলে কী করত পাক প্রশাসন? অবশ্যই তাদের জামাই আদরে রাখত না। ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলিকে ভালোবাসার অপরাধে এক যুবককে পাকিস্তানে কি শাস্তি পেতে হয়েছে—সে তো সবারই জানা।

সীতারাম ইয়েচুরি এবং রাহুল গান্ধীর বোঝা উচিত 'গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'র অর্থ দেশবিরোধী কার্যকলাপে ছাড় পাওয়া নয়। দেশবিরোধী কার্যকলাপে যদি কেউ লিপ্ত থাকে, কারও আচরণ যদি দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি ক্ষতিকারক হয়—তাহলে প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতেই পারে। তাই করা উচিত এবং কানহাইয়া কুমারের ক্ষেত্রে সেই প্রয়োজনীয় কাজটিই করেছে দিল্লি পুলিশ। রাহুল এবং সীতারাম কি মনে করেন না, আফজল গুরুর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিল, যারা 'আজাদ কাশ্মীরে'র দাবিতে পোস্টার সেঁটেছিল—তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ইসলামিক জঙ্গি মৌলবাদীরাই উৎসাহিত বোধ করত। রাহুল গান্ধী-সীতারাম ইয়েচুরিরা কি মনে করেন কানহাইয়া কুমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সরকার যদি হাত ধুয়ে বসে থাকত এবং ইসলামিক মৌলবাদীরা আরও আশকারা পেত—তাহলে সেটাই যথাযথ হত? এতদিন পরে কেন্দ্রে একটি সরকার দেশবিরোধী এইসব কার্যকলাপ দমন করতে কতগুলি কড়া পদক্ষেপ করছে—তাতেই কি গাত্রদাহ হল রাহুল-সীতারামদের?

শুধু জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কানহাইয়া কুমারের ঘটনাটি নয়। অতি সম্প্রতি হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রহিত ভেমুলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করেও সীতারাম এবং রাহুল একই রাজনীতি করেছেন। রহিত ভেমুলার মৃত্যুকে তাঁরা জাতপাতের রাজনীতিতে পরিণত করার চেষ্টা চালালেও, সত্যটি আড়াল করতে পারেননি। কানহাইয়া কুমারের মতো রহিত ভেমুলাও যে রাজনীতিটি করতেন, সেটি স্বচ্ছ রাজনীতি ছিল না। কানহাইয়া কুমার যেমন আফজল গুরুর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ, তেমনই হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রহিত ভেমুলা মুম্বই হামলার অন্যতম পান্ডা ইয়াকুব মেমনের সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সমাবেশ করেছিলেন। 'একজন ইয়াকুব মারা গেলেও, লক্ষ লক্ষ ইয়াকুব জন্ম নেবে'—এমনই পোস্টার দিয়েছিলেন রহিত এবং তাঁর সঙ্গীরা। রহিত থেকে কানহাইয়া কুমার—বারবার দেশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িতদের পাশে দাঁড়িয়ে কী রাজনীতি করতে চাইছেন রাহুল গান্ধী-ইয়েচুরিরা? দেশ রক্ষা করতে গিয়ে সীমান্তে যে জওয়ানরা শহিদ হন—তাঁদের জন্য রাহুল, সীতারামদের তো দু ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে দেখা যায় না। এঁদের চোখের জল কি তোলা থাকে আফজল গুরু-ইয়াকুব মেমনদের সমর্থকদের জন্য?

সম্প্রতি কলকাতার রাস্তায় জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের সমর্থনে হাত ধরাধরি করে মিছিল করেছেন সিপিএম এব কংগ্রেস নেতারা। কংগ্রেস-সিপিএমের এই যৌথ মিছিলের কিছুদিন আগে কলকাতাতেই অনশনরত মাদ্রাসা শিক্ষকদের অবস্থানে ভাষণ দিতে গিয়ে মুসলিম নেতারা গরমাগরম কথা বলেছেন। ফুরফুরা শরিফের পীর ত্বহা সিদ্দিকি বলেছেন—'৩৪ বছরের বাম শাসনকে আমরা যেমন উলটে দিয়েছিলাম, তেমনই আমাদের দাবি না মানলে আমরাও দেখিয়ে দেব কি করতে পারি।'

ইমাম কারি ফজলুর রহমান বলেছেন, 'আমরা ২৭ শতাংশ। এই ২৭ শতাংশ ঠিক করবে কে সরকার করবে।' দেশবিভাগের সময় পশ্চিমবাংলার জন্মই হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি হিন্দুর স্বীকৃত আবাসভূমি হিসাবে। মুক্তচিন্তার স্থান হিসাবেই পশ্চিমবঙ্গকে মেনে এসেছিল সবাই। সেই পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন পীর, মৌলবি, ইমামরা। কোথায়, কোনও হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন বা বৌদ্ধধর্মগুরু তো একবারও দাবি করছেন না পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতা কার হাতে যাবে—তা তাঁরাই ঠিক করবেন। সিপিএম এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সর্বত্র 'হিন্দু মৌলবাদে'র ভূত দেখে বেড়াচ্ছেন। সর্বত্র 'অসহিষ্ণুতা'র গন্ধ পাচ্ছেন। কিন্তু কই—এই মুসলিম ধর্মগুরুদের হুংকারের বিরুদ্ধে একটা কথাও বললেন না তো। বললেন না তো যে, পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতা কার হাতে থাকবে সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঠিক করবে। কোনও পীর, মৌলবী বা ইমাম ঠিক করে দেবেন না। বললেন না এই কারণেই যে, ভোটের স্বার্থে কংগ্রেসি এবং বামপন্থী নেতাদের এই পীর, মৌলনা, ইমামদের শরণাপন্ন হতে হয়।

সীতারাম ইয়েচুরি বলছেন তাঁরা দেশপ্রেমের পাঠ অন্য কারও কাছ থেকে নেবেন না। শ্রীযুক্ত ইয়েচুরিকে সবিনয়ে জানিয়ে—প্রয়োজনে দেশপ্রেমের পাঠ দেশের মানুষের কাছ থেকে নিতে হবে বই কি তাঁদের। ইয়েচুরি সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, তাঁরাই একসময় সুভাষচন্দ্র বসুকে 'তোজোর কুকুর' আখ্যা দিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরাই পাকিস্তান প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়।' ১৯৬২-র চীন-ভারত যুদ্ধে তাঁরাই চীনের স্বার্থে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁরাই এখন ইয়াকুব মেমন-আফজল গুরুর সমর্থকদের হয়ে ময়দানে রাজনীতি করতে নেমেছেন। কাজেই দেশপ্রেমের পাঠ ইয়েচুরি সাহেবদের নিতে হবে বই কি।

কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধী কেন্দ্রে আসীন সরকারের কাজকর্মের ভিতর স্বৈরতন্ত্রের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। রাহুল গান্ধীকেও সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হওয়ার পরও দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা জারি করে কংগ্রেস ক্ষমতা আঁকড়ে রেখে ছিল। ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর দিল্লিতে নির্মম শিখ নিধন চালিয়েছিল কংগ্রেসই। ভারতের রাজনীতিতে যে পরিবারটি পরিবারতন্ত্র কায়েম করেছে সর্বপ্রথম—সেই পরিবারেরই ফসল রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধী এবং সীতারাম ইয়েচুরিকে আরও দুটি তথ্য সবিনয়ে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। ভারত-চীন যুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ভারতীয় সেনাদের সেবা-শুশ্রূষা কার্যে একটি সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকায় অতীব প্রীত হয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাদের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই সংগঠনের সদস্যদের হাতেই দিল্লি শহরের যানবাহন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সঁপেছিলেন। কারণ, শাস্ত্রীর মনে হয়েছিল এই সংগঠনের সদস্যদের দেশপ্রেম এবং কর্তব্যনিষ্ঠা দেশের সংকটকালে কাজে লাগবে। এই সংগঠনটির নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। রাহুল গান্ধী এবং ইয়েচুরিকে আরও একটি তথ্য জানিয়ে দেওয়া দরকার, সেই পঞ্চাশের দশকেই সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে জানিয়ে দিয়েছিল—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর হত্যার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কোনও যোগই ছিল না। তদুপরি, ইয়েচুরি সাহেব এটাও নিশ্চয়ই স্বীকার করেন, জরুরি অবস্থার সময় জ্যোতি বসুর মতো সিপিএম নেতারা যখন গোপনে ইন্দিরা দর্শনে গিয়েছিলেন, তখন জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের শরিক হয়ে এই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কর্মীরা কারাগারে বন্দি ছিলেন।

কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা জোটবদ্ধ হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। সে তাঁরা দেখতে পারেন। হয়তো তাঁরা জোটবদ্ধ হবেনও। ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকাটা এই দুপক্ষেরই না-পসন্দ। অতএব শত্রুর শত্রু আমার মিত্র এই তত্ত্বে ভর করে এই দুই বিপরীত শক্তি এখন হাত মেলাতে চাইছেন। কিন্তু এই কংগ্রেসি আর বামপন্থীদের দেশের মানুষ কি সমর্থন জানাবে? ভোট দেবে? যাঁরা আফজল গুরু, ইয়াকুব মেমনের সমর্থকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান, তাদের হয়ে সওয়াল করেন—তাঁরাও কি দেশবিরোধী নন? সেই তাঁদের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনলে দেশ কি সুরক্ষিত হবে? নাকি, এঁদের সমর্থন জানালে পরোক্ষে লাভবান হবে সেই শক্তি—যে ভারতকে আর একবার দ্বিখণ্ডিত করতে চায়।

দেশের মানুষ নিশ্চয়ই একবার ভেবে দেখবে কংগ্রেস আর বামপন্থীদের সমর্থন করা আদৌ যুক্তিযুক্ত হবে কি না।

সৌজন্যে—বর্তমান

কার মানবাধিকার ? নৃশংস ধর্ষকের ?

শাশ্বতী ঘোষ

কামদুনির সমস্ত মেয়েকে নিশ্চিন্ত করতে পারে, এমন ব্যবস্থা চাই। সেটাই প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব। চাই এমন হিম্মত, যার কল্যাণে ধর্ষকদের সহায়করা আর মাথা উঁচু করে ফুটবল খেলতে না পারে।

কামদুনির ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও নৃশংস হত্যার শাস্তি হল তিন জনের ফাঁসি, দু'জন বেকসুর খালাস। কামদুনির মানুষ, বিশেষত মেয়েরা খুশি, কিন্তু নিশ্চিন্ত নন আদৌ। নিশিন্ত নই আমরাও, যারা নিহত ছাত্রীর জন্য সুবিচার চেয়ে সরব ছিলাম। এই ছাত্রী কামদুনি গ্রাম থেকে প্রথম স্নাতক স্তর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। নিহত ছাত্রীটি সুবিচার পেলেন, কিন্তু কামদুনির মেয়েরা কি ন্যায্য বিচার পেলেন? এই রায় কি নিশ্চিন্ত করেছে আরও অনেক মেয়েকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়াশোনা শেষ করতে, কাজ করতে, সব কিছুর সঙ্গে জীবনের আনন্দস্ফূর্তিতেও সমান তালে যোগ দিতে? না, করেনি। প্রত্যাঘাতের ভয়ে মেয়েরা সন্ত্রস্ত — এ কি সুশাসনের পরিচায়ক? সেখানে মেয়েদের স্কুলের পরে পড়তে পাঠানো হচ্ছে না, অনেক মেয়েকেই তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারা জানছে না আনন্দের কন্যাকাল। অনেক পরিবার বাকিদের না জানিয়ে নিজের জমিবাড়িটুকু বেচে দিয়ে চলে যাচ্ছেন, যাঁরা পড়ে থাকছেন তাঁরা আরও আরও একা হয়ে যাচ্ছেন, মাথা উঁচু করে মাটি আঁকড়ে থাকার ক্ষমতা কোথায় পাবেন?

ওই গ্রামের মানুষরা তাঁদের ভয়, আশঙ্কা উচ্চকণ্ঠেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোনও প্রশাসন, কোনও রাজনৈতিক দল বলেনি যে তারা তাঁদের নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করবে। টুম্পা-মৌসুমীদের গিয়ে পুলিশ ক্যাম্পটিকে স্থায়ী করার দাবি কেন জানাতে হয়েছে? কেন এখনও পঞ্চায়েতের মাথারা, সভাধিপতি থেকে শুরু করে প্রধান, সব সদস্যরা এসে ওই গ্রামে সভা করে হোক, বাড়ি বাড়ি গিয়ে হোক, জানাতে পারছেন না যে, তাঁরা এ বার থেকে নিয়মিত নজর রাখবেন যাতে কোনও প্রত্যাঘাত না আসে? বুক বাজিয়ে সেই কথাটা কেন কেউ গ্রামের মেয়েদের বলছেন না? কেন আসছেন না রাজনৈতিক দলের, বিশেষ করে শাসক দলের নেতারা? এক জনশ্রুতি ছিল যে, কোনও এক জনপ্রতিনিধি নাকি ঘোষণা করেছেন, নির্বাচনের আগে দুটোকে ফাঁসিতে ঝোলাবেনই। মামলার রায়দানের সময়টা তাৎপর্যপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, কামদুনির মেয়েদের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িয়ে শুধু কামদুনির নয়, রাজ্যের মেয়েদের ভবিষ্যৎ। সেটা নির্বাচনী তরণী বানিয়ে তার পর তাঁদের ভুলে যাবেন না যেন।

একটু কামদুনির ভূগোলটা মনে করি। বারাসতের রিঙ্কুর মতো রাত এগারোটায় স্টেশনে আনতে সাইকেলে চেপে যাওয়ার মতো ঘটনার থেকেও কামদুনির ছাত্রীটির ঘটনা আরও ভয়াবহ, কারণ এটি এমন একটি জায়গা, যেখানে একটি মেয়ের দুপুর আড়াইটেতেই পড়ে ফিরতে গেলে কোনও পুরুষ দেহরক্ষী লাগে, ভাই-কাকা-দাদা-বাবা। এটা পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় নিয়মিত ঘটনা, উত্তর ২৪ পরগনাও নিয়মের বাইরে নয়। এই কলেজ ছাত্রীর চলাফেরায় নিশ্চয়ই নিয়মিত নজর রেখেছিল তাঁর ধর্ষকরা — কখন যায়, কখন ফেরে, কখন সুরক্ষিত, কখন অরক্ষিত। তাই এক বৃষ্টির দিনে তাঁর ভাই সাইকেল নিয়ে আসতে একটু দেরি করেছে, বৃষ্টিতে ভাই আসছে না ভেবে হাঁটতে শুরু করেছেন, ঠিক তখনই তাঁকে সহজ শিকারে পরিণত করল ধর্ষকরা। একটি গ্রামের মেয়ে মরে গিয়ে অন্য গ্রামের পুরুষদের 'ফাঁসিয়ে' দিচ্ছেন, এই ঘটনা তো তা নয়। তা হলে ধর্ষকদের পরিবারের প্রতি জনপ্রতিনিধিদের এত মমতা কেন? কী কারণে?

একটা কথা বলা দরকার। কামদুনির ঘটনা হল একমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে ধর্ষকদের পরিবার-পরিজন মঞ্চ তৈরি করতে পেরেছেন, পুলিশি প্রহরায় নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্মারক লিপি তুলে দিতে পেরেছেন। পুরো বিচারপর্বে তাঁদের কথাবার্তাই শোনা গেছে, তাঁরা বারাসত কোর্ট থেকে মামলা সরানোর আবেদন করেছেন, এই রায় না দেওয়া পর্যন্ত বিচারক সঞ্চিতা সরকারের বদলি আটকেছেন, এমনকী রায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে হবে না কি মুক্ত আদালতে তা নিয়েও তাঁদের আবেদনের কথাই শোনা গেছে, নিহত ছাত্রীর পরিবারের কোনও কথা আমরা এই পর্বে শুনিনি, শুধু একটু অনুষ্ঠানে এক অভিযুক্তের ভাইকে মঞ্চে দেখে উম্মার মঞ্চ ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনাটি ছাড়া। কোন কোন ধর্ষকপ্রেমী মানুষের জন্য ধর্ষকদের এই মঞ্চ এত জোর পাচ্ছে? এমনকী সাম্প্রতিক অতীতে গণধর্ষণের অভিযোগের অন্যতম সাড়াজাগানো ঘটনা লাভপুরের সালিশি থেকে আদিবাসী তরুণীর নিগ্রহের ঘটনাতেও আদৌ ধর্ষণ হয়েছিল, না কি অভিযুক্ত তেরো জনকে 'ফাঁসিয়ে' দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও অবিস্মরণীয় দ্রুততায় বিচার শেষ করে প্রত্যেককে কুড়ি বছর করে কারাদণ্ড দেওয়ার আগে-পরেও কোনও অনুরূপ মঞ্চ তৈরি হয়নি। কামদুনির ধর্ষকদের পরিবারের এই মঞ্চ এবং তাকে শাসক দলের সহায়তার নানা নজিরও কামদুনির মানুষদের, অসমসাহসী, টুম্পা-মৌসুমী, তাঁদের পরিবার আর পরিজনদের আশঙ্কাকে মুছে দিতে পারছে না।

তত্ত্ব যা-ই বলুক না কেন, অভিজ্ঞতা বলে, মানবাধিকার কর্মীরা রাষ্ট্রের কোনও না কোনও স্তম্ভের পুলিশ হোক বা সেনাবাহিনী, তাদের করা কুকর্মগুলিকেই শুধু গুরুত্ব দেন, নিগৃহীতদের স্বার্থকে গৌণ করে দেখেন, সাক্ষীদের, নিগৃহীতদের পরিবার-পরিজনের সুরক্ষা, এ সবের জন্যে মৌখিক দাবির বাইরে কোনও বাস্তব লড়াই গড়ে তুলতে দেখা যায় না। যে ধর্ষক এক সহনাগরিককে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করল এবং শুধু তা নয়, একটি পুরো অঞ্চলকে, আগামী বহু প্রজন্মকে সন্ত্রস্ত করে দিল, তাদের মানবাধিকারের কথা আমরা ভাবব কি? এই মানবাধিকার হরণ কোনও রাষ্ট্র করেনি, করেছে কিছু অন্য নাগরিক। প্রশাসনের কোনও না কোনও মদতে তারা বলীয়ান, তাদের মানবাধিকার সুরক্ষার নামে কোনও উচ্চারণ তাই শুধু অন্যায় নয়, আরও বহু মানুষের মানবাধিকার হরণ। কামদুনির ধর্ষণ কোনও বিকৃত কামের প্রয়োগ নয়, এটি কামদুনি গ্রামের সমস্ত মানুষকে জানানো যে, আমাদের ক্ষমতাই শেষ কথা। ধর্ষকদের আত্মীয়দের নিয়ে শাসক দলের সমর্থনে একটি মঞ্চ গড়া বিরলের থেকেও বিরল ঘটনা। এই ভয়ঙ্কর বৃত্ত — যা আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করতে উদ্যত, এখনই কঠোর শাসনে বাধা দেওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিমি মানবাধিকারের উত্তরাধিকার আমাদের ক্রমশ এক বিমূর্ত মানবাধিকারের ভাবনায় দাঁড় করিয়েছে। এতে সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ একদল শিক্ষিত সচ্ছল শহুরে মানুষ, যাঁদের জীবনযাপনে কোনও বিপন্নতা নেই। তাঁরা রাষ্ট্র নামক এক বিমূর্ত ধারণার সঙ্গে লড়াই করে ধার করা বিপন্নতার আঁচে তাঁদের বৌদ্ধিক চেতনা উষ্ণ রাখেন। সবার জন্য সমান মানবাধিকারের উপহারের এই পরম্পরায় জার্মানির কোলন সহ অন্যান্য স্থানে ২০১৬ সালের নববর্ষের রাতে দেড় হাজারের বেশি যৌননিগ্রহের অভিযোগ সামনে এসেছে। তাঁরা নতুন করে ভাবছেন, আমরাও ভাবি। কামদুনির মেয়েদের স্বস্তি দেবে এমন বিচার চাই, এমন প্রশাসন চাই। চাই এমন হিম্মত যার কল্যাণে কামদুনির ধর্ষকদের সহায়করা আর মাথা উঁচু করে ফুটবল খেলতে না পারে।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা

ধর্ষণ-খুনের বিচার পেতেও কি তবে রাজনীতিই ভরসা

রাজেন্দ্রনাথ বাগ

ঠিক যেন আর একটা কামদুনি। ধর্ষণের পর মেরে কাঁঠাল গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল মেয়েটির লাশ। ধর্ষণের সময়ের পৈশাচিকতা আড়াল করতে তারস্বরে বাজনার ব্যবস্থা করেছিল অপরাধীরা। ২০১৩-র ২২ নভেম্বরের ঘটনা। কামদুনিতে অপরাধীদের তৃণমূল-সংস্রব নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। আর নদিয়ার তেহেরপুর-বারাসতের এ ঘটনায় মূল অভিযুক্ত খোদ তৃণমূলের এক জনপ্রতিনিধি। স্থানীয় পঞ্চায়েতের কর্তা। সঙ্গী তার কয়েক জন ঘনিষ্ঠ ও আত্মীয়। মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে পুলিশ এহেন মারাত্মক ঘটনায় অভিযোগই নেয়নি! আদালতে মামলার পরে বিচারকের নির্দেশে তদন্ত শুরু করলেও মূল অভিযুক্তদের বাদ দিয়েই অন্য কয়েক জনের নামে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ। বিস্তর সময় নষ্টের ফলে ধর্ষণের জরুরি মেডিক্যাল পরীক্ষাও সম্ভব হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েও 'ব্যবস্থা নেওয়া হবে'র শুকনো আশ্বাসের বাইরে কিছুই মেলেনি।

কামদুনি নিয়ে আলোড়নের আড়ালেই থেকে গিয়েছে তাহেরপুর। রাজনীতির শোরগোল ছাড়া কি বিচার অধরাই থাকবে?

নদিয়া জেলারই কৃষ্ণনগরের ঘটনা। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন তরুণী। কিন্তু বিয়ে করতে বেঁকে বসে যুবকটি। মেয়েটি তখন গর্ভে ধারণ করে আছে সাত মাসের ভ্রূণ। লোকলজ্জার দ্বিধা কাটিয়ে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। ইতিমধ্যে সন্তানের জন্ম দেন তরুণী। এখন বাপের বাড়িতেই সন্তান-সহ বাস। কিন্তু কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও ডিএনএ পরীক্ষা হয়নি শিশুটির। ফলে মামলাও বিশ বাঁও জলে। বিচার পাননি তরুণী। পিতৃপরিচয়ে প্রশ্নচিহ্ন নিয়েই বড় হচ্ছে শিশুটি। সমাজের রক্ষণশীল অংশের কাছে উল্টে বার বার লাঞ্ছনার শিকার হতে হচ্ছে মেয়েটির পরিবারকেই।

নাকাশিপাড়া থানার পাটিকেবাড়ি এলাকায় ন'বছরের নাবালিকাকে বাহান্ন বছরের প্রৌঢ় তিন-তিন বার ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। কিন্তু প্রতিপত্তি থাকা সেই প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে পদে পদে বাধা। হুমকি। পুলিশ প্রশাসনের অজানা নয় কিছুই। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ রুজু করে তদন্ত শুরু, জরুরি মেডিক্যাল পরীক্ষার কোনও উদ্যোগই নেই।

পণ্যসংস্কৃতির প্রসারে শুধু শহর-শহরতলিতে নয়, গ্রাম-মফস্সলেও ধর্ষণ ক্রমবর্ধমান। সংবাদমাধ্যমে যতটুকু আসে, পুলিশে নথিভুক্ত কেস তার চেয়ে ঢের বেশিই। তারও পরে রয়ে যায় অগুনতি অ-নথিভুক্ত ঘটনা। রাজনৈতিক স্তরে শোরগোল না পড়লে নথিভুক্ত অপরাধেও মামলা বিশেষ এগোয় না। বা এগোলেও রয়ে যায় বিস্তর ফাঁকফোকর। যে পথে দিব্যি খালাস পেয়ে যায় অপরাধী। তদন্তে এবং আদালতের দীর্ঘসূত্রতায় ক্লান্ত হতাশ হয়ে বিচার না পাওয়াটাকে অনেক ভুক্তভোগীও অনেক সময়ে 'ভবিতব্য' ধরে নিতে বাধ্য হন। বুকের গভীরে রয়ে যায় ক্ষত।

হুমকি-হুঁশিয়ারি সামলে থানা-কোর্টে যাওয়ার সাধ্যই বা ক'জনের! সাহস করে যদি বা এগোলেন, 'সিস্টেমে' অনভ্যস্ত সাধারণ মানুষ বুঝতেও পারেন না, প্রতিপক্ষের চালে কীভাবে প্রতারিত হচ্ছেন প্রতি পদে। সদিচ্ছা যদি বা থাকে, পুলিশকেও প্রতি মুহূর্তে হোঁচট খেতে হয় সমস্যার দীর্ঘ সরণিতে। রাজ্য পুলিশে পরিকাঠামোর ঘাটতি, অপ্রতুল কর্মী সংখ্যার বাধা তো রয়েছেই। ধর্ষণের ঘটনায় যেখানে মেডিক্যাল ও ফরেন্সিক পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম, যথা সময়ে সে-সব পরীক্ষার সুযোগই হয় না বহু সময়ে। রাজ্যে ফরেন্সিক ল্যাব সবেধন একটিই। পরীক্ষার ফল জানতেই পেরিয়ে যায় ন্যূনতম তিন থেকে পাঁচ বছর। দেরিতে পরীক্ষায় নমুনার বিকৃতি অবধারিত হয়ে ওঠে। থানা স্তরে নমুনা সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণেরও দারুণ অভাব। ফলে 'প্রমাণাভাবে' খালাস পায় অপরাধী।

ঘাটালের একটি ঘটনায় হাইকোর্ট অতি সম্প্রতি নাবালিকা ধর্ষণে মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত অভিযুক্তকেও এমনকি খালাস করে দিয়েছে অত্যন্ত জরুরি কিছু পরীক্ষা এবং রিপোর্টের ঘাটতিতেই। সংশয়ের সুযোগ রেখে যদি চার্জশিট পেশ হয়, অভিযুক্তের 'বেনিফিট অফ ডাউট' পাওয়াটাই হয়ে ওঠে অন্তিম ফল। কামদুনির প্রথম চার্জশিটে বিস্তর ফাঁক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন বারাসত আদালতের বিচারক। তোপের মুখে পড়েছিল পুলিশ। ভুল সামলে সিআইডি-র এক অফিসারকে দিয়ে দ্বিতীয় দফার তদন্ত ও চার্জশিটে অবশেষে মুখরক্ষা। বহু মামলাতেই এই সুযোগ ঘটে না। কাটোয়ায় যেমন। বিচার পান না বহু অপরাজিতাই।

আবার, ধর্ষণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়েও হাওয়ায় মিলিয়েছে, তেমন উদাহরণও কম নয়। চম্পলা সর্দারের ঘটনাই যেমন। বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। বিচারে অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস হয়ে গেলে আর কোনও তরঙ্গই ওঠেনি। বা সেই মূক-বধির মেয়েটি, যাকে নিয়ে সুবিচার চাইতে গিয়ে মহাকরণের মধ্যে পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন স্বয়ং মমতা? রাধারানি আড়িও কি বিচার পেলেন? নন্দীগ্রামের সেই নারী পরিবর্তনের পরও সেই তিমিরেই!

—সৌজন্যে এই সময়

সাম্প্রদায়িকতা নয়, বিশ্বকে ভারত শিখিয়েছে সহিষ্ণুতা, মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

অসহিষ্ণুতা বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বললেন ভারত বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতা দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা নয়। আধ্যাত্মিকতা এমন একটি বিষয় যা সমস্ত সমস্যার সমাধান

করতে পারে। নিজের কথার স্বপক্ষে তিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালামের বক্তব্যও পেশ করেছেন। দেশের উত্তরাধিকারের পেছনে সাধুসন্ন্যাসী ও ধর্মীয় নেতাদের অবদানের জন্য তাদের প্রশংসা করেছেন তিনি। তারপরে মোদি দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন বিশ্ববাসী ভারতের মানুষকে ঠিকমতো বুঝতে পারেননি। তিনি বলেছেন — ভারত এমন একটি দেশ যারা কখনো বিশ্বকে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করে রাখতে চায়নি। সম্ভবত ভারতের মানুষকে বুঝতে বিশ্ববাসীর ভুল হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুম্বইতে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এই সব কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আমাদের ঋষি মুনিদের সবচেয়ে বড় অবদান হল আধ্যাত্মিকতা, সম্প্রদায় বা সাম্প্রদায়িকতা নয়। তিনি বলেছেন কখনো কখনো সাম্প্রদায়িকতা থেকে সমস্যা হয় কিন্তু আধ্যাত্মিকতা সব সমস্যার সমাধান করে দেয়। দেশে যখন অসহিষ্ণুতা নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে এবং অভিযোগ উঠছে যে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে সেই সময় মোদির এই সব কথা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যুগে যুগে ভারতের সাধু সন্ন্যাসী ও ধর্মীয় নেতারা আধ্যাত্মিকতার প্রসার ঘটিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতা বিশ্বের জন্য এক আশীর্বাদ। আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. আব্দুল কালাম এই উত্তরাধিকারে বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন আধ্যাত্মিকতা দ্বারা মানব জাতির সমস্যার সমাধান করা যায়। জৈন আচার্য রত্নসুন্দর সুরীশ্বরজী মহারাজের লেখা মারু ভারত সারু ভারত বইটি প্রকাশিত হয় এই দিন। তিনি এই সাধুকে একজন বিরাট বড় সমাজ সংস্কারক ও আধ্যাত্মিক নেতা বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন আচার্য নিজের বইগুলির মাধ্যমে বিশ্বের সব বস্তু ও ধ্যানধারণা সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। মোদি বলেছেন — জাতীয় ধর্মের স্থান সব ধর্মের উপরে এবং গুরুজি তাঁর লেখালিখির মাধ্যমে জাতীয় ধর্মের শিখাটি জ্বালিয়ে দিয়েছেন যা আমাদের দেশের মহান ঐতিহ্য। মাই ইন্ডিয়া, নোবেল ইন্ডিয়া নামে বইটি ইংরিজি, হিন্দি, গুজরাতি ও মারাঠি চার ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। দশ দিনের একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তির দিনে মুম্বই-এর সিওন চুনাভাট্টি অঞ্চলের সোমাইয়া প্রাঙ্গনে সাহিত্য সংকার সমারোহতে বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

—সৌজন্যে দৈনিক স্টেটসম্যান

গত বছর শুধু অসমেই ধরা পড়েছে ১ হাজার ৪৪৯ জঙ্গি, জানালেন রাজ্যপাল

রাজশাহী থেকে গ্রেপ্তার ৩, জেরা করে বাংলাদেশে বিপুল জঙ্গি অস্ত্রভাণ্ডারের সন্ধান পেল 'র‍্যাব'

কলকাতা ও গুয়াহাটি (পিটিআই): লাগোয়া বাংলাদেশের শেরপুর জেলায় ললিতাবাড়ির মধুটিলায় পাহাড়ের তলায় বিপুল অস্ত্রভাণ্ডারের সন্ধান পেল বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। একইদিনে ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্সির কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী রাজশাহী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩ জঙ্গিকে। এরা প্রত্যেকেই ভারতে নানা ধরনের জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বলে জানানো হয়েছে 'র‍্যাব'-এর সূত্রে।

তাদের জেরা করে যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, তা রীতিমতো অবাক করে দিয়েছে বাংলাদেশ প্রশাসনকে। জানা গিয়েছে, ওই পরিমাণ অস্ত্র দিয়ে ছোটখাটো যুদ্ধ চালানো যেতে পারে।

কী কী পাওয়া গিয়েছে তল্লাশিতে? সোমবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে মিলেছে ২টি সাব মেশিনগান, একটি একে ৪৭ রাইফেল, দুটি সাব মেশিনগানের ব্যারেল, ৭.৬২ এমএম পিস্তল, ২২ হাজার রাউন্ড সাব মেশিনগানের গুলি, ১৭ হাজার রাউন্ড লাইট মেশিনগানের গুলি, মেশিনগানের ম্যাগাজিন ৩৭টি, বিমানবিধ্বংসী কামানের ক্ষেপণাস্ত্র ২ হাজারটি, ৬টি ওয়াকিটকি, কামান ও মেশিনগান সাফ করার যন্ত্র ৮টি।

এই সব অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র চীনে তৈরি বলে জানা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে এইসব সরঞ্জাম আলফা ও এনডিএফবি(এস) জঙ্গিগোষ্ঠী মূলত ব্যবহার করার জন্য জড়ো করেছিল। ২০০০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত শেরপুরে ভারতীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর কম করে ৩০টি শিবির ধ্বংস করেছে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। একইসঙ্গে উদ্ধার করেছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। গোলাবারুদ।

এদিকে এদিনই অসমের রাজ্যপাল জানিয়েছেন, গত এক বছরের মধ্যে শুধু অসমেই নানা জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অভিযোগ ধরা পড়েছে ১ হাজার ৪৫০ জনকে। এদিন বিধানসভায় এ খবর জানান রাজ্যপাল পদ্মনাভ বালাকৃষ্ণ আচার্য। বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনে তিনি বলেন, বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অভিযোগে গত বছরে মোট ১ হাজার ৪৪৯ জনকে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সংঘর্ষে সন্দেহভাজন জঙ্গি মারা গিয়েছে ৫৮ জন। প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন সাধারণ মানুষ। এছাড়া উদ্ধার হয়েছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র।

রাজ্যপালের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী অসম থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫৭৭টি নানা ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্র, ১৫ হাজার ৫১৫ রাউন্ড গুলি, ৫৮টি দূরনিয়ন্ত্রিত বোমা, ৩০৭টি গ্রেনেড, ১৪৪ কোটি বিস্ফোরক, ২ হাজার ৯৭৯টি ডিটোনেটর এবং ২৯ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫১০ টাকা। তিনি আরও জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে জেএমবির একটি মডিউল চিহ্নিত করা হয়েছে। ধরা হয়েছে মোট ৩০ জনকে। উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু বোমা।

—সৌজন্যে বর্তমান

কিঞ্জল

বাচ্চাদের বইতে দেবাশীষ দেব না থাকলে মানায় না।' লিখেছেন নবনীতা দেবসেন। স্বয়ং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মুখ খুলেছেন তাঁর ছোটদের লেখার সঙ্গে দেবাশীষ দেবের ছবির তিন দশকের যুগলবন্দি নিয়ে। চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কিঞ্জল' পত্রিকার এ বারের সংখ্যা শিল্পী দেবাশিষ দেবকে নিয়েই। শিল্পীর নিজের বয়ানে ফুটে উঠেছে তাঁর অর্ধশতকের চিত্র চর্চার বর্ণময় আখ্যান, তার নানা পর্ব। খোলামেলা কথা বলতে ভালবাসেন দেবাশীষ, সূচনা পর্বে তাঁর উপর পূর্বসূরিদের প্রভাবের কথাও তাই নির্দ্বিধায় বলেন। ৩৬ বছর যুক্ত ছিলেন সংবাদপত্রে... কার্টুনধর্মী ইলাস্ট্রেশনে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে দেশবিদেশে। লিখেছেন তথ্য বিশ্লেষণে ঠাসা বই রং তুলির সত্যজিৎ (সিগনেট)। পূর্বসূরি শিল্পীদের নিয়েও লিখেছেন তিনি। তাঁর আঁকা ছবি, তাঁকে নিয়ে অনেক লেখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 'কিঞ্জল'।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ

যেকোনও বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত জানাতে সংক্ষেপে চিঠি লিখুন। পরিষ্কার বাংলায় হাতে লেখা বা টাইপ করা চিঠি ই-মেল / স্ক্যান বা ডাকে পাঠান।

চিঠি পাঠানোর ঠিকানা ঃ

email : dcha42@aol.com or
DILIP CHAKRABARTI
200 WINSTON DRIVE # 2920
CLIFFSIDE PARK, NJ - 07010

অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়

INDIAN born, Americal citizen, 34 yrs/5'6", Christian male seeks alliance, Works in finance, pursuing CPA. Email biodata with recent photo : doss4200@yahoo.com

HANDSOME, charming, 37/6 ft, Jatt Sikh, ambitious educate (BA/LLB/LLM) down to earth, NY Attorney seeks attractive, slim, family orientated woman for life partner (Sikh/Hindu 28-39), responses must include pic. admin@southasianmillionairesclub.com Phone : (604) 765-4389

HINDU parent seek alliance for their son, 30 yrs.6'. MS in Computers, lives in Boston, warm and smart, looking for US born and raised. Send profile with photos to :

VACANT TWO STORY SINGLE FAMILY HOME FOR SALE

TWO STORY SINGLE FAMILY HOME IN **SECTOR 1 OF SALT LAKE, KOLKATA** (WALKING DISTANCE TO CITY CENTER AND PLANNED METRO STATION)

FOR 3.2 CRORES. THE HOUSE IS ON 4+ KOTTAHS, HAS TWO INDEPENDENT FLOORS HAVING 3 BED ROOMS, 2 WESTERN STYLE BATH ROOMS, TWO GARAGES, KITCHEN AND LIVING ROOM. THERE ARE NO TENANTS.

Please contact :
JAYANTA GUHA

আইএসের আঁতুড়ঘরে

মৃণালকান্তি দাস

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে হত্যার হুমকি?

সম্প্রতি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে ওবামাকে যে জেহাদি ছেলেটি 'রোমের কুকুর' বলে কটাক্ষ করেছে, তার বয়স বড়জোর দশ বছর। তার ছোট্ট হাতে রকেট লঞ্চার। তুলতুলে মুখে আতঙ্কের আঁকিবুকি নেই। এতটুকুও। সেনা পোশাকে সজ্জিত শিশুটি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে আধোআধো সুরে বলছে, 'রোমের কুকুর ওবামা, ঘুম ভেঙে ওঠো এবং খলিফার তরবারি তোমার নোংরা মাথা কাটার আগেই জিজিয়া (ধর্মীয় কর) পরিশোধ কর। তুমি যদি মনে করে থাক, তোমার সেনারা খলিফার রাজত্বে প্রবেশ করবে এবং তা দখল করে নেবে, তা হলে তুমি দিবাস্বপ্ন দেখছ।'

একেবারে শেখানো বুলি!

সিরিয়ার শৈশব এখন বোমা চেনে বিস্ফোরণের আওয়াজ চেনে। বন্দুক তো চেনেই। ওরা শিখে গিয়েছে বন্দুক দেখ লেই আত্মসমর্পণ করতে হয়। ভয়ের কাছে। সন্তানহারা মায়ের শূন্য দৃষ্টি, দু'গালে শুকিয়ে থাকা চোখের জল। ওদের কল্পনার আকাশে পাখি ডানা মেলে না। সেই আকাশের দখল নেয় যুদ্ধবিমান আর হেলিকপ্টার। গুগল সার্চ করলে এমন যে কত ছবি মেলে! কিন্তু সেই শিশু যখন নিজে ভয় দেখায়? নিজে যখন হয়ে ওঠে মানববোমা।

শিশু আবার জঙ্গি হয় নাকি?

সম্প্রতি ১৩ মিনিটের একটি ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে সহজ 'ডেসক্রিপশন' দিয়েছে বিশ্ব-কুখ্যাত জঙ্গিরা। এবড়োখে বড়ো সবুজ মাঠের উপর হাঁটু মুড়ে বসে বছর উনিশের এক তরুণ। পরনে কমলা জাম্পস্যুট। সামনে কালো পাশাকে বছর দশেকের শিশু। হাতে বন্দুক। তারপর হঠাৎই 'অপরাধী'র মাথা লক্ষ্য করে গুলি। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর আরও তিনটে। ইজরায়েলের চর সন্দেহে নিমেষে খতম মহম্মদ মুসল্লম। চোখেমুখে নৃশংসতার উল্লাস। এও কি সাজানো?

এ যেন প্রায় খেলার ছলে মানুষ মারা। খুশিমতো, নিত্যনতুন পন্থায়। কখনও গলায় মর্টার শেল ঝুলিয়ে, কখনও লঞ্চার থেকে রকেট ছুঁড়ে, অথবা নৌকোয় চাপিয়ে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। তারপর? ধোঁয়া, ধুলো আর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পড়ে থাকা ছিন্নভিন্ন অসহায় দেহগুলোর টুকরো টাকরা। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা এলোমেলো লাশ। ওদের চোখে লেগে থাকে একটাই রং। রক্তের। লাল!

তবে এই প্রথম নয়! এর আগেও একাধিক বার শিশু-কিশোরদের হাতে বন্দুক ধরিয়ে, কাটা মাথা ঝুলিয়ে রাখার ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেছে জঙ্গিরা। গোটা দুনিয়াকে বার্তা দিয়েছে, কীভাবে খুদে হাতে বন্দুক তুলে জঙ্গি গড়ার পাঠ দিচ্ছে তারা। প্রশিক্ষণ দিয়ে এইসব শিশুদের গড়ে তোলা হচ্ছে ঠান্ডা মাথার খুনি হিসেবে। নিজেদের আদর্শে কীভাবে তারা গড়ে তুলছে বাচ্চাদের, তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বন্দুক চালানোর, মুখোমুখি যুদ্ধের। যেখানে নৃশংসতায় ডুবিয়ে দেওয়ার ভয়ংকর ভিডিওর সমালোচনায় মুখর গোটা বিশ্ব। ভয়াল এই সন্ত্রাসের নেপথ্যে সেই আইএস। ইসলামিক স্টেট। মৌলবাদ, যে রঙেরই হোক, তা যে কত ভয়ানক হতে পারে, তা টের পাচ্ছে খিলাফতের ভূখণ্ড!

শিশু আবার জঙ্গি হয় নাকি? সবই কি সাজানো?

শিশু তো জানে না মৌলবাদ কাকে বলে, কারা জঙ্গি? কী চায় তারা? যেমন জানে না কম্বলে জড়ানো সেই চোখ-বোঁজা সদ্যোজাত। যার বিছানার পাশে সাজানো গ্রেনেড আর হ্যান্ড গান। টুইটারে এই ছবিই পোস্ট করেছে আইএসের সদস্য আবু ওয়ার্দ আল-রাক্কাওয়ি। সঙ্গে বার্তা, 'শুধু আমরা নয়, এই খুদেও বিপদ ডেকে আনবে তোমাদের।' মাথার কাছে আইডি-তে রয়েছে শিশুটির পরিচয়। নাম জ্রাহত, মায়ের নাম ওম। বাবা আবু। একের পর এক শিরচ্ছেদের ভিডিও আগেই প্রকাশ করেছে আইএস। এমনকী খুদেদের বন্দুক হাতে প্রশিক্ষণের ছবিও। তা বলে মারণাস্ত্র পাশে নিয়ে ঘুমন্ত একরত্তির ছবি! 'বিপদ' বইকি!

ধরুন সেই ব্রিটিশ শিশুর কথাই। শিশুসুলভ মনভুলানো হাসি নিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ছয় বছরের সেই শিশু। এই শিশু বয়সেই নাকি তার মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে জেহাদি গোষ্ঠী আইএসের মূল্যবোধ। শুধু এই শিশুটিই নয়, তার আট বছরের ভাই এবং মাত্র তিন বছরের বোনকে আইএসের সদস্য হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। শুনলে অবাক হবেন, এই শিশুদের ধীরে ধীরে জেহাদিগোষ্ঠী আইএসের মতাদর্শে উজ্জীবিত করছিল তাদের বাবা ইব্রাহিম অ্যান্ডারসন। নিজের হাতেই। ব্যাট-বল নয়, ছোট থেকেই নিজের সন্তানদের হাতে তুলে দিয়েছে অস্ত্র। মনে পুঁতে দিয়েছে হিংসার বীজ। সম্প্রতি ব্রিটেনে আইএসের পক্ষে প্রচার চালানোর অভিযোগ আনা হয়েছে ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে। ২০১৪-র অক্টোবরে এই ছবিগুলো ইব্রাহিমের ক্যামেরায় তোলা হয়েছিল। পুলিশ তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এই ছবিগুলো খুঁজে পেয়েছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, বছর তিনেক আগে অ্যান্ড্রু অ্যান্ডারসন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে খ্রিস্টান থেকে মুসলিম বনে যায়। নতুন নাম হয় ইব্রাহিম। লন্ডনের কেন্দ্রে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে আইএসের সদস্য নিয়োগের জন্য অফিস চালাত সে। ব্রিটিশ সংসদ সদস্য কিথ ভেজ উদ্বেগ জানিয়ে বলেছিলেন জেহাদিরা খুব সতর্কভাবে তাদের সন্তানদের আইএসের মতাদর্শে গড়ে তুলছে। ভয়টা সেখানেই।

সেটাই স্বাভাবিক। না হলে কেউ নিজের সন্তানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়? ছেলে জেহাদি। মরলে সে শহিদ হবে। পাবে অনন্ত বেহেস্ত। সঙ্গে শরাব, হুর এবং আরও অনেক কিছু। ছেলের সুপারিশে বাবা-মায়ের ভাগ্যেও নিশ্চিত জুটে যাবে স্বর্গের একফালি জমি। ভাবুন একবার, ধর্মের ভুল, মিথ্যে এবং উদ্ভট ব্যাখ্যা কী পরিমাণ মাথায় ঢুকলে জেহাদের নামে সশস্ত্র হিংসাকে মানুষ এভাবে ধর্মের আওতাভুক্ত করে ফেলে!

মার্কিন সেনাবাহিনীর কর্নেল প্যাট রাইডারের কথায়, সম্প্রতি মার্কিন বিমান হানায় অনেক আইএস জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। সেই ক্ষতিটাকেই পূরণ করতে আইএস নিজের শিশু ব্রিগেড সাজাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীরা নতুন এমন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছে, যেখানে শুধু থাকবে তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ। আর শিশুদের ইচ্ছেমতো গড়ে নেওয়া যায় বলে আইএসের মূল শিকার হচ্ছে তারাই। গোলাগুলির শব্দ, রক্ত আর বারুদের ঘ্রাণ — কেড়ে নিয়েছে, চুরি করছে ওদের ছেলেবেলা।

মুখে নিষ্পাপ হাসি, হাতে একে-৪৭

হাতে লাটাই নয়, বন্দুক। ফুল কই? শুধুই তো অস্ত্রের উল্লাস। পিঠে ঝোলানো স্কুলের ব্যাগের বদলে পেটে বাঁধা বোমা। ইরাক ও সিরিয়ায় আইএস জঙ্গি শিবিরে এ ভাবেই দিনের পর দিন খুন হচ্ছে লক্ষ লক্ষ শৈশব। ভবিষ্যতের জন্য আগামী প্রজন্মকে প্রস্তুত করার তোড়জোড় ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে আইএস।

গত বছর আগস্টে আইএসের ছড়ানো এক ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, টেডি বিয়ারের শিরচ্ছেদ করছে এক শিশু। যার বয়স তিন বছরের বেশি নয়। এটাই নাকি 'শিরশ্ছেদ'-এর প্রাথমিক পাঠ! দু'বছর বয়সে যখন স্নায়ুপথ তৈরি হয়, তখন থেকে কৈশোর পর্যন্ত শিশুদের মনোবিকাশকে বিরাটভাবে প্রভাবিত করে যে কোনও রকমের ভায়োলেন্স। তার আবেগ-অনুভূতিকে একেবারেই অন্য খাতে বইয়ে দেয় 'ওয়ান উইদিন' এবং 'ওয়ার উইদাউট'। সন্ত্রাস এসে ভেঙে দিয়ে যায় শৈশব নামক একটা পর্যায়কে এই কালপর্বে যেসব শিশু সন্ত্রাসকে প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের দেহে যদি যুদ্ধ বা সন্ত্রাসের দাগ নাও পড়ে, তাদের মনকে ক্ষতবিক্ষত করবেই। তাই বইয়ের বদলে বন্দুকের পাঠ্যে শিশুরা। ৫-৬ বছরের ছেলেমেয়েদের বলা হচ্ছে, বন্দুকের শিক্ষাই নাকি 'খিলাফতগিরি'। আইএস শেখায়, বন্দুক হল ধর্মের সবচেয়ে বন্ধু। ফুলপাতার চেয়ে অনেক জরুরি উপচার।

কিন্তু মাত্র ১২ বছরের শিশু নাসিরের জীবন তো অন্য কথা বলে। আইএস তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল একজন আত্মঘাতী যোদ্ধা হিসাবে। খিলাফতের দুনিয়ায় কেমন ছিল নাসিরসহ অন্য শিশুদের জীবন, সিএনএনকে তাই জানিয়েছে নাসির। তার জবানবন্দি থেকে স্পষ্ট হচ্ছে, কীভাবে আইএস-কবলিত এলাকার অধিকাংশ শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে উঠেছে হিংসা আর রক্তলিপ্সার পাঠে। তার মতো আরও ৬০ জনের দলে সবচেয়ে ছোট ছিল পাঁচ বছরের একটি শিশু। আইএসের স্বঘোষিত রাজধানী সিরিয়ার রাকাতে তারা স্থাপন করেছে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আল-পারুক নামে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিশুদের যুদ্ধের তালিম দেয় আইএস। ঘুম ভাঙা থেকে শুরু। গুলি, কামান, বোমা— কোনও কিছুই বাদ যায় না দিনভর। বার বার কাঁপিয়ে যায় কংক্রিটের বাড়িগুলি। এক মাস ধরে চলে সামরিক প্রশিক্ষণ, বন্দুক ধরতে শেখে নাসির, শেখে লুটপাট করতে। পেটে বাঁধা বোমা ফাটাতে হয় কী করে। ছোট্ট মাথায় কিন্তু তখন থেকেই দানা বাঁধছিল সন্দেহ, এরা যা করছে তার সঙ্গে তো ইসলামের মিল নেই! তাদের শহরে কেউ সিগারেট খেলে শাস্তি ছিল ভয়ংকর, অথচ শিবিরে খোলাখুলিই চলত ধূমপান, এমনকী যৌনাচারও। কিন্তু কতক্ষণ? কতদিন? স্কুলে যাওয়া, ঘুরতে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে বেরোনো — একে একে সব বন্ধ হয়েছে। হাঁসফাঁস মন একফালি আকাশ খোঁজে। কিন্তু কোথায় আকাশ? কোথায় মুক্তি? জঙ্গিদের কথা না শুনলে ছিল শাস্তি। শেষে নাসির আইএসের থাবা থেকে পালিয়ে বেঁচেছে।

পালিয়ে আসা আরও এক শিশু ১১ বছরের নুরি। উত্তর ইরাকে আইএসের তেল আফার ক্যাম্পে ছিল সে। অন্যদের সঙ্গে প্রশিক্ষণে যেতে সে প্রথমে অস্বীকার করেছিল। আর তাই আইএস তার পা ভেঙে দিয়েছে। তবু তার ভাগ্য ভালো, সে পালিয়ে তার পরিবারের কাছে আসতে পেরেছে। এ যেন নরক থেকে মুক্তি। যে নরকে হানাহানির স্মৃতি আর বারুদের গন্ধ ছাড়া আর যে কিছুই নেই! ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোর চোখে রূপকথার কাজল লাগে না। বরং গাঢ় হয়ে লেগে থাকে, লেগে আছে বাস্তবের রং। কেন ছেলেমেয়েগুলোর মনে বাসা বেঁধে আছে ভয়? কেন ওরা ঘুমোতে পারে না একটা রাতও? উত্তরগুলো জানা কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে ওই চক্রব্যূহ থেকে মুক্তি দেওয়ার উপায় তো জানা নেই।

নৃশংসতার সীমা বলে কি কিছু হয়?

তবুও প্রশ্ন ওঠে, শিশু আবার জঙ্গি হয় নাকি?

'টু দ্য সনস্ অব জিউস' শিরোনামে প্রকাশ করা এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ধূ-ধূ মরুপ্রান্তর। হাঁটু গেড়ে নতজানু হয়ে বসে জনা ছয়-সাত বন্দি। পরনে কমলা পোশাক। মুখে অসহায়তা সুস্পষ্ট। হুবহু এমনই পোশাক পরানো হয় গুয়ান্তানামো বে-র কারাগারে আমেরিকার কয়েদিদের। বন্দিদের পিছনে আগাগোড়া কালো কাপড়ে ঢাকা জনা পাঁচেক ঘাতক। চোস্ত ইংরেজিতে বারাক ওবামার প্রশাসন ও পশ্চিমী দেশগুলির বিরুদ্ধে কয়েক মিনেটের বিষোদগার। কমান্ড অফিসারের থেকে আদেশ পেয়েই গুলি চালাল একসঙ্গে আর অন্য আর একজন তখন সিরীয় সেনাদের আক্রমণ করেছে তার হাতের ধারালো অস্ত্রটা দিয়ে। আইএসের এমন একটি ভিডিও সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে ইন্টারনেটে। ইদানীং মাঝে মধ্যেই যেমন ছড়িয়ে থাকে। আল-কায়দার হাতে এর আগেও শিরশ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে ঠিকই। কিন্তু দুনিয়ার অন্য কোথাও অন্য কোনও সন্ত্রাসী সংগঠন এইভাবে মুরগির মতো আকছার মানুষের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দেওয়ার নৃশংস খেলায় নামেনি। এমনকী মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্রথম আস্ফালন করা খাইবার পাস অথবা হিন্দুকুশের তালিবানও নয়। মানুষ মারায় শিশুদের হাত পাকানোর কী অসহনীয় সেই দৃশ্য! নৃশংসতা ইসলামিক স্টেটের কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু তা বলে ছেলের হাতে মাকে খুন? তাও ঘটেছে আইএসের দখলে থাকা রাকায়। এক জঙ্গি তার মাকে 'চরম ধর্মবিরোধী' আখ্যা দিয়ে দিনের আলোয় গুলি করে মেরে ফেলার ঘটনায় অবাক গোটা দুনিয়া। নিজের মাকে মারার জন্যও আলি সাকর আল-কাসেমের (২১) হাত কাঁপেনি। বরং 'অপরাধীকে' শাস্তি দিয়ে চরম শান্তি পেয়েছে! বছর পঁয়তাল্লিশের ওই মহিলার 'অপরাধ'? ছেলেকে আইএস জঙ্গিদের সঙ্গ ত্যাগ করতে বলেছিলেন তিনি। আলি সাকর আল-কাসেম নামে ওই তরুণের মনে হয়েছিল, মা তাঁকে ধর্মত্যাগের জন্য উসকানি দিচ্ছেন! তা হলে তিনি বেঁচে থাকবেন কীসের অধিকারে? এবং এ সমস্তই ঘটছে, ঘটানো হচ্ছে ইসলামের নামে, শুদ্ধ আদি ইসলামে ফিরে যাওয়ার আন্দোলনের অংশ হিসাবে এই যদি শুদ্ধ ইসলাম হয়, তবে মানবসভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু বর্বরতা কাকে বলে?

'দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট' পত্রিকার সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক যথার্থই বলেছেন, আইএস জঙ্গিদের কর্মকাণ্ডের সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এখন ভাষাও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। 'রক্তপিপাসু, অসুস্থ, অশ্লীল, বর্বর, বিকৃত, নৃশংস, কুৎসিত' এই শব্দগুলো আজকাল আইএস জঙ্গিদের কর্মকাণ্ড ও বাস্তবতাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আর যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। জঙ্গিরা একেকটা ঘটনার জন্ম দিচ্ছে, আর সেই বাস্তবতা তুলে ধরতে গিয়ে সংবাদকর্মীদের রীতিমতো ভাষার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে সন্তানতুল্য পালমিরার ধ্বংসযজ্ঞ কেবলই 'অসুস্থ-বিকৃত' নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। কিংবা অস্ত্রের মুখে তুলে নেওয়া অমুসলিম কিশোরী আর নারীদের রোজ ধর্ষণের আগে জঙ্গিদের নমাজ পড়াটাকে আপনি কী বলবেন? শুধুই কি 'অশ্লীল বিকৃতি'? তার চেয়েও বেশি কিছু নয় কি?

কিছুদিন পর পরই এমন নিত্য নতুন আরও 'বেশি কিছু'র জন্ম দিয়ে চলেছে আইএস জঙ্গিরা। হয়তো অনির্দিষ্টকাল ধরেই জঙ্গিদলটির এমন কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুনিয়াজুড়ে সাংবাদিকদের শব্দের ভাণ্ডার খাবি খেতে হবে। কিন্তু কতদিন? কোথায় গিয়ে থামবে আইএস? ইরাক-সিরিয়ার বহুধাবিভক্ত রণাঙ্গনের মতোই জটিল এই প্রশ্নের উত্তরটাও।

মানববোমা হবে শিশুরা?

নিউ ইয়র্কের রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরের সামনে ব্যাকপ্যাক পিঠে একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছে লোকটা। কিন্তু তার পিঠের ব্যাগে টিক টিক করে এগিয়ে চলেছে একটি ঘড়ি। রাশিয়ার অস্ত্রভাণ্ডার থেকে চুরি করা একটি পরমাণু বোমা পিঠের ব্যাগে ভরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটাতে এগিয়ে চলেছে সে। নিউ ইয়র্ক থেকে বহু দূরে, সুদূর সারাজেভোতে ন্যাটো বাহিনীর হাতে স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে চলা ওই লোকটাকে ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে চিনে নেওয়ার উপায় নেই বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর। ১৯৯৭ সালে হলিউডের ছবি 'দ্য পিসমেকার'-এর এই দৃশ্যেরই পুনরাভিনয় হতে পারে বিশ্বের যে কোনও দেশে। ভারতও রয়েছে সেই তালিকায়। আর সেখানে মানববোমা হিসাবে ব্যবহার করা হতে পারে শিশুদের। 'দ্য সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস' জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২০১৫-র জুলাই মাসে আইএসের ১৯ হামলায় শিশুদের আত্মঘাতী হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। গত বছর আইএসের হয়ে লড়াই করতে গিয়ে ১৬ বছরের নীচে ৫২টি শিশু নিহত হয়েছে। আইএস তাদের মুখপত্র 'দাবিক'-এ একের পর এক সংখ্যায় তার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে।

—সৌজন্যে বর্তমান

কামদুনির সাফল্যে পরিধি বিস্তৃত হল সামাজিক আন্দোলনের

প্রসেনজিৎ বেরা ও স্নেহাশিস নিয়োগী

পরিধি বৃদ্ধি পাওয়া নাগরিক সমাজের সোচ্চার উপস্থিতি নয়া মাত্রা এনে দিল কামদুনি গণধর্ষণ মামলায়। রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যু থেকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে নাগরিক সমাজের জোরালো উপস্থিতি ছিল। যদিও সেই নাগরিক সমাজের 'মুখ' হিসেবে উঠে এসেছিলেন তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। তাই কিছু শিক্ষিত ও শহুরে মুখকে নাগরিক সমাজ হিসেবে ধরে নিয়ে তৈরি হয়েছিল নাগরিক সমাজের স্টিরিওটাইপ অবয়ব। নাগরিক সমাজের এই এলিটিস্ট স্টিরিওটাইপ ছবিকে ভেঙে দিয়ে কামদুনির মৌসুমী, টুম্পা, প্রদীপ মাস্টার-সহ সেখানের ছাত্র-যুব ছাপোষা আমজনতা নাগরিক সমাজের বর্ধিত চেহারা তুলে ধরলেন রাজ্যের মানুষের সামনে। কামদুনি ইস্যু লোকচক্ষুর অন্তরালে না গিয়ে টানা পৌনে তিন বছর জীবন্ত থাকার নেপথ্যে নাগরিক সমাজের বড় ভূমিকা যেমন রয়েছে তেমনই কামদুনি মামলা নাগরিক সমাজকে নতুন মাত্রায় নিয়ে গেল বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী ও সমাজতত্ত্ববিদরা। চৌরঙ্গি,কলেজ স্ট্রিট, কফি হাউস বা এলিট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসের বাইরে গিয়ে শহরের উপকণ্ঠে গ্রাম বাংলায় নাগরিক সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটাই কামদুনি মামলায় বড় প্রাপ্তি বলে মনে করছেন সমাজতত্ত্ববিদরা।

যদিও ভিন্নমতও রয়েছে। বিচারকরা পেশাদারি পদ্ধতিতে আবেগশূন্য হয়ে কোনও মামলায় রায় দেন। তাই মামলার রায়ের নেপথ্যে সামাজিক আন্দোলনের অনুঘটকের ভূমিকা নিয়ে সংশয় রয়েছে তাঁদের। নাগরিক সমাজের আন্দোলনের অভিঘাত নিয়ে সংশয় রয়েছে প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন অধ্যাপক প্রশান্ত রায়েরও। তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'সামাজিক আন্দোলনেই কামদুনির ঘটনায় অভিযুক্তরা শাস্তি পেল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো কঠিন। বিচারপতিরা সাধারণত প্রামাণ্য তথ্য, নথি ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেন। তাই এই রায়ের নেপথ্যে সামাজিক আন্দোলনই বড় ভূমিকা পালন করেছেন বলতে পারব না।'

কামদুনি মামলার রায়ের নেপথ্যে নাগরিক সমাজের আন্দোলনের বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সমাজকর্মী সঞ্জীব আচার্য। তাঁর যুক্তি, 'নাগরিক সমাজ

মানে গণ্যমান্য ব্যক্তি নয়। কামদুনি আন্দোলনে টুম্পা, মৌসুমি কিংবা ওই মাস্টারমশাই থেকে সেখানে স্কুল ছাত্র, গ্রামের মানুষ, ছোট ছোট বিভিন্ন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এরাই আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। প্রদীপের শিখায় এরাই তেল দিয়েছেন। তাই কাটোয়ার ধর্ষণের ঘটনার মতো এই ইস্যু লোকচক্ষুর অন্তরালে না গিয়ে সংবাদ শিরোনামে থেকেছে। কাটোয়ার ঘটনায় বেকসুর খালাস হলেও এখানে সাজা হল।'

এই জায়গায় নাগরিক সমাজের নয়া পরিসরে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ঘটনা দেখতে পাচ্ছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মৈনাক বিশ্বাস। তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'এই আন্দোলনের একটি পর্যায়ে কলকাতায় মিছিল হলেও মূল আন্দোলন কিন্তু টেনে নিয়ে গিয়েছেন কামদুনির মানুষ। নাগরিক সমাজ বলতে যে শিক্ষিত, শহুরের মানুষের ছবি তুলে ধরা হয় তার পরিধি বেড়ে শহর লাগোয়া গ্রামবাংলার মানুষ নাগরিক সমাজকে নতুন ভাবে তুলে ধরেছেন। নাগরিক সমাজের শহর কলকাতার পরিধি ছাড়িয়ে যাওয়া কামদুনি আন্দোলনের বড় প্রাপ্তি।'

তবে টানা তিন বছর কামদুনি ইস্যু জীবন্ত থাকার পিছনে সংবাদমাধ্যমেরও ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করছেন মৈনাক। নাগরিক সমাজের পরিধি বৃদ্ধির ফলে গ্রামের গৃহ বধূ টুম্পা, মৌসুমীও ধীরে ধীরে বলিয়ে কইয়ে হয়ে উঠতে পেরেছেন বলে মনে করছেন তিনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি কামদুনি আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করলেও চরিত্রগতভাবে এখানের নাগরিক সমাজ অরাজনৈতিক থাকতে পেরেছে বলে যাদবপুরের এই অধ্যাপকের অভিমত।

আসলে নাগরিক সমাজ মানে শিক্ষিত, পরিশীলিত বলিয়ে কইয়ে, শহুরে 'মুখ' এই স্টিরিওটাইপ অবয়বকে ভেঙে দিতে পেরেছে কামদুনি।

টানা আন্দোলন চালাতে পারলেও কামদুনির নাগরিক সমাজ অরাজনৈতিক চরিত্র ধরে রাখতে পেরেছে এই অভিমতের শরিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা বুলা ভদ্র। তাঁর কথায়, 'নাগরিক সমাজের অবশ্যই বড় ভূমিকা রয়েছে। এটা রাজ্যের একটি ব্যতিক্রম আন্দোলন কারণ কোনও রাজনৈতিক রঙ ছাড়াই এই আন্দোলন হয়েছে।' নাগরিক সমাজের চাপের থেকে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতার উপর জোর দিয়েছেন একদা নাগরিক আন্দোলনে থেকে এখন মন্ত্রী হওয়া ব্রাত্য বসু। রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রীর বক্তব্য, 'সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন রাজ্যে পরিবর্তন এনেছিল কিন্তু আদালতে এই মামলাগুলির ফয়সালা হয়নি। সামাজিক আন্দোলনের পাশে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও পেশাগত তাগিদ, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অদৃশ্য নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।'

ব্রাত্যর অভিমতের বিপরীতে অবস্থান সুজন চক্রবর্তীর। সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এই সদস্যর কথায়, 'শহুরে জনতা থেকে গ্রামীণ জনতা — প্রকৃত নাগরিক সমাজ বলতে যা বোঝায় তা কামদুনির ঘটনায় সরব হয়েছে। নাগরিক সমাজ বারবার পথে নেমে সরব হয়েছে তাই সরকার চেষ্টা করেও সত্য গোপন করতে পারেনি।'

রাজ্যে তৃণমূল জমানায় নাগরিক সমাজের এই ক্রমবর্ধিত রূপ বড় প্রাপ্তি বলে মনে করছেন সুজনও।

—সৌজন্যে এই সময়

ঝেড়ে ফেললেন সিঙ্গুরের দায়

প্রথম পাতার পর

সংযোজন, ''আমরা কিন্তু আমাদের কাজ করে দিয়েছি। আইন করে দিয়েছি। সিঙ্গুরের মানুষকে দু'হাজার টাকা করে ভাতা এবং দু'টাকা করে চাল দিচ্ছি।'' বাম বেঞ্চ থেকে এক বিধায়ক প্রশ্ন তোলেন, ''ওখানে তো শিল্প হয়নি। পাঁচ বছর হয়ে গেল। কৃষকেরা জমি ফেরত পাবেন কবে?'' মুখ্যমন্ত্রীর জবাব, ''ওটা আদালতের ব্যাপার। পাঁচ বছর কেন, ৫০ বছর লাগলেও কিছু করার নেই।''

মুখ্যমন্ত্রীর এমন বক্তব্য শোনার পরেই সিপিএম নেতৃত্ব পাল্টা আক্রমণে গিয়ে বলেছেন, সিঙ্গুরের দায় আসলে পাঁচ বছর আগেই ঝেড়ে ফেলেছেন মমতা। জমি ফেরতের বিল করার সময়েই তিনি জানতেন, আদালতের সামনে এমন যুক্তি টিকবে না। বামেরা সেই সময়ে যে সব সংশোধনী এনেছিল, তা গ্রহণই করা হয়নি। বামেদের দাবি, সংশোধনী গ্রহণ করলে বিলটির বেঁচে যাওয়ার তা-ও একটা সম্ভাবনা ছিল। হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের বিল খারিজ করে দেওয়ার পরে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে রাজ্য। মামলা চালাতে কোষাগারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে বলে সরব বিরোধীরা। সূর্যবাবু এ দিন বলেছেন, ''মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তার পরে আর কিছু বলার থাকে না! সৎসাহস থাকলে উনি সিঙ্গুরে গিয়ে বক্তৃতা করুন। ওখানে গিয়ে এই কথাটাই বলে আসুন, কৃষকদের জন্য আমাদের আর কোনও দায়িত্ব নেই।''

কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা মহম্মদ সোহরাবের প্রশ্ন, ''দু'টাকা কিলো চাল আর দু'হাজার টাকা মাসিক ভাতা পাওয়ার জন্য কি সিঙ্গুরে আন্দোলন হয়েছিল? এটা কোনও কথা হল? আমরা ভেবেছিলাম, সিঙ্গুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যাবে। কিন্তু তা তো হলই না। উল্টে মুখ্যমন্ত্রী এমন কথা বলে দিলেন!''

তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য পাল্টা যুক্তি দিচ্ছেন, জমি ফেরতের বিষয়টি আদালতের বিবেচনাধীন হয়ে যাওয়ায় তার উপরে এখন শুধু সরকার কেন, কারওরই কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। আইন জট ছাড়িয়ে কবে জমি ফেরত দেওয়া যাবে, নিশ্চিত করে তা বলা সম্ভব নয়। সেই প্রক্রিয়ার কথাই বলতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীরা তার অন্য রকম ব্যাখ্যা করছেন বলে দাবি শাসক দলের নেতৃত্বের।

বিরোধীরা আবার প্রত্যাশিত ভাবেই বিধানসভা ভোটের আগে সিঙ্গুর-হাতিয়ার হাতছাড়া করতে নারাজ। বামেরা আগেই ঘোষণা করেছে, ভবিষ্যতে ফের ক্ষমতায় এলে তারা সিঙ্গুরে কারখানাই করবে। গত মাসেই শিল্পের দাবিতে বামেদের শালবনি পর্যন্ত পদযাত্রা শুরু হয়েছিল সিঙ্গুর থেকে। যেখানে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছিলেন, ''কী হল সিঙ্গুরের? কারখানা হল না। ছেলেমেয়েদের কাজ হল না। আর কৃষকেরা কী পেলেন?''

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রাক্তনের সেই প্রশ্নেরই জবাব প্রায় দিয়ে দিলেন বর্তমান!

কামদুনিকাণ্ডে ৩ জনের ফাঁসি

প্রথম পাতার পর

থেকে বাড়ির পথে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছিল, আদালতের রায়ে কি আপনারা খুশি? উত্তরে দুই ভাই বলেন, হ্যাঁ, আমরা খুশি। আগামী সপ্তাহে নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে কথা জানিয়ে আসব। এরপরই পুলিশ আর ওই গাড়ির ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি কাউকে। আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের কর্তাব্যক্তিরা বলেন, বাকি দু'জনের সাজা হলে আরও খুশি হতাম।

এদিন রায় ঘোষণার আগে দুপুর ১২ টা ১০ নাগাদ বিচারক একে একে আসামিদের বক্তব্য জানতে চান। গণধর্ষণের অন্যতম অপরাধী আনসার আলি বলে, আমি ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানি না। আমি চাই এই ঘটনার তদন্ত করুক সিবিআই। অন্যদিকে, সইফুল আলি মোল্লা বলে, আমাকে দিয়ে জোর করে সমস্ত বক্তব্য বলিয়ে নিয়েছে পুলিশের লোকজন। আমি এর সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নই। অন্য আসামিরা প্রায় একই কথা বলে। কেউ বলে, বাড়িতে আমার বৃদ্ধ বাবা-মা-স্ত্রী-সন্তানসন্ততি আছে। কেউ বলে, আমি ছাড়া আর উপার্জনের কেউ নেই। বাড়িতে বাবা-মা অসুস্থ। তাঁদের কে দেখভাল করবে? বিচারক সকলেরই বক্তব্য নথিভুক্ত করে বলেন, আপনাদের আর কিছু বলার আছে? আসামিরা বলে, না। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে শুক্রবারের পর এদিনও শুনানির দিন ধার্য ছিল। এদিন ওই ঘটেছে। কিন্তু আদালত তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার উচ্চ আদালতে গেলেও নিম্ন আদালতের আদেশকেই বহাল রেখেছে উচ্চ আদালত। এই মর্মে বিভিন্ন নথিপত্র তাঁরা আদালতের কাছে পেশ করেন।

শুনানিতে অংশ নিয়ে এক অপরাধীর আইনজীবী আশিসকুমার খাঁ বিচারকের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আপনি ধৃতদের যেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত না করেন। অন্য আইনজীবীরা বলেন, কামদুনির ঘটনা বিরলতম নয়। এর আগেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের নানা ঘটনা

অন্যদিকে, এক আইনজীবী বলেন, এই মামলায় প্রথম থেকেই বিচার চলছিল বন্ধ এজলাসে। কিন্তু রায়দানের সময় কেন এজলাস মুক্ত করে দেওয়া হল প্রেসের জন্য? বিচারক বলেন, মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল। এরপর অবশ্য ওই আইনজীবী এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। *—সৌজন্যে বর্তমান*

আইএস-এর থেকেও ভয়ংকর ঘরশত্রু কমিউনিস্ট আর নেহরুবাদীরা

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক-সিরিয়া (আইএসআইএস) জঙ্গিরা বিশ্ব সংস্কৃতির পীঠস্থান প্যারিসে আঘাত হেনেছে। প্যারিসে ইসলামিক মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীর এই হামলায় সমগ্র বিশ্ব শোকস্তব্ধ। ফরাসি রাষ্ট্রপ্রধান ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, এই জঙ্গি গোষ্ঠীকে যে কোনও মূল্যে ধ্বংস করাই হবে তাঁর দেশের প্রধান কর্তব্য। সমগ্র বিশ্বই (ব্যতিক্রম পাকিস্তান এবং অন্য কয়েকটি ইসলামিক রাষ্ট্র) সহমর্মিতা এবং সহানুভূতি জ্ঞাপন করে ফ্রান্সের পাশে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে জঙ্গি ইসলামিক মৌলবাদ দমন করার শপথও নিয়েছে। ফ্রান্সের ঘটনা প্রমাণ করেছে — এই আইএস জঙ্গি গোষ্ঠী সমগ্র বিশ্বের সামনেই এখন সবথেকে বড় বিপদ হিসাবে উপস্থিত। সমগ্র বিশ্বে এই ইসলামিক মৌলবাদকে যদি অচিরেই সমূলে বিনষ্ট না করা যায়, তাহলে মানব সভ্যতা ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়বে। আশার কথা, সমগ্র বিশ্বই আজ ইসলামিক মৌলবাদের এই বিপদটি অনুধাবন করতে পারছে। সেই সঙ্গে একটি সংশয়ও রয়েছে। সমগ্র বিশ্ব যে মৌলবাদের বিপদ আঁচ করতে পারছে — সেই বিপদ আমরা কি অনুধাবন করতে পারছি? নাকি, বালিতে মুখ গুঁজে সমগ্র বিশ্ব সংসার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাইছি? সংশয়টি এই কারণেই দেখা দিচ্ছে যে, এদেশে যাঁরা প্যালেস্তাইন নিয়ে অহরহ চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন— প্যারিসের হামলার নিন্দায় তাঁরা টু শব্দটি করেননি। প্রকাশ্য রাজপথে গোমাংস ভক্ষণ করে যাঁরা বিপ্লবী সেজেছিলেন — প্যারিসের হামলার পর তাঁরা একবারও ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে পারেননি। 'অসহিষ্ণুতা'র ধুয়ো তুলে যাঁরা পদক ফিরিয়ে দিয়ে বাজার গরম করেছিলেন — তাঁরা একবারও বলতে পারেননি আইএস যদি ভারতেও হাত বাড়ায় তাহলে গণতান্ত্রিক ভারতের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। আসলে, প্যারিসে আইএস জঙ্গি গোষ্ঠীর এই হামলা একই সঙ্গে এ-ও প্রমাণ করে দিয়েছে, ভারতের তথাকথিত সেকুলারবাদীরা কতখানি ভণ্ডামির আবরণে নিজেদের আবৃত করে রাখেন।

প্যারিসে হামলার পরও যদি আমরা ভাবতে থাকি, ভারত এখনও নিরাপদ — তাহলে সে ভাবনা বড়ই ভুল ভাবনা হবে। আইএস জঙ্গি গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই দাবি করেছে, ২০২০ সালের ভিতর ভারতের একটি অংশ দখল করবে তারা। এই একটি অংশ বলতে অবশ্যই কাশ্মীরকে বুঝিয়েছে তারা। আইএস-এর এই হুমকিকে নিছক কথার কথা যাঁরা ভাববেন, তাঁরা ভুলই ভাববেন। কাশ্মীরে ইতিমধ্যেই আইএস-এর উপস্থিতি টের পাওয়া গিয়েছে। কাশ্মীরে আইএস-এর পতাকাও নজরে এসেছে। প্যারিস হামলার পর এখন এদেশের গোয়েন্দারা যে তথ্য পাচ্ছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, ভারতেরই দু-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে আইএস তাদের নিয়োগকেন্দ্র বানিয়ে ফেলেছে। এর ভিতর কলকাতাও রয়েছে। ইতিমধ্যেই ভারত থেকে বেশ কিছু যুবক এই ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীতে নাম লিখিয়েছে। আরও বেশ কিছু যুবক এই জঙ্গি গোষ্ঠীতে নাম লেখাতে উৎসাহী হয়েছে — তাও নজরে এসেছে গোয়েন্দাদের। ভারতে বেশ কিছু ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠী কিন্তু অনেকদিন ধরেই সক্রিয় রয়েছে। দেশের ভিতরে ধারাবাহিকভাবে তারা নানারকম জঙ্গি নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের মাটিতে নিজেদের জাল বিস্তারের জন্য আইএস যে এই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে হাত মেলাবে না, বা হাত মেলাচ্ছে না — নিশ্চিতভাবে তা বলা যায় না। বরং, ভারতের মাটিতে সক্রিয় রয়েছে যে ইসলামিক মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির, তাদের সঙ্গে আইএস-এর হাত মেলানোর সম্ভাবনাই বেশি। আর এই মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলিও আইএস-কে পেলে বুকে জড়িয়ে ধরবে — তা নিশ্চিতভাবে বলাই যায়। আইএস কতদূর আগ্রাসী হতে পারে — তার প্রমাণ কিন্তু তারা প্যারিসে হামলার ভিতর দিয়েই রেখেছে। ভারত যে তাদের নিশানার ভিতর রয়েছে, তা স্বীকার করেছেন স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং-ও। আইএস-এর মোকাবিলায় ভারতকেও প্রস্তুত থাকতে হবে বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু প্রশ্ন এখানেই। ভারত প্রস্তুত থাকবে কীভাবে? প্রস্তুত থাকতে হলে ভারতকে সর্বাগ্রে নিজের ঘর গোছাতে হবে। ভারতের নিজের ঘরেই যে ঘোগের বাসা। এই ঘোগরাই তো দশকের পর দশক ধরে এই দেশের মাটিতে ইসলামিক মৌলবাদীদের ঘাঁটি গড়তে সহায়তা করেছে। এদের আচরণই তো এই দেশে ইসলামিক মৌলবাদীদের উৎসাহ জুগিয়েছে। আজ যদি এদেশের মাটিতে আইএস জাল বিছায় — তার দায় এই ঘরশত্রু কমিউনিস্ট এবং তথাকথিত সেকুলারবাদীদের কম নয়। আইএস, আল কায়দা ইত্যাদি ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠী অবশ্যই ভয়ংকর। কিন্তু তার থেকেও ভয়ংকর এই মুখোশ পরা ঘোগরা। কাজেই আইএস-এর বিরুদ্ধে ভারতকে যদি লড়াইটা শুরু করতে হয়, তাহলে প্রথম শুরু করতে হবে তার নিজের ঘর থেকেই।

এই কমিউনিস্ট এবং নেহরুপন্থী তথাকথিত সেকুলারবাদীরা ভারতের জন্মলগ্ন থেকেই দেশের মাটিতে বসে দেশবিরোধী, দেশের স্বার্থ বিরোধী যাবতীয় কর্মকাণ্ড করে গিয়েছেন। মুসলিম লিগের পাকিস্তান প্রস্তাবের এক বড় সমর্থক ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৪৭-এর জুন মাসে যখন বঙ্গীয় আইনসভায় ভারত ভাগ এবং বাংলা ভাগের প্রস্তাবে ভোটাভুটি হয়েছিল — তখন সকলে ভোট দিলেও এই কমিউনিস্টরা ভোটদানে বিরত ছিলেন। এঁরা সেদিন পরিষ্কার করে বলেননি, মুসলিম লিগের পাকিস্তানে পশ্চিমবাংলা যাক — এঁরা চান না। দেশ ভাগের পরও এঁদের পাকিস্তান প্রেম যায়নি। ১৯৫০ সালে মুসলিম লিগের অত্যাচারে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যখন দলে দলে হিন্দু পরিবার শরণার্থী হয়ে এদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন — তখন এই কমিউনিস্টরাই পাকিস্তানে 'শুভেচ্ছা মিশন' পাঠানোর কথা বলেছিল। ১৯৬২ সালে চীন যখন ভারত আক্রমণ করে এই কমিউনিস্টরাই চীনের পাশে দাঁড়িয়েছিল। মানবাধিকারের ধুয়ো তুলে এরাই পাক সন্ত্রাসবাদী ইয়াকুব মেমনের ফাঁসির আদেশ রদ করার জন্য হইচই জুড়েছিল। এদের আচরণ কোনও দিনই দেশপ্রেমিকের আচরণ নয়। এদের আচরণ বরাবরের ভারত-বিরোধী, দেশদ্রোহীর আচরণ।

ঠিক অনুরূপ আচরণ নেহরুপন্থী সেকুলারবাদীদের। স্বাধীনতার পরপরই যখন শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ রোপন করছেন — তখন জওহরলাল নেহরু তাঁকে নীরব এবং পরোক্ষ প্রশ্রয় দিয়ে গিয়েছেন। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ করে, তখন জয়ের দ্বারপ্রান্তে থাকা ভারতীয় ফৌজকে রহস্যজনকভাবে ফিরিয়ে এনেছিলেন নেহরু। কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দাবি করে, কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমূলে উৎপাটিত করতে গিয়ে শেখ আবদুল্লাহর কারাগারে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রহস্যজনক মৃত্যু হলেও নেহেরু তদন্ত করতে রাজি হননি। কাশ্মীরে পাকিস্তানি মৌলবাদী জঙ্গিদের বিষবৃক্ষের চারাটি যে নেহরুই রোপন করে গিয়েছিলেন — তা আজ আর কারও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

ইসলামিক মৌলবাদীদের প্রতি এভাবে চোখ বুঁজে থাকা, বা ভোটের রাজনীতির স্বার্থে সব দেশে, সব জেনে-বুঝেও না বোঝার ভান করা কার্যত আমাদের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করছে। নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে আমাদেরই। এভাবে চোখ বুজে থাকার কারণেই ইসলামিক মৌলবাদীরা প্রশ্রয় পেয়েছে। এই নীরবতাকে তারা আমাদের ভীতি বলে মনে করেছে। মনে করেছে, যা ইচ্ছা তাই করার সার্টিফিকেট তাদের হাতে চলে এসেছে।

এই অতি বাম, মেজো বাম, সেজো বাম, ছোটি বাম এবং নেহরুপন্থী স্বঘোষিত প্রগতিবাদীদের দেশবিরোধী কার্যকলাপে, স্বাধীনতার পর প্রায় সাতটি দশক অতিক্রান্ত হতে চললেও, কোনওরকম ভাঁটা পড়েনি। হায়দরাবাদের মুসলিম মৌলবাদী নেতা আকবরউদ্দিন ওয়াইসি যখন এই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে হুমকি দিয়ে বলেন — সরকার পনেরো মিনিটের জন্য হাত গুটিয়ে নিক, আমরা দেখিয়ে দেব আমরা কী করতে পারি — তখন কিন্তু পদক ফেরানো প্রগতিবাদীরা টু শব্দটি করেন না। তাঁদের মনে হয় না চরম অসহিষ্ণুতার এ সব থেকে বড় নিদর্শন। দিল্লির জামা মসজিদের ইমাম যখন মুসলমান সমাজকে ফতোয়া দিয়ে বলে দেন তাদের ভোটটা কাকে দিতে হবে — তখন তার ভিতর অনৈতিক কিছু লক্ষ করেন না কমিউনিস্ট এবং প্রগতিবাদীরা। তারা একবারও বলেন না, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইমামের কোনও অধিকার নেই কে কাকে ভোট দেবে তা ঠিক করে দেওয়ার। ইয়াকুব মেমনের ফাঁসি রদের জন্য এই বামপন্থী ও প্রগতিবাদীরা হইচই জুড়ে দেন — কিন্তু এদেশে ইসলামিক মৌলবাদীদের জঙ্গি হানায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের শোকগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে এঁদের দেখা যায় না কেন? মাত্র কয়েকজন ইসলামিক মৌলবাদীর মন রাখতে বামপন্থী সরকারই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়ন করেছিল তসলিমা নাসরিনকে। যে গালভরা বাণী এখন আওড়াচ্ছেন এই প্রগতিবাদীরা — সেদিন এইসব বাণী কোথায় ছিল? বারবার নিজেদের আচরণ দিয়েই এরা প্রমাণ করে দিয়েছেন — ইসলামিক মৌলবাদের বিরোধিতা করার হিম্মত বা আন্তরিকতা কোনওটাই এঁদের নেই।

এই আচরণ এবং এরই সঙ্গে স্রেফ ভোটের রাজনীতির স্বার্থে কংগ্রেস, বামপন্থী, সমাজবাদী ইত্যাদি ইত্যাদিদের ইসলামিক মৌলবাদীদের তোষণ, ভারতে ইসলামিক জঙ্গিদের জাল বিছাতে পরোক্ষে মদত জুগিয়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি, মুর্শিদাবাদ এবং মালদা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইসলামিক মৌলবাদীরা তালিবানি শাসন কায়েম করেছে। এই অঞ্চলে ইসলামিক মৌলবাদীদের যথেচ্ছাচার বন্ধ করতে বা এদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে কংগ্রেসি, বামপন্থী এবং প্রগতিবাদীদের প্রচণ্ড অনীহাও প্রত্যক্ষ করেছি। মালদা বা মুর্শিদাবাদই শুধু নয়। খোদ শহর কলকাতায় কর্মব্যস্ত একটি দিনে শিয়ালদহ থেকে পার্কসার্কাস পর্যন্ত একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে মাত্র কিছুদিন আগেই কিছু উগ্র মৌলবাদী যুবক অচল করে রেখেছিল। কংগ্রেস, বামপন্থী বা কোনও প্রগতিবাদীকে সেদিন টু শব্দ করতে দেখা যায়নি। রাজ্য সরকার নীরব দর্শক হয়েছিল। কলকাতারই প্রধান রাজপথে ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠনগুলি সমাবেশ করে বাংলাদেশে গণহত্যার নায়কদের ফাঁসির প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই কলকাতারই মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে এক হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মৌলবাদীদের রোষে পড়ে আজ তিন মাস কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছেন না। কোনও প্রগতিবাদী, কোনও বামপন্থী বা রাজ্যের কোনও রাজনৈতিক দল সেই শিক্ষকের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। একটু খোঁজ-খবর নিলেই জানা যাবে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে বেশ কিছু হিন্দু পরিবারকে তাদের জমি-বাড়ি বিক্রি করে চলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বপর্তী এলাকায় সন্দেহজনক ব্যক্তিরা প্রায় গায়ের জোরে, অনেক সময় ভয় দেখিয়েও ফ্ল্যাট কিনছে। কারা এরা? কী এদের পরিচয়? এদের প্রকৃত উদ্দেশ্যই বা কী? সরকার, পুলিশ প্রশাসন কখনও তো খোঁজ নেয় না এসবের।

ইসলামিক মৌলবাদীদের প্রতি এভাবে চোখ বুঁজে থাকা, বা ভোটের রাজনীতির স্বার্থে সব দেশে, সব জেনে-বুঝেও না বোঝার ভান করা কার্যত আমাদের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করছে। নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে আমাদেরই। এভাবে চোখ বুজে থাকার কারণেই ইসলামিক মৌলবাদীরা প্রশ্রয় পেয়েছে। এই নীরবতাকে তারা আমাদের ভীতি বলে মনে করেছে। মনে করেছে, যা ইচ্ছা তাই করার সার্টিফিকেট তাদের হাতে চলে এসেছে। মুক্ত চিন্তার পশ্চিমবঙ্গ এখন তাদের অঙ্গুলি হেলনে চলবে — এমনই মনে করছে এই ইসলামিক মৌলবাদীরা। কার্যত তাই চলছেও — তসলিমা নাসরিনের বিতাড়ন থেকে শুরু করে প্রকাশ্য রাজপথ বন্ধ করে তাণ্ডব করা — এসবের ভিতর দিয়ে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, এই ইসলামিক মৌলবাদীদের দাপটের কাছে আমরা এখন নতজানু। আর অতি সম্প্রতি, প্রকাশ্য রাজপথে গোমাংস ভক্ষণ করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর পাশাপাশি ইসলামিক মৌলবাদীদের আরও উৎসাহ জুগিয়েছেন কতিপয় ভারত-বিদ্বেষী ব্যক্তি। মনে রাখতে হবে, ইসলামিক মৌলবাদ এ দেশে যত প্রশ্রয় পাবে — ততই আইএস-এর ভারতে ঢোকার রাস্তাও প্রশস্ত হবে।

আইএস-এর মতো ইসলামিক মৌলবাদী গোষ্ঠীর মোকাবিলায় ভারতকে সর্বাগ্রে তাই ঘরের শত্রু এই ঘোগদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এই ঘরের শত্রুদের যতদিন দমন করা না যাচ্ছে, ততদিন আইএস-এর বিরুদ্ধে লড়াইও সর্বাত্মক হয়ে উঠবে না। আইএস-কে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত এবং প্রতিরোধ করতে গেলে তাদের সুহৃদ অতি বাম, মেজো বাম, ছোটি বাম এবং তথাকথিত প্রগতিবাদীদের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তাদের মুখোশটি ছিঁড়ে ফেলে দেশবিরোধী মুখটি চিনিয়ে দিতে হবে দেশের মানুষকে। দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্বের পক্ষে এরা যে কতখানি ক্ষতিকর — সেটা প্রকাশ করে দেওয়ার সময় বোধকরি এসে গিয়েছে। —*সৌজন্যে বর্তমান*

কলকাতার কড়চা

ছবির প্রেরণা কবির গান

নিজের রচনার অলংকরণ সাধারণ চাইতেন না রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু ছবির সঙ্গে লেখার একটা সংলাপ তৈরি করতে চেয়েছেন অনেক বার। সে ভাবেই তাঁর গানের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটি ছবি। এ সব ছবি কিছু ক্ষেত্রে গানের উৎস, কিছু ক্ষেত্রে যে ঘটনা থেকে গানের জন্ম সেই ঘটনারই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চিত্রভাষ্য। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্য কোনও রচনায় স্মৃতিসূত্রে এসেছে গান। সেই রচনার অলংকরণ করতে গিয়ে শিল্পী বেছে নিয়েছেন গানটি। এই ধরনের গানের ছবির সবচেয়ে স্মরণীয় উদাহরণ সম্ভবত জীবনস্মৃতি-র প্রথম সংস্করণে 'হেলাফেলা সারাবেলা' গানটির সঙ্গে মুদ্রিত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিটি। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি ছবি ও রবীন্দ্রভবন সংগ্রহালয় থেকে সংশ্লিষ্ট গানটির পাণ্ডুলিপির উপস্থাপনে এক অভিনব বই এ বার বইমেলায়। রবীন্দ্রনাথের গানের ছবি (প্রতিক্ষণ) বইটিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা ছবির ঘরানার সঙ্গে তাঁর এই সব গানের ছবির কী বিপুল ফারাক সেটাই দেখিয়েছেন আশিস পাঠক। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে প্রকাশিত ছবিগুলিই জায়গা পেয়েছে এ বইয়ে। ছবিগুলি এবং প্রাসঙ্গিক গানগুলির নেপথ্য কাহিনী বা প্রকাশোত্তর কাহিনিও সবিস্তারে আছে এ বইয়ে। আছে বহু দুষ্প্রাপ্য ছবিও। মন গীতাঞ্জলি অ্যান্ড ফ্লুট-গ্যাদারিং-এর জন্য গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আঁকা অথচ বইয়ে ব্যবহৃত না হওয়া দুটি, গগনেন্দ্রনাথেরই আঁকা 'একলা বসে হের তোমার ছবি' গানটির ছবি। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ কর, অসিতকুমার হালদার, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো সুপরিচিত শিল্পীর ছবির পাশাপাশি 'এরে ভিকারি সাজায়ে', 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে', 'তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে', ইত্যাদি গানের সঙ্গে নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, খগেন রায়, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তর মতো তুলনায় স্বল্প-পরিচিত বা কম দেখা শিল্পীদের আঁকা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ছবিও পত্রপত্রিকার পাতা থেকে তুলে আনা হয়েছে এ বইয়ে। শিল্পীদের পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি দুর্লভ প্রতিকৃতি। সঙ্গের ছবিতে বাঁ দিকে বইটির প্রচ্ছদ, আর ডান দিকে সত্যেন্দ্রনাথ বিশীর অলংকরণ, 'আমার নিশীথ রাতের বাদল-ধারা' গানের সঙ্গে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

হোম ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি আর কেমব্রিজ ম্যানুয়ালস অফ সায়েন্স অ্যান্ড লিটারেচার-এর আদর্শে 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালার পরিকল্পনা ১৯১৭ সালে। ২৬ বছর পরে প্রথম বই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের স্বরূপ। ১৯৮১ পর্যন্ত ১৩৫টি বই প্রকাশিত। এ বার তার পুনঃপ্রকাশের আয়োজন বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন খণ্ডে নতুন ভূমিকা-সহ, জানিয়েছেন গ্রন্থনবিভাগের পরিচালক রামকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথম তিনটি সংকলন ভারত-সংস্কৃতি, গণিতবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-কৃত মূল প্রচ্ছদপটটিই ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতিটি সংকলনে, থাকছে গ্রন্থ-পরিচয়ও।

শিল্পী-স্মরণ

গত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে পত্রপত্রিকায় সচিত্রকরণ, বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছেন যে সব শিল্পী, তাঁদের ক'জনের কথা আমরা মনে রেখেছি? জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাস রচনাবলিতে স্থায়ী জায়গা পায়, হারিয়ে যায় তার মূল অলংকরণ। সুবোধ দাশগুপ্ত এই পর্বেরই এক স্বশিক্ষিত শিল্পী, যিনি চলতি ধারার বাইরে গিয়ে 'সবসময়েই চেষ্টা করতেন নতুন ভাবে কিছু করার', লিখেছেন কৃষ্ণেন্দু চাকী, সুবোধ দাশগুপ্ত। অলঙ্করণ ইত্যাদি (সম্পা সন্দীপ দাশগুপ্ত, লালমাটি) বইয়ের ভূমিকায়। শিল্পীর 'আত্মদর্শন'এ বই শুরু, লেখক শিল্পী বন্ধু গুণগ্রাহীরা তুলে ধরেছেন তাঁর কাজের বিচিত্র দিক, আছে নিজের লেখা। তবে সবথেকে বেশি আছে তাঁর অলংকরণ। আর প্রচ্ছদের নমুনা, বড় যত্নে সাজানো। এই শিল্পীদের নিয়ে এমন বই আরও হোক।

সাক্ষাৎকার

সত্যজিৎ রায়কে যে সারা জীবন ধরে অজস্র সাক্ষাৎকার দিয়ে যেতে হবে এটা নিতান্তই স্বাভাবিক। নিছক সাদামাটা পুনরাবৃত্ত প্রশ্নোত্তরের বাইরেও অনেক কথোপকথনেই উঠে এসেছে বাংলার শিল্পসংস্কৃতি ও তাঁর নিজের কাজ নিয়ে নানা গভীর উচ্চারণ। এ সবই ছড়িয়ে আছে নানা পত্রপত্রিকায়। সোমনাথ রায় সম্পাদিত 'এখন সত্যজিৎ' ইতিমধ্যেই প্রায় ৪৫টি সাক্ষাৎকারের হদিশ পেয়েছে, এ বারের 'সাক্ষাৎকার সংখ্যা'য় ছাপা হয়েছে ২০টি। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সত্যজিতের কথাবার্তাটি এ সংখ্যার প্রবেশক, তার পর চলচ্চিত্র, ম্যাজিক, রবীন্দ্রসংগীত, সন্দেশ, শিল্পকলা এমন বহু বিষয়ে সত্যজিতের চিন্তা সংখ্যাটিতে ধরা রইল।

আন্দামান

সিপাহি বিদ্রোহের ২০০ জন বন্দিকে ১৮৫৮-য় নিয়ে যাওয়া হয় আন্দামানে। সেই শুরু। আর ১৯০৯-এ আন্দামান সেলুলার জেলে প্রথম ঠাঁই হল রাজনৈতিক বন্দিদের পাঁচ জনের একটি দলের (মানিকতলা বোমার মামলা)। ১৯০৯-'৩৮ পর্বে আন্দামানে শাস্তি ভোগ করেছেন এমন বন্দিদের ঠিকুজি খুঁজেছেন, 'আন্দামান নির্বাসিত বন্দি মৈত্রী চক্র'-এর সভাপতি অনুপ দাশগুপ্ত, বিপ্লবী সুশীল দাশগুপ্তের পুত্র। তাঁর হিসাবে এমন ৫৯৬ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মধ্যে বাংলারই ছিলেন ৪০৬ জন, আর পঞ্জাবের ১০১! জেলের ইতিহাসের সঙ্গে বন্দিদের পরিচয় এবং অধিকাংশের ছবি দিয়ে সেলুলার জেলে নির্বাসিত বিপ্লবীদের কথা প্রকাশ পেল (সংকলন, সম্পাদনা অনুপ দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ। গুরুত্বপূর্ণ যে সব মামলায় এঁদের শাস্তি হয়, আছে তারও দীর্ঘ বিবরণ। নিঃসন্দেহে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ আকার হয়ে থাকবে বইটি।

বই পড়া

উনিশ শতকের সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে যতটা চর্চা এগিয়েছে, ততটা কি বিংশ শতাব্দীর বেলাতেও খাটে? বোধ হয় না। সে জন্যেই ফেলে-আসা শতকের বাংলা বই নিয়ে বিদ্যাচর্চার অভিপ্রায় থেকে বেরল কোরক-এর (সম্পা তাপস ভৌমিক) বইমেলা সংখ্যা 'বাংলা বই ও বই পড়া'। এটিকে 'বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রস্তুতি বা উপাদান' মনে করেন সম্পাদক। তিন পর্বে বিভক্ত সংখ্যাটির প্রথম পর্বে উনিশ-বিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের মনন ও জ্ঞানচর্চা। দ্বিতীয়পর্বে একালের বিশিষ্ট মানুষজনের ভাললাগা বই নিয়ে নিবন্ধ। শেষ পর্বে কয়েক জন অবাঙালি ব্যক্তিত্বের প্রিয় বাংলা বই ও তাঁদের বাংলা সাহিত্যচর্চার কথা।

স্বপনকুমার

'দীপক চ্যাটার্জীর একের পর এক দুঃসাহসিক অভিযান আমাদের বেঁচে থাকার রসদ, ছেলেবেলাকার দুঃসাহসের দস্তাবেজ।' মনে করেন অভি চক্রবর্তী, অশোকনগর নাট্যমুখ-এর কর্ণধার। তাঁর সঙ্গে আঁতাত কৌশিক মজুমদারের, যিনি মনে করেন 'ফেলুদা-ব্যোমকেশের এই মহারণে আবার দীপক চ্যাটার্জী হেরে যাচ্ছেন। প্রাণ হাতে নিয়ে, লোহার পাইপ বেয়ে উঠে এই দীপকই তো একদিন কলকাতা শহরকে রক্ষা করত ... ভয়ঙ্কর ভিলেনদের হাত থেকে।' এ দু'জনের যোগসাজশে বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে মঞ্চ দাপাতে আসছে দীপক। তার ভূমিকায় পুণে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিসন ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র সমদর্শী দত্ত। প্রযোজনার প্রাক্‌পর্বে অভি যেমন ঋণী কৌশিকের কাছে, তেমনই প্রাণিত হয়েছেন ব্রাত্য বসুর থেকে। স্বপনকুমার-দীপক চ্যাটার্জীকে নিয়ে একটি গবেষণা পুস্তিকা (লালমাটি) বেরল বইমেলায়, মঞ্চায়নের আগাম ঘোষণা সম্বল করে। 'আসন্ন গরমের ছুটিতে প্রথম অভিনয়, কারণ ছোটবেলায় ওই ছুটিটাতেই তো স্বপনকুমার গোগ্রাসে গিলতাম।' অভির সংযোজন।

আঁতের কথা

অতঃপর অন্তঃপুরে-তে তিনি আশ্চর্য করেছিলেন। এ বার পুবালি পিঞ্জিরা-য় (গাঙচিল) আবিষ্ট করলেন সামরান হুদা। এই বই হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের এক মেয়েরচোখে ঘর-গেরস্থালি আর পাড়াপ্রতিবেশীর কথা। নিছক স্মৃতিকথন নয়, দূর থেকে দেখা কিছু পিছুটানের জাফরি সাজিয়ে সাজিয়ে আলোআঁধারি ঝরোখা বানিয়ে তুলেছেন সামরান, যেখানে প্রত্যহের যাপনে মিশে রয়েছে লোকজ সংস্কৃতির আদিগন্ত। এই কথকথায় সার্থক সংগত দিয়েছেন পিয়ালী সাধুখাঁ, তাঁর অজস্র লিনোকাটে সেজে উঠেছে পটভূমি। সঙ্গে প্রচ্ছদ।

আলোচনা

গত বছরের শেষের দিকে বিশ্বের নজর ছিল প্যারিসের ওপর। পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কী আলোচনা হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কী ভূমিকা ছিল, আগামী দিনে ভারতের মতো ফাস্ট গ্রোইং ইকনমি-র কী ভূমিকা থাকবে — এমন সব বিষয়ে আলোচনার আয়োজন ছিল মডার্ন হাই স্কুল ফর গার্লস-এ। প্রধান বক্তা ছিলেন কলকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেল ক্রেগ হল। উপস্থিত ছিল বিভিন্ন স্কুলের প্রায় দুশো ছাত্রছাত্রী। আলোচনায় উঠে এল কলকাতার দূষণমাত্রার কথা। ক্রেগ বললেন তাঁর দেশের এমন নদীর কথাও, যাতে দূষণের কারণে আগুন ধরে যেত। পরিবেশ বাঁচানোর ক্ষেত্রে কত বড় ভূমিকা থাকবে আগামী প্রজন্মের, বললেন সেই নিয়েও। শুরুতে ছিল ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের 'আলো আমার আলো' গানে গলা মেলালেন কনসাল জেনারেলের স্ত্রী মিরইউং হল-ও।

শতবর্ষে

'তাঁর রচিত গল্পে উপন্যাসে মেয়েদের প্রতি যে সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে সেটাই আসল। বাস্তবিক এ দেশের হতভাগিনী মেয়েদের প্রতি তাঁর মহানুভব সহানুভূতি ছিল।' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পর্কে। লিখেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও 'এই রকমের একটা বিশ্বাস খ ব সংগোপনে তিনি লালন করতেন যে, যা স্বাভাবিক, তা-ই সত্য। সেই সত্যের বাইরে তিনি কখনও পা বাড়াননি।' বেশ কিছু জরুরি লেখা, যা থেকে পাঠক চিনে নিতে পারবেন 'লেখক' ও 'মানুষ' নরেন্দ্রনাথকে। জন্মশতবর্ষে অভিজিৎ মিত্রের সম্পাদনায় পদক্ষেপ বের করল তাঁর 'জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা'। অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত বেশ কিছু রচনাও আছে তাঁর। পিতার আখ্যান রচনার ধরন নিয়ে স্বয়ং সম্পাদকেরও দীর্ঘ রচনা — 'নরেন্দ্রনাথ মিত্র পরম্পরা।'

পথিকৃৎ

'এই আলালীভাষার সৃষ্টি হইতে বঙ্গসাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল'। মন্তব্য শিবনাথ শাস্ত্রীর। কিন্তু শুধু কি বাংলা চলিত ভাষা, বাংলা উপন্যাস বা ছোটগল্পের পথিকৃৎ হিসাবেই প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) স্মরণীয়? ডিরোজিয়ো-র ছাত্র প্যারীচাঁদ যে মেয়েদের জন্য 'মাসিক পত্রিকা'-র প্রকাশক, বহু বিদ্বৎসভায় সক্রিয় ভূমিকায়, পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক, নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, আইনসভার সদস্য, কৃষি বিদ্যার চর্চায় অগ্রগণ্য, শেষ পর্বে আধ্যাত্মজিজ্ঞাসু, তার কতটুকু সম্বন্ধে এই দ্বিশতবর্ষ পেরিয়ে আমরা সচেতন? সংবর্তক (সম্পা প্রসুন ধর) ৯০০ পৃষ্ঠার প্যারীচাঁদ মিত্র সংখ্যায় এই কাজটিই করতে চেয়েছে। বিভিন্ন দিকে আলো ফেলার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে প্যারীচাঁদের নির্বাচিত ইংরেজি ও বাংলা রচনা। মুদ্রিত হয়েছে প্যারীচাঁদের একটি দুর্লভ ছবি, তবে 'হিন্দু কলেজ' পরিচয়ে মুদ্রিত ছবিটি আসলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধুনালুপ্ত সেনেট হল-এর।

নাট্যশাস্ত্র

ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র'। সে তো ভারি কঠিন বিষয়, পড়ে বোঝাও শক্ত, আর সে কবেকার কথা, এখন যারা নাটক শিখতে চায় তাদের কতটুকুই বা কাজে লাগবে! ব্যাপারটা যে আদৌ তেমন নয়, তা দেখা গেল দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের ভারতের নাট্যশাস্ত্র। একটি সহজ পাঠ (শিশু কিশোর আকাদেমি) বইতে। কাজে তো অবশ্যই লাগবে, মুখবন্ধে লিখেছেন শাঁওলি মিত্র, 'এই শাস্ত্রের একরকম ধারণা যদি নতুন শিক্ষার্থীদের মনে আঁকা থাকে তাহলে তা নতুন নতুন পথের আবিষ্কারের প্রেরণা জোগাবে।' আর তিন দশকের নাট্যকর্মী দেবেশ কঠিন শাস্ত্রকে সত্যিই সহজ করেছেন, আধুনিক উদাহরণ দিয়ে চমৎকার সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন অতীত-বর্তমানের।

অতীন্দ্রিয়

'তোমারই ঝরনার থেকে জলপান করছিলাম আমি / আর সেই জলের বিদ্যুৎ / মুহূর্তে গ্রাস করল আমায় —' কিংবা, 'আয়নার দিকে পাথর ছুঁড়তে চাও / আমিই সেই আয়না আর এই নাও পাথর' — আটশো বছর আগের এই দিব্যোন্মাদ প্রেমের উচ্চারণ জালালউদ্দিন রুমির কণ্ঠে। ৩৭ বছরের জ্ঞানচর্চার জীবন থেকে হটাৎই সামসউদ্দিন তাব্রিজি-র সহচর্যে অতীন্দ্রিয় প্রেমের জগতে বিলীন হয়ে যান রুমি, চৌষট্টি হাজার পংক্তির 'মসনবি' ও 'দিওয়ান'-এ ধরা আছে তাঁর সৃষ্টি। তারই অল্প কিছু বেছে নিয়ে ইংরেজি থেকে সহজ ভাষান্তর করেছেন কবি সুদীপ বসু (রুমির প্রেমের কবিতা, ধানসিডি)। অন্যদিকে, সাধক সুফি সুরেরআনন্দে ফের মাততে চলেছে কলকাতা। দেশবিদেশের নানা প্রান্তের গায়ক-রসিকের সমাগম দেখবে শীত শেষের শহর। একই মঞ্চে শোনা যাবে ব্রজিল, পর্তুগালের সঙ্গীতশিল্পী থেকে গ্রামবাংলার বাউল-ফকিরদের গান। ৫-৭ ফেব্রুয়ারি প্রতি সন্ধ্যায় ৬টা থেকে সুফি সূত্রের বসছে আসর রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে। দিনভর চলবে গান নিয়ে কর্মশালাও।

বিলের গল্প

ছোট্ট ছেলে জয়। রোজ ঘুম থেকে দেরিতে ওঠে, পড়া মনে রাখতে হিমশিম খায়। বন্ধু জুন-এর বাড়িতে আছেন গুরুজি, তিনি শোনান 'বিলে' নামের একটা ছেলের গল্প। সেও খুব দুরন্ত, গুরুমশায় পড়ানোর সময় চোখ বন্ধ করে থাকে যেন ঘুমোচ্ছে, কিন্তু প্রশ্ন করলেই চটপট নির্ভুল উত্তর। স্বামী বিবেকানন্দের ছেলেবেলার বিলেকেই নায়ক করে আজকের শিশুদের জন্য সুকঙ্কণ রায় ও তাঁর বন্ধুরা লিখেছেন কমিক্স 'বিলে এক বিস্ময় বালক'। লক্ষ্য, বিলের জীবনের নানা গল্পের মধ্য দিয়ে শিশুমনে মানুষ গড়ার শিক্ষা চারিয়ে দেওয়া। আপাতত লেখা হয়েছে বাংলা-ইংরেজি দুই ভাষাতেই, সঙ্গে আছে একটি 'অ্যাক্টিভিটি বুক'ও। বিলেকে নিয়েই সুকঙ্কণের বানানো অ্যানিমেশন ছবি 'সাউন্ড অব জয়' সম্প্রতি জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছে। কয়েক বন্ধু মিলে বানিয়েছেন ওয়েবসাইট 'সাউন্ডঅবজয় ডট ওআরজি', সেখানেও মিলবে এই কমিক্স আর ছবির খোঁজ, মা-বাবাদের জন্য পেরেন্টিং টিপ্‌সও।

চেতনা

'যত গাছপালা যত জীবন পশুপাখি — / এসো, সবাইকে যত্নে বাঁচিয়ে রাখি। / এরা যদি বাঁচে, তবেই আমরা বাঁচি। / প্রকৃতি, মানুষ — থাকুক না কাছাকাছি।' চণ্ডী লাহিড়ীর মনের খুশিতে আঁকা ২৯টি ছবির সঙ্গে মিলিয়ে ছড়া লিখেছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুরোধে। পরিবেশ চেতনা গড়ে তুলতে তাঁরা কার্টুন ও ছড়াকেই মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন বলে মুখবন্ধে জানিয়েছেন পর্ষদ-সভাপতি কল্যাণ রুদ্র। সুন্দর বইটি বিভিন্ন স্কুলের মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

বিবেকহীন ছাত্রবিপ্লব

অর্পণ সেনগুপ্ত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বারবারই রাষ্ট্রের বিবেক হিসাবে কাজ করে এসেছে। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে মাথাব্যাথার রসদও জুগিয়েছে। ঐতিহাসিকভাবেই এই প্রতিষ্ঠানেরদেওয়ালে দেওয়ালে 'বিপ্লবের মন্ত্র' লেখা রয়েছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (এনসিই) তৈরিই হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের সোলামির শিক্ষা থেকে দূরে সরে অন্য কিছু ভাবার উদ্দেশ্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করলেই তখন কেরানি বা সরকারি আধিকারিকের চাকরি বাধা। তাই উগ্র জাতীয়তাবাদ সেটাকে নাম দিয়েছিল 'গোলদীঘির গোলামখানা'। অন্যদিকে, এনসিই (যা পর বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে মিশে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম দেয়) ছিল স্বদেশি কার্যকলাপের পীঠস্থান। ছাত্রদের আরও বেশি করে জাতীয়তাবাদের দিকে ঠেলে দেওয়া হত এখানে। পরবর্তীকালে স্বদেশি

আন্দোলনের জায়গাটা নিয়ে নেয় নকশাল আন্দোলন। ছবিটা তার পর থেকেই বদলে যেতে থাকে। সেই পরিবর্তিতত ছবিতে তুলির সবচেয়ে কলঙ্কিত আঁচড়টি সম্ভবত ছিল উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনের মৃত্যু। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক বেশ কিছু ঘটনার পর্যালোচনা করতে গেলে এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা একবার স্মরণ করে নেওয়া জরুরি।

শাসককে রেয়াত না করাই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। নন্দীগ্রামের পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে কালো পতাকা দেখিয়েছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল ছাত্রছাত্রীই। তারপর এসএফআইয়ের পান্ডারা তাদের বেদম ঠেঙিয়েছিল (প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেও), সেটা অবশ্য অন্য কথা। শ্লীলতাহানির অভিযোগ যথাযথ তদন্তের দাবিতে অবস্থানরত ছাত্রদের পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তী মুক্ত হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠে 'হোক কলরব' আন্দোলন তৈরি হয়েছিল। সেই আন্দোলনে বহুদিন পর শহরবাসী একটা স্বতঃস্ফূর্ত উম্মাদনা দেখেছিল।পরবর্তীকালে অবশ্য এই আন্দোলনের ভ্রান্ত দিকগুলিও সবার সামনে এসেছে। সে কথায় পরে আসা যাবে।

সপ্তাহখানেক ধরে যাদবপুর উত্তাল হয়ে রয়েছে ছাত্রভোটের দাবিতে। টানা ৫৪ ঘণ্টা ঘেরাও থাকারপর মুক্ত হয়েচেন বর্তমান উপাচার্য সুরঞ্জন দাস, রেজিস্ট্রার প্রদীপকুমার ঘোষ, এবং এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্যান্যরা। কিন্তু ছাত্রভোট করাতে অসুবিধা কী? সেটা হল রাজ্য সরকারের একটি আদেশ। তাতে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক প্রভৃতি পরীক্ষাগুলির জন্য আপাতত সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নির্বাচন বন্ধ থাকবে। লিখিতভাবে না হলেও তা যে জুন-জুলাইয়ের আগে নেওয়া যাবে না, তার ইঙ্গিত একাধিকবার শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও দিয়েছেন। ২০১২ সালে গার্ডেনরিচের হরিমোহন ঘোষ কলেজের নির্বাচনে দুষ্কৃতীর গুলিতে কলকাতা পুলিশের এক এসআইয়ের মৃত্যুর ঘটনার পরও রাজ্য সরকার একই অবস্থান নেয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য সেবারও ছাত্রভোট স্থগিত করে দিয়েছিল সরকার। কিন্তু এবারের স্থগিতাদেশের পিছনে আরও গভীর কারণ রয়েছে।

রাজ্য সরকার বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোনওরকম গোলযোগ চাইছে না। কারণ ভোটে জেতার জন্য বিভিন্ন জায়গায় পেশিশক্তির আস্ফালন করবে শাসক দলের ছাত্র সংগঠন। আর যাদবপুরে তো তারা খাতাই খুলতে পারে না। এবারও তাই হবে। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের আগে একসঙ্গে এতগুলি নেতিবাচক দিক সামনে আসুক সেটা শাসক দল চাইবে না। কারণ, এগুলিকে খুব স্বাভাবিকভাবেই হাতিয়ার করতে চাইবে বিরোধীরা। লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বোর্ড বা কাউন্সিলের পরীক্ষাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এটা অবশ্য ঠিকই। কিন্তু তার সঙ্গে ছাত্রভোট না করানোর সরাসরিসম্পর্ক যাদবপুরের পড়ুয়ারা অন্তত বুঝতে পারছেন না। তাঁদের দাবী ছাত্রভোট সম্পূর্ণভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যাপার তাতে সরকার কোনওভাবেই নাক গলাতে পারে না। এদিকে সরকারের দাবি, ছাত্র নির্বাচনেও আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি জড়িয়ে থাকে। তাই এতে সরকারের যথেষ্টই ভূমিকা রয়েছে। এবং রাজ্য সরকার সেটাই পালন করছে।

রাজনৈতিক ও শিক্ষামহলের একটা বড় অংশের মতে, 'হোক কলরব' আন্দোলন শক্তিসঞ্চয় করার একমাত্র কারণ ছিল ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢোকা। সেটাই সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। মাঝরাতে পুলিশ ঢুকে ছাত্রদের হাত থেকে তদানীন্তন উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তী এবং এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যদের মুক্ত করে। তা করতে গিয়ে বাধা পেয়ে অনেক ছাত্রছাত্রীকে মারধরও করে বলে অভিযোগ। অভিজিৎবাবু আরও একটু ধৈর্য ধরে পুলিশ ডাকা এড়াতে পারলে আন্দোলন এত শক্তি সঞ্চয় করতে পারত না, এটা ঠিক। কিন্তু তারপর থেকে আন্দোলনের উৎস যে কতটা অসাড় ছিল, তা একে একে প্রমাণিত হয়েছে।

২০১৩ সালের ২৮ আগস্ট ফেস্ট শেষ হওয়ার পর 'সংঘটিত' শ্লীলতাহানির তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি ছিল ছাত্রছাত্রীদের। পরবর্তীকালে শ্লীলতাহানির ঘটনাই অস্বীকার করা হয়েছে তদন্তকারীদের রিপোর্টে। অথচ, সেটা নিয়ে টানা চারমাস একটা আন্দোলন হয়ে গেল। ২০১৪ সালেও ফেস্ট চলাকালীন এক ছাত্রী শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছিলেন। পরে তদন্ত কমিটি সেটাকেও 'মিথ্যা' বলে রিপোর্ট দেয়। ছাত্রছাত্রীদের একাংশই অভিযোগ নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, কেউ নেশার সামগ্রী নিয়ে যাতে ফেস্টে না ঢোকে, সেই কারণে ব্যাগ তল্লাশি হচ্ছিল। মেয়েটি ব্যাগ তল্লাশি করতে গিতে অস্বীকার করে তাই তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া ছেলে ও মেয়েদের আলাদা লাইন ছিল। ফলে শ্লীতাহানির প্রশ্নই ওঠে না। ওয়াকিবহাল মহল আর্টস ফ্যাকাল্টি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির রাজনৈতিক লড়াই হিসাবেই আখ্যা দিয়েছিল ঘটনাটিকে। কিন্তু সেটা নিয়েও একটা 'মিনি আন্দোলন' সৃষ্টি হতে চলেছিল।

শুধু তাই নয়। অভিজিৎ চক্রবর্তী বার বার দাবি করেছিলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কুলের অধিকর্তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পদত্যাগ করতে বলা এবং মাদকসেবন বন্ধে তিনি কড়া হওয়ার কারণে শিক্ষক এবং ছাত্র সমাজ একযোগে তাঁর পিছনে লেগেছে। সেটাও পরবর্তীকালে অনেকটাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছিল। প্রথমত, শিক্ষকরা অভিজিৎবাবুর বিরুদ্ধে যে প্লেজিয়ারিজমের অভিযোগ আনেন, তা এখনও কোথাও প্রমাণিত হয়নি। পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকসামগ্রী সরবরাহের জন্য একাধিক 'পেডলার' এবং 'সাপ্লায়ার'কে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশের নারকোটিক্স সেল।

এবার অবশ্য সুরঞ্জনবাবুর অবস্থা অনেকটাই তাঁর অনুকূল। শিক্ষকদের একটা বড় অংশেই তাঁর পাশে ছিলেন। গত ছাত্র নির্বাচনে এসএফআই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক কারণেই দ্রুত ভোট করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল তারা। আন্দোলন শুরু তাদেরই হাত ধরে। কিন্তু সিপিএম-প্রভাবিত সিক্ষক সংগঠন 'জুটা' এসএফআইকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু সেই সময় আন্দোলনের রাশ ধরে ফেলে নকশালপন্থী এবং সেই অর্থে পার্টির তকমা না থাকা ছাত্র সংগঠনগুলি। তারপরেই একগুঁয়ে ঘেরাও টানা ৫৪ ঘণ্টা ধরে চলে। এখানেই প্রশ্ন ওঠে, ছাত্রনির্বাচনের মতো একটা বিষয় কি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাই কার্যত অচল করে দিতে হবে? শুধুই কি স্বশাসন, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের প্রতি অগাধ প্রেম, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও খেলা?

হোক কলরব, এরপর গেরুয়া 'সংস্কৃতি পুলিশ'-এর বিরোধিতা করে 'হোক চুম্বন' আন্দোলনে নামেন পড়ুয়ারা। কারণ এবং উদ্দেশ্য যাই হোক, যাদবপুর থানার সামনে প্রকাশ্যে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের চুমু খাওয়ার বিষয়টি ভালোচোখে দেখেনি সমাজের সিংহভাগ অংশ। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং সামাজিক 'ট্যাবু' কাটাতে স্যানিটারি ন্যাপকিন নিয়ে আন্দোলনকেও তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে সমাজ। তারপর থেকে আন্দোলনকারীদেব্দর বিশ্বাযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। তবে, এটাও ঠিক, নিজেদের আগের ভুলগুলি থেকে সিক্ষা নিয়ে আরও সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করবেন পড়ুয়ারা। তাঁরা দেখেছেন, ঘেরাওয়ের মতো আগ্রাসী পদ্ধতি নিয়ে দাবি আদায় হয়নি। বরং অনশনের মতো চিরাচরিত পথেই এসেছে সাফল্য। এবারও জনসমর্থন পেতে মহামিছিল করেই তাঁরা আন্দালন এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। ছাত্ররা যত বেশি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবি আদায়ে সচেষ্ট হয়, ততই তাদের পক্ষে ভালো। এতে আখেরে ভালো হবে বিশ্ববিদ্যালয়েরই।

—*সৌজন্যে বর্তমান*

ভুয়ো নামের সিম যাচ্ছে জঙ্গিদের হাতে

রাজ্যকে সতর্ক করল কেন্দ্র

শুভ্রা চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা

উপযুক্ত নথি ছাড়াই রাজ্যে দেদারে বিক্রি হচ্ছে মোবাইলের সিম। অনেক ক্ষেত্রে আবার ভুয়ো নথি দিয়েও সিম তুলে নেওয়া হচ্ছে। যা চলে যাচ্ছে অপরাধী এবং জঙ্গিদের হাতে। তা নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। উদ্বিগ্ন কেন্দ্র এই বিষয়ে রাজ্যকে সতর্ক করে কয়েকদিন আগেই বার্তা পাঠিয়েছে। পাশাপাশি এও বলা হয়েছে, এই নিয়ে এখনই ব্যবস্থা না নিলে আগামীদিনে তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। কলকাতাসহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় এই কারবার চলছে বলে জানানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। শুধু তাই নয়, এ রাজ্যের কোথায় কোতায় এই ধরনের সিম বিক্রি হচ্ছে, তার তালিকা দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে দু-একটি সংস্থার কথাও বলা হয়েছে। যাদের সিম নথি ছাড়া বা ভুয়ো নথি দাখিল করে পাওয়া যাচ্ছে। একটি চক্র এর পিছনে সক্রিয় বলেই মনে করা হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী নথি ছাড়া বাজারে মোবাইলের সিম বিক্রি হওয়ার কথা নয়। যদি কোনও সংস্থা তা বিক্রি করে, তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট দারায় মামলা হওয়ার কথা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে সম্প্রতি বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা রিপোর্ট পাঠিয়ে বলেছে, নিয়ম মানা হচ্ছে না এ রাজ্যে। মূলত বেশ কিছু নম্বর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা ট্র্যাক করতে গিয়ে দেখেন, সিমের মালিকের কোনও তথ্য সার্ভারে নেই। এমনকী এই ব্যাপারে মোবাইল সংস্থার ডেটাবেসে যে তথ্য থাকা দরকার, তাও তাদের কাছে নেই। অথচ এই সিমগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। কারা ব্যবহার করছে সেই সিম, তার খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায়, কোনও অপরাধী বা জঙ্গিদের স্লিপার সেলের কোনও জেহাদির হাতে চলে গিয়েছে। শুধু রাজ্যের মধ্যেই নয়, ভিনরাজ্যেও তা ব্যবহার হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একসঙ্গে অনেকগুলি সিম কেনা হচ্ছে। কেনার পর নথিই জমা পড়েনি। কয়েকটি ক্ষেত্রে ভুয়ো নথিও জমা দেওয়া হয়েছে। অথচ যে সংস্থা থেকে এই সিম কেনা হচ্ছে, তাদের দায়িত্ব নথি জমা নেওয়ার পর ক্রেতাকে সিম বিক্রি করা। এক্ষেত্রে কোনও নিয়মই মানা হচ্ছে না। নথি জমা না পড়লেও সেই সিম সক্রিয় থেকে যাচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী, কাগজপত্র জমা না পড়লে এক সপ্তাহ থেকে দশ দিনের মধ্যে সিমটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। এই দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মোবাইল কোম্পানির। তাদের গাফিলতি থাকায় বছরের পর বছর নথি ছাড়াই সক্রিয় থেকে যাচ্ছে সিমগুলি। এক্ষেত্রে মোবাইল সংস্থাগুলিকে কাঠগড়ায় তুলছে কেন্দ্র। দেখা যাচ্ছে এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী লাগোয়া বিভিন্ন জেলায় এই সিম বিক্রির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। কারণ এখান থেকেই সীমান্ত পেরিয়ে সহজেই সিম পাচার করে দেওয়া সম্ভব ভিন দেশে। রাজ্যের কাছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

পাঠানো গোপন বার্তায় কমপক্ষে ৫০টির বেশি সংস্থার কথা উল্লেখ রয়েছে। যেখান থেকে নথি ছাড়াই ঢালাওভাবে বিক্রি হচ্ছে মোবাইলের সিম। আর এ রাজ্য থেকে জঙ্গিদের হাতে যেহেতু আগেই সিম গিয়েছে, তাই কেন্দ্রের চিন্তা বেড়েছে। এক্ষেত্রে তাদের তরফে হায়দরাবাদের বিস্ফোরণসহ একাধিক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। যেখানে জঙ্গিদের কাছ থেকে মিলেছিল এরাজ্যের সীম। দিল্লির এই বার্তা থেকেই স্পষ্ট, এক্ষেত্রে রাজ্য বা কলকাতা পুলিশের যে নজরদারি থাকা উচিত, তা নেই। এমনকী প্রশাসনের তরফেও এই নিয়ে কোনও হেলদোল নেই। এই ফাঁক গলেই নথি ছাড়াও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সিম। এই বার্তার পর রাজ্য পুলিশের কর্তাদের টনক নড়েছে। নথি ছাড়া সিম বিক্রয়কারী সংস্থার বিরুদ্ধে এবার তারা অভিযানে নামছে বলে সূত্রের খবর।

—*সৌজন্যে বর্তমান*

নতুন ব্যবসায় নাক গলাতে নারাজ মোদী

কেমব্রিজ থেকে পড়াশোনা সেরে ফেরা মেয়ের মুখে ব্যবসা শুরুর কথা শুনে মা বলেছিলেন, 'সর্বনাশ'।

সেদিনের সেই মেয়ে, লাইমরোড ডট কম-এর প্রতিষ্ঠাতা শুচি মুখোপাধ্যায়ের মুখে আজ এই গল্প শুনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বললেন, ''সকলের জীবনেই এমন দিন এসেছে। নতুন ভাবনা, নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যবসায় নামার কথা শুনলে মা না বললেও অন্য কেউ সর্বনাশ বলেছে।''

ওই আপত্তি সত্ত্বেও প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী পরিকল্পনার মাধ্যমে যারা নতুন ধরনের পণ্য বা পরিষেবার ব্যবসা বা স্টার্টআপ শুরু করছেন, তাঁদের জন্য আজ সিংহভাগ লাল ফিতের ফাঁস খুলে দিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। শুচি, ফ্লিপকার্টের সচিন বনসাল বা পেটিএম-এর বিজয়শেখর শর্মার মতো তরুণ শিল্পপতিরা যাতে লাল ফিতের বাধার বদলে লাল কার্পেটে হেঁটে ব্যবসা শুরু করতে পারেন, আজ তার জন্য 'স্টার্টাপ অ্যাকশন প্ল্যান' ঘোষণা করল নরেন্দ্র মোদী সরকার। যার মূল মন্ত্র হল, সরকার নাক গলানোর বদলে সহায়কের ভূমিকা নেবে। তার সঙ্গে একগুচ্ছ কর ছাড়, একদিনের মধ্যে সংস্থার নথিভুক্তকরণ, দ্রুত ছাড়পত্র, বিশেষ তহবিলের ঘোষণা করেছেন নরেন্দ্র মোদী। কানায় কানায় ভর্তি বিজ্ঞান ভবনে বর্তমান ও উদ্যোগপতিরা যাকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার, শিস ও প্রবল হাততালি দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন। মোদী যখন স্টার্টাপ সংস্থাগুলির জন্য তিন বছরের আয়কর ছাড়ের ঘোষণা করেছেন, তখন আওয়াজ উঠেছে, 'মার দিয়া চওকা!'

বাজেটের আগে নরেন্দ্র মোদীর এই ঘোষণাকে শিল্পমহল সংস্কারের পথে বড়সড় পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে শিল্পমহল। কারণ শিল্পমহলও চাইছিল, স্টার্টআপ সংস্থাগুলির জন্য মোদী সরকার উৎসাহবর্ধক ঘোষণা করুক। অগস্ট মাসেই মোদী স্টার্টআপ ইন্ডিয়া-র ঘোষণা করলেও এই প্রকল্পে কী কী থাকবে, কোন সংস্থাগুলিকে স্টার্টাপ হিসেবে ধরা হবে, তা নিয়ে সরকারের মধ্যেই বিভ্রান্তি ছিল। ধসেপ্টেম্বরে সিলিকন ভ্যালিতে প্রধানমন্ত্রী সেখানকার শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকের পর ছবিটা স্পষ্টহয়। এরপরই শিল্পসচিব অমিতাভ কান্ত শিল্পমহল ও দেশের প্রধান স্টার্টআপ সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই অনুযায়ীই স্টার্টআপ ইন্ডিয়া-র দিশানির্দেশ ঠিক হয়।

বিজ্ঞান ভবনে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া অনুষ্ঠানের শুরুতেই অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, সরকারের একমাত্র কাজ হল, সরকারি নাক গলানো বন্ধ করা। গোটা বিজ্ঞান ভবনে কোথাও কোনও সরকারি দফতরের নামগন্ধ ছিল না। ব্যানার-প্ল্যাকার্ডে শুধুই স্টার্টআপের জয়গান ও তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের কুর্নিশ। সন্ধ্যায় সেই একই সুরে মোদী বলেন, "এতদিন সরকার বলত, আমরা এত কিছু করত, তা হলে এত কিছু হবে। আমরা বলছি, এত কিছু করব না, তা হলে অনেক কিছু হবে। গত ৭০ বছরে সরকার অনেককিছু করেছে। কোথায় পৌঁছেছে? আপনারা বলুন, কী করতে হবে না!"

দেশের প্রায় সব স্টার্টআপ সংস্থার প্রধানরা আজ বিজ্ঞান ভবনে হাজির ছিলেন। ছিলেন উবের-এর প্রতিষ্ঠাতা ট্রাভিস কালানিক। অনেকে চেয়ার না পেয়ে সিঁড়িতেই বসে পড়েছিলেন। তরুণ শিল্পপতিদের অফুরন্ত উৎসাহ দেখেমোদী বলেছেন, "ওয়ো রুমস-এর রীতেশ অগ্রবালের কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমার মতো চাওয়ালাও হোটেল ব্যবসা শুরু করতে পারত।" কখনও আবার মন্তব্য করেছেন, ''ঝুঁকি নিয়েছিল বলেই উবের আজ কুবের হয়েছে।" শনিবার, সরকারি ছুটির দিন সত্ত্বেও যে তাঁরা কাজ করছেন, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মোদী। তবে তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে কৃষক বা আমজনতার সমস্যা, খাদ্যশস্য মজুত করা বা হস্তশিল্পের বিপণনের মতো ক্ষেত্রে স্টার্টআপ-এর প্রয়োজনের দিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন মোদী।

মোদী সরকার যখন দিল্লিতে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া শুরু করছে, তখন মুম্বইতে রাহুল গাঁধী মোদী সরকারকে আক্রমণ করছেন। মুম্বইতে একটি কলেজের অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের রাহুল বলেন, স্টার্টআপ ও অসহিষ্ণুতা একসঙ্গে চলতে পারে না। অসহিষ্ণু হলে সরকার অর্থনীতি বা স্টার্টআপেও ব্যর্থ হবে। রাহুলের যুক্তি, ''স্টার্টআপ-এ চিন্তার স্বাধীনতা দরকার। কিন্তু কেউ যদি বলে মহিলাদের জায়গা শুধুই রান্নাঘরে, তা হলে ব্যক্তি স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করা হয়। বিজেপি হিন্দু, মুসলমান ও মহিলা, এই তিনটি শ্রেণিতে মানুষকে ভাগ করে।' কংগ্রেসের যুক্তি, মোদী সরকার এখন ঢাকঢোল পিটিয়ে 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া' প্রকল্প শুরু করছে। বাস্তব হল, মনমোহন-জমানার ১০ বছরেই ৪ হাজার সংস্থা ৯০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছিল। যার মধ্যে ২ হাজারই স্টার্ট আপ সংস্থা।

রাহুলের প্রশ্নের জবাব না দিলেও মোদী ইঙ্গিত করেছেন, কংগ্রেসের জন্যই দেউলিয়া আইনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের বিল আটকে রয়েছে। যেখানে স্টার্টআপ সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনে ব্যবসা গোটানোর সহজ ব্যবস্থা রয়েছে। তরুণ শিল্পপতিদের মোদী বলেন, ''আপনারা টুইটারে-ফেসবুকে বলুন, যে কাজ আটকে রয়েছে। হয়তো ওঁরা বুঝলেও বুঝতে পারেন।''

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা

কারে কয়

সরকারি সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রযুক্তি ও মেধাসত্ত্বের সাহায্যে নতুন পণ্য বা পরিষেবার ব্যবসায় নামা পাঁচ বছরের কম পুরনো সংস্থা। ব্যবসার অঙ্ক ২৫ কোটি টাকার কম।

শুরু প্রাপ্তি

ভারতে ১,০০০ কোটি ডলার ঢালবে সফ্‌ট ব্যাঙ্ক উদ্যোগপতিদের মধ্যে চোখে পড়ার মতো উৎসাহ। বিজ্ঞান ভবনে বাজল সিটি!

স্টার্ট আপে সুবিধা

- তিন বছর মুনাফায় আয়কর ছাড়।
- মূলধনী লাভে কর ছাড়
- তিন বছর আসবেন না ইন্সপেক্টর। নেই শ্রম আইনের নজরদারি।
- অ্যাপ ব্যবসা এক দিনে শুরু।
- শ্রম ও পরিবেশ আইন মানছি বলে নিজের শংসাপত্রই যথেষ্ট।
- এক-জানলা ব্যবস্থা। স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া হাব।
- মেধাসত্ত্বের আবেদন খরচে ৮০ শতাংশ ছাড়। তা দ্রুত পাওয়া বন্দোবস্ত।
- ক্ষতি হলে ৯০ দিনের মধ্যে ব্যবসা গোটানোর ব্যবস্থা।
- ৪ বছরে ১০ হাজার কোটি টাকার লগ্নি তহবিল।
- ধারের গ্যারান্টি দিতে তহবিল ৫০০ কোটির।
- সরকারি বরাতে সুবিধা। বিচার্য নয় আগের অভিজ্ঞতা, ব্যবসার অঙ্ক।
- উদ্ভাবনী কেন্দ্র (নিকিউবেসন ও ইনোভেশন সেন্টার), গবেষণা পার্ক।
- ছাড়পত্র-অনুমোদনের জন্য মোবাইল অ্যাপ ও পোর্টাল।
- সরকারি খরচে আইনি সাহায্য।
- শিল্প সম্মেলনের ধাঁচে 'স্টার্ট আপ ফেস্ট'।
- স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যেও পরে ব্যবসা শুরু আগ্রহ জাগাতে উদ্যোগ।

অরুণাচল ও কাশ্মীরে আপাতত সরকার নেই, পরিস্থিতির উপর কড়া নজর চীন ও পাকিস্তানের, টেনশন বাড়ছে মোদি সরকারের

সমৃদ্ধ দত্ত, নয়াদিল্লি

অরুণাচল প্রদেশ এবং জম্মু কাশ্মীর। আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা বরাবর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রতিবেশি রাষ্ট্র চীন এবং পাকিস্তানের সীমান্ত লাগোয়া দুই রাজ্যেই আপাতত সরকার নেই। আর অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জেরে ওই দুই রাজ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন চলা এবং রাজনীতির জট না কেটে রীতিমতো আরও বেশি জটিল পরিস্থিতি হওয়ার আশংকা তৈরি হয়েছে স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই আশঙ্কা প্রকাশ করে বিশেষ রিপোর্ট দিয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে। অরুণাচল প্রদেশে কংগ্রেস সরকারকে ভেঙে দিয়ে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সুপারিশ পাঠানোর পর ২৬ জানুয়ারি বিকালে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সেই কেন্দ্রের পাঠানো সুপারিশে স্বাক্ষর করে ওই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেন। কিন্তু তারপর ভাবা হয়েছিল শাসক কংগ্রেস পরিষদীয় দল থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসা বিধায়কদের নিয়ে কোনও বিরোধী দলও এখনও সরকার গড়ার কোনও চেষ্টাই করেনি এবং কংগ্রেস সোজা সুপ্রিম কোর্টে এই সুপারিশকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

কার্যত সাংবিধানিক সংকটের দিকে এগোচ্ছে অরুণাচল। কারণ আজও সুপ্রিম কোর্ট প্রথমে এক ধাপ এগিয়ে রাজ্যপালের থেকে সমস্ত বাজেয়াপ্ত হওয়া কাগজপত্রসহ রিপোর্ট তলব করেও কিছুক্ষণের মধ্যে প্রত্যাহার করে নেয় সিদ্ধান্ত। ফলে আজ আবার কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে সর্বোচ্চ আদালত। ঠিক এরকমই অবস্থায় চীন যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইছে সেরকমই রিপোর্ট এসেছে গোয়েন্দাদের কাছে। অরুণাচল নিয়ে চীনের মাথাব্যথা নতুন নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও জঙ্গি আন্দোলন কিংবা সন্ত্রাসবাদের মানচিত্রে অরুণাচল প্রদেশের নাম ওঠেনি। তাই চীন বিশেষ ঘোলাজলে মাছ ধরতে পারেনি। এবার হঠাৎ করেই নির্বাচিত সরকার না থাকা এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন চলার প্রতিবাদে বিভিন্ন দিকে প্রতিবাদও শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না রাজ্য পরিচালনা কিংবা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়েও। এই অচলাবস্থার সুযোগ চীন পুরোদস্তুর নিতে পারে, এরকমই গোয়েন্দা রিপোর্ট এসেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে। ঠিক একইভাবে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী সবথেকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য জম্মু কাশ্মীরও বিজেপি এবং পিডিপির রাজনৈতিক দূরত্বের কারণে সরকারহীন হয়ে পড়ে রয়েছে। ঠিক যে সময় আইএসআইএস এবং জইশ ই মহম্মদের নতুন করে সন্ত্রাস ভারতকে টার্গেট করেছে এবং কাশ্মীরের থেকে আইএস সংগঠনে যোগদানের প্রবণতার খবর আসছে বেশি করে, তখন সরকারহীন, মুখ্যমন্ত্রীহীন কাশ্মীর উপত্যকা নিয়েও চরম সতর্কবার্তা জারি করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। সদ্য প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী মুফতি সঈদের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা মেহবুবা মুফতিই পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন তা নিয়ে সংশয় ছিল না।

কিন্তু মুফতি মহম্মদ সঈদ যেভাবে বিজেপির সঙ্গে জোট সরকার চালিয়েছেন, হঠাৎ সেই অবস্থান থেকে সরে এসে মেহবুবা মুফতি নিঃসর্তে বিজেপির সঙ্গে জোট সরকার চালাতে রাজি নন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যত আলটিমেটাম দিয়েছেন কাশ্মীরের বকেয়া প্রকল্প এবং বরাদ্দ নিয়ে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া হলে কোনওভাবেই আর বিজেপির সঙ্গে জোট সরকার চালাবেন না তিনি। তিনি গতকাল জানিয়েছেন বাবা বিজেপির সঙ্গে জোট গড়লেও সেই উদ্যোগ মোটেই জনপ্রিয় ছিল না। তা ছিল কাশ্মীরবাসীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে। তিনি বিজেপি'র কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কথাও বলছেন না। যা নিয়ে তীব্র টেনশনে আছেন বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকার। পিডিপি নেত্রী স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার দিকেই এগোচ্ছেন। এবং তা যদি হয় তাহলে ২০১৫ সালে দিল্লি এবং বিহারে বিধানসভা ভোটে বিপর্যয়ের পর ২০১৬ সালের শুরুতেই আর একটি রাজ্যের সরকার হাতছাড়া হবে। এই প্রথম কাশ্মীরের সরকারে অংশ হয়েছিল বিজেপি। সেক্ষেত্রে মুফতি তাঁর জেদে অনড় থাকলে বিজেপির জন্য বড়সড় ধাক্কা অপেক্ষা করছে।

যদিও বিজেপি পাশাপাশি ন্যাশনাল কনফারেন্সের জন্য দরজা খোলা রাখার কথাও ভাবছে। ফারুখ আবদুল্লা এবং ওমর আবদুল্লার দল রাজি হলে বিজেপি তাদের সঙ্গেই সরকারে যাবে। কিন্তু এই সমীকরণ আরও জটিল হতে পারে যদি কংগ্রেস রাজি হয়ে যায় পিডিপির সঙ্গে সরকার গড়তে। সুতরাং ঠিক কোন পারমুটেশন কম্বিনেশন হবে তা এখনও অনিশ্চিত এবং এই অবস্থায় কাশ্মীর নিয়ে তীব্র দুশ্চিন্তা বেড়েছে। কারণ পাকিস্তান তো বটেই, তাবৎ জঙ্গি সংগঠন তীব্র নজরে তাকিয়ে রয়েছে কাশ্মীরের এই অচলাবস্থার দিকে। এবং অবশ্যই এই সুযোগে হামলার প্ল্যানও কষছে। কারণ দিল্লি এবং শ্রীনগর এখন ব্যস্ত গদিতে থাকা কিংবা গদিতে বসা নিয়ে। জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপাল দুই দলকেই তলব করেছেন। পিডিপি আর বিজেপিকে রাজভবনে এসে জানাতে হবে তারা আদৌ সরকার গঠনে ইচ্ছুক কিনা। সব মিলিয়ে চীন ও পাকিস্তানের দুই সীমান্তবর্তী রাজ্যে এরকম একসঙ্গেই সম্পূর্ণ দিশাহীন পরিস্থিতি প্রায় নজরবিহীন।

—সৌজন্যে বর্তমান

বিস্মৃত শিল্পী

শতবর্ষ পেরিয়ে গিয়েছে বেশ কয়েক বছর। বহুমুখী ধারায় অত্যন্ত কৃতী এই শিল্পীর কথা আমরা ভুলতে বসেছি। ভূনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯০৯-১৯৯৬) আর্ট কলেজে পড়েছেন মুকুল দে-র পর্বে। শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসুর সান্নিধ্যে শিখেছেন অনেক। গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে লন্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে শিল্পশিক্ষা তাঁকে আরও পরিণত করে। তৈলচিত্র, পেনসিল স্কেচ, জলরঙ-তেলরঙ-চক চারকোলে ছবি আঁকা ছাড়াও ভাস্কর্য চর্চাতেও ছিলেন সমান দক্ষ। শুধু পেনসিলেই তিনি হাজারের বেশি বিশিষ্টজনের প্রতিকৃতি এঁকেছেন। সামনে বসে আঁকা এর অনেক ছবিই তাঁদের স্বাক্ষরিত। এমন অনেক ছবিই আর জীবনতথ্য নিয়ে দেবরঞ্জন চক্রবর্তীর ভাস্কর চিত্রকর ভূনাথ মুখোপাধ্যায় (পারুল) প্রয়োজনীয় কাজ।

RANAJIT KUMAR DATTA (1933-2015)

THE FOUNDER & THE FIRST PRESIDENT OF CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

IN LOVING MEMORY OF

Ranajit Datta

The Honor of your presence is requested at a Memorial Service to Celebrate the Life of Our Founder and First President Ranajit Datta

Sunday The 24th April, 2016 at 12.30 P.M.

at New York Kali Mandir,

614 Seaman Avenue, Baldwin, NY 11510

Cultural Association of Bengal, New York

SPRING FESTIVAL

An event of
INDIAN AMERICAN
MUSIC AND DANCE
APRIL 30TH 2016, 10am to 10pm

CLASSICAL AND CONTEMPORARY MUSIC AND DANCE

Presented by:

SANGEET JAGAT MUSIC INSTITUTION

Venue:

QUEENS HIGH SCHOOL

74-20 COMMONWEALTH BLVD.
BELLROSE, QUEENS, NY 11426
Bus #Q44 from F Train Subway
Kew Gardens

TALENT SEARCH COMPETITION

In addition to prizes to the winners, Certificates signed by renowned guests will also be given to all participants. Please send your child's full name immediately with correct spelling to Kasturi_nandi@hotmail.com.There may be a nominal fee ($5 max) to enroll in the contest.

MUSIC FILLS THE INFINITE

between two souls Music and the Mankind Sangeet Jagat Music Institute believes in Preservation, Promotion and Propagation of Classic and contemporary music in North America

SJMI, Music and Dance Students

Back cover on brochure Call for Price

Inside cover page brochure (front/back) Call for Price

Full page on brochure $500.00
Half page on brochure $300.00
Poster Inside Hall 36" x 60" / 15 sqft :$500.00
Poster Inside Hall 24" x 36"/ 6 sqft : $200.00
Stalls $200.00
Artist Sponsor/Misc. Call for Price
Please Contact Email:
kolkatautsab@hotmail.com Tel: 718 262 8696
Details of Patron /Donor /sponsor
Details of Patron /Donor /sponsor
Name Address Email Tel

- ☐ Sponsor
- ☐ Donor
- ☐ Individual
- ☐ Corporate
- ☐ Patron
- ☐ Family

A part of the collection will be donated to New York Kali Mandir

Sangeet Jagat Students Performing Songs

Activities of Sangeet Jagat Music Institute

10th Year of Dedication to Music

Preservation, Promotion and Propagation of Classic and semi Classic Indian Music in North America. We have music Teachers of excellent background and reputation.

Our Dedicated and skilled music teachers provide lessons on:

Classical Songs: Kheyal, thumri
Rabindrasangeet
Nazrul Geeti & Folk Songs
Modern, Patriotic and other songs
Keyboard
Guitar
Tabla
Recitation, Art and Drama
Hindi and Bengali Language (free)

Address:
87-63, 148 Street, Jamaica, NY 11435 Tel: 718 262 8696
Web: http://kolkatautsab.wix.com/classical-trio
Facebook: "Sangeet Jagat"